ভয় কখনো আমাকে ছেড়ে যায় না

বাংলাদেশ রাইফেলস (Bangladesh Rifles) -এর ২০০৯ বিদ্রোহের পর

অত্যাচার, হেফাজতে থাকাকালীন মৃত্যুগুলো এবং অন্যায্য বিচারগুলো

কপিরাইট © 2012 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা (United States of America)-য় মুদ্রিত

আইএসবিএন (ISBN): 1-56432-908-9

প্রচ্ছদ অলঙ্করণকারী রাফায়েল জিমানেজ (Rafael Jimenez)

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch) সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের মানবাধিকারবিষয়গুলো সুরক্ষার কাজে নিবেদিত রয়েছে। আমরা বঞ্চণা প্রতিরোধের জন্য, রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য, যুদ্ধের সময়ে অমানবিক আচরণ থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য আক্রান্ত ব্যক্তি ও আন্দোলনকারী কর্মীদের পাশে দাঁড়াই। আমরা মানবাধিকার লঙঘনকারী ঘটনাগুলোর তদন্ত করি এবং সেগুলোকে সবার সামনে প্রকাশিত করি এবং নির্যাতনকারীদের এর জন্য দোষী সাব্যস্ত করি। আমরা নির্যাতনকারী কার্যধারাগুলোকে নি:শেষ করতে এবং আর্ন্তজাতিক মানবাধিকারের আইনগুলোকে সম্মান করার জন্য সরকারগুলো এবং ক্ষমতাসীন পক্ষগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে থাকি। আমরা সবার জন্য মানবাধিকারের উদ্দেশ্যগুলোকে সমর্থনের জন্য জনসাধারণ এবং আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়গুলোকে তালিকাভুক্ত করে থাকি।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch) একটি আর্ন্তজাতিক সংস্থা যেখানে ৪০টিরও বেশী দেশের কর্মীরা রয়েছেন এবং আমস্টারডাম (Amsterdam), বৈরুত (Beirut), বার্লিন (Berlin), ব্রাসেলস (Brussels), শিকাগো (Chicago), জেনেভা (Geneva), গোমা (Goma), জোহানেসবার্গ (Johannesburg), লন্ডন (London), লস এঞ্জেলস (Los Angeles), মস্কো (Moscow), নাইরোবি (Nairobi), নিউ ইয়র্ক (New York), প্যারিস (Paris), সান ফ্রান্সিসকো (San Francisco), টোকিও (Tokyo), টরেন্টো (Toronto), টিউনিস (Tunis), ওয়াশিংটন ডিসি (Washington DC) এবং জুরিখ (Zurich)-এ এর অফিস রয়েছে।

আরো তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে, আমাদের এই ওয়েবসাইট দেখুন: http://www.hrw.org

HUMAN RIGHTS WATCH

2012

1-56432-908-9

ভয় কখনো আমাকে ছেড়ে যায় না

বাংলাদেশ রাইফেলস (ইঅঘএখঅউঊঝঐ জওঋখঊঝ) -এর ২০০৯ বিদ্রোহের পর অত্যাচার, হেফাজতে থাকাকালীন মৃত্যুগুলো এবং অন্যায্য বিচারগুলো

_সারাংশ_ 1

_বিদ্রোহ_ 2

_বিডিআর_ **(BDR)**_-এর সনেদহভাজনদের বিরুদ্ধে নির্যাতনগুলো_ 4

আর্ন্তজাতিক আইনের প্রতি বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতাগুলো 7

_মূল প্রস্তাবনাগুলো_ 8

_পদ্ধতি_ 9

I. _বাংলাদেশ রাইফেলস_ (The Bangladesh Rifles) 10

II. _২৫-২৬শে ফেব্রুয়ারির বিদ্রোহ_ 13

সরকারী এবং সেনাবাহিনীর তদন্তের রিপোর্টগুলো 20

III. _সনেদহভাজন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে করা নির্যাতনগুলো_ 26

_অত্যাচার এবং হাজতে থাকাকালীন মৃত্যুগুলো_ 26

মোজাম্মেল হক (Mozammel Hoque)-এর কেস 29

মোহাম্মদ আবদুল রহিম (Mohammad Abdul Rahim)-এর কেস 30

হাবিলদার মহিউদ্দিন আহমেদ (Habildar Mohiudin Ahmed)-এর কেস 31

নুরুল আমিন (Nurul Amin)-এর কেস 32

মোহাম্মদ আবদুল জলিল শেখ (Mohammad Abdul Jalil Sheikh)-এর কেস 34

নাসরুদ্দিন খান (Nasruddin Khan)-এর কেস 35

নুলামিন সরদার (Nulamin Sardar)-এর কেস 37

কামরুল হাসান (Kamrul Hasan)-এর কেস 38

কাচিং মার্মা (Kaching Marma)-র কেস 39

সিপাহী আল মাসুম (Sepoy Al Masum)-এর কেস 40

এমএ (MA)-র কেস 41

IV. _নির্ধারিত পদ্ধতি এবং ন্যায্য বিচার সংক্রান্ত উদ্বেগগুলো_ 45

ম্যানুয়েল ডি পেরিসে (Manuel de Perise)-র কেস 48

হাসি গোমেজ (Hasi Gomez)-এর কেস 49

ফুরিদ মারাক কস্টা (Furid Marak Costa)-র কেস 50

আবু কাশিম সিগদাল (Abu Kasim Sigdal)-এর কেস 51

নাসমুল হুদা চৌধুরী (Nasmul Huda Chowdhury)-র কেস 52
বাবুল সাংমা (Babul Sangma)-র কেস 53
আবুল কাশিম মজুমদার (Abul Kasim Majumdar)-এর কেস 53

V. ***প্রস্তাবনাগুলো* 58**
বাংলাদেশ (Bangladesh) ***সরকারের প্রতি*** 58
আর্ন্তজাতিক কমিউনিটির দাতা এবং অন্যান্য প্রভাবশালী সদস্যদের প্রতি 60

সারাংশ

এই রিপোর্টে নিরীক্ষণ করা হয়েছে যে, ঢাকা (Dhaka)-তে ফেব্রুয়ারি ২০০৯-এ সিনিয়র সেনা অফিসারদের যোগদানকৃত বার্ষিক উৎসবকালে বাংলাদেশ রাইফেলস (Bangladesh Rifles) (বিডিআর (BDR))-এর সদস্যদের বিদ্রোহের পরবর্তীতে কি ঘটনা ঘটেছে। ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখের এই ঘটনায় বিডিআর (BDR)-এর বিদ্রোহীরা একটি ভিড়ে ভরা হলে গুলিবর্ষণ শুরু করে এবং পরের ৩৩ ঘন্টা ধরে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং এতে সাতান্ন জন সেনা সহ মোট ৭৪ জনেরও বেশী লোক নিহত হয়েছিলেন, যার মধ্যে অনেক উঁচু পদের সেনা অফিসাররাও ছিলেন। বাংলাদেশের (Bangladesh) কর্তৃপক্ষগুলোর একটি দায়িত্ব রয়েছে এই নারকীয় হত্যাকান্ডের তদন্ত করা এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান করা। এছাড়াও সন্দেহভাজন ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকারগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার ক্ষেত্রেও তাদের একটি দায়িত্ব রয়েছে। এই ক্ষেত্রটিতে, তারা ভীষণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক পরিণাম হিসেবে এবং পরবর্তী সপ্তাহ ও মাসগুলিতে, সুরক্ষা বাহিনীগুলো ৬,০০০-এরও বেশী বিডিআর (BDR)-এর সদস্যদের আটক করে। আটক ব্যক্তিরা জানিয়েছেন যে, শাস্তিএবং স্বীকারোক্তি আদায় উভয় ক্ষেত্রে পদ্ধতিগতভাবে অত্যাচার ও খারাপ আচরণ করা হয়েছে। হাজতে থাকাকালীন অন্ততঃ ৪৭ জন আটক ব্যক্তি মারা গিয়েছেন বলে রিপোর্ট হয়েছে। যেখানে কিছু ব্যক্তি স্বাভাবিক কারণে মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু বাকী অনেকলো ক্ষেত্রেই হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch) ও অন্যান্যরা মৃত্যুর কারণ হিসেবে অত্যাচার ও খারাপ আচরণের স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছে। নির্যাতনের অনেকগুলো ঘটনা কুখ্যাত র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (Rapid Action Battalion) (RAB)-এর সদস্যরা করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

সরকার আক্ষরিক অর্থেই হাজার হাজার বিডিআর (BDR) সদস্যের বিচার করছে, যাঁদের বেশীর ভাগই হল র‍্যাঙ্ক-অ্যান্ড-ফাইল সেনা এবং এই বিচার পদ্ধতিতে নির্ধারিত পদ্ধতির মারাত্মক লঙঘনগুলো হয়েছে বলে চিহ্নিত হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে মাদক ব্যবহার করার মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় করা, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অর্থপূর্ণ আইনী সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে ঘাটতি হওয়া এবং গণ বিচার অর্ন্তভুক্ত রয়েছে এবং এটি বিচার ব্যবস্থার প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য ন্যায্য বিচার পাওয়া সুনিশ্চিত করার সামর্থ্যের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। ইউনিটের অর্ন্তভুক্ত সমস্ত সেনার একই সাথে বিচার করা হচেছ এবং এক্ষেত্রে সেই ইউনিটের মধ্যে কতজন সত্যিকারের অভিযুক্ত তা দেখা হচেছ না। এটি সেই ক্ষেত্রগুলোর জন্য বিশেষ উদ্বেগ তৈরী করছে, যেখানে সম্ভাব্য শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হতে পারে।

বিডিআর (BDR) বিদ্রোহের পর আটক ব্যক্তিদের ওপর অত্যাচার ও খারাপ আচরণের জন্য সরকার কারো বিরুদ্ধে তদন্ত করেছে বা কাউকে অভিযুক্ত করেছে এরকম কোন পদক্ষেপের কথা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর জানা নেই।

বিদ্রোহ

ফেব্রুয়ারী ২০০৯-এর শেষের দিকে, বাংলাদেশ রাইফেলস (Bangladesh Rifles) তাদের তিন দিনের বার্ষিক উৎসবের প্রস্তুতি নিচ্ছিল যা "বিডিআর (BDR) সপ্তাহ" নামে পরিচিত, যে অনুষ্ঠানে উঁচু পদের অফিসার ও *জওয়ানরা* (র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল বিডিআর (BDR) সদস্যরা; যে শব্দটির অর্থ বাংলায় হল সেনা) মেলামেশা করেন, আলোচনা করেন, প্যারেড করেন, আলো ও অস্ত্রের প্রদর্শনী হয় এবং একটি বড় পার্টি করে উদযাপন করেন। প্রথাগতভাবে, সরকারী উঁচু পদাধিকারীরা এই উৎসবে যোগদান করেন এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৯-এ নতুন প্রধানমন্ত্রী, শেখ হাসিনা (Sheikh Hasina), এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

পরের দিন অর্থাৎ ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ছিল দরবার, যা হল উৎসবের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানগুলোর একটি। এটি পিলখানা (Pilkhana)-র বিডিআর (BDR) হেডকোয়ার্টারের বিশাল কেন্দ্রীয় ভবনের দরবার হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে, *জওয়ানদের* উদ্বেগের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার জন্য বিডিআর (BDR)-এর উচচতম পদাধিকারীরা উপস্থিত হন। সাধারণত: শুধু এই সময়েই একজন *জওয়ান* বিডিআর (BDR)-এর উচচতম স্তরের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকের সমস্ত বিডিআর (BDR) সদস্যরা এবং তার সাথে সাথে বিডিআর (BDR)-এর সমস্ত সিনিয়র অফিসাররা দরবারে যোগ দেবেন বলে প্রত্যাশা করা হয় এবং এতে বিডিআর (BDR)-এর সমস্ত সিনিয়র অফিসাররাও যোগ দেন, যাঁদের অনেককেই সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদ থেকে নিয়ে আসা হয়।

২০০৯-এ বিডিআর (BDR) ও সেনাবাহিনীর মধ্যে টেনশন খুব বেড়ে যায়। নিম্ন হারে বেতন ও সুযোগ-সুবিধা, সিনিয়র বিডিআর (BDR) অফিসারদেরকে সেনা অফিসারদের নীচে কাজ করতে হওয়া, বিডিআর (BDR) অফিসারদের পদোন্নতির সম্ভাবনা সীমিত হওয়া এবং বিডিআর (BDR)-এর সদস্যরা ইউএন (UN) শান্তিরক্ষা মিশনগুলোর আকর্ষণীয় নিয়োগে অংশগ্রহণ করতে যে অনুমোদিত নন তা নিয়েও বিডিআর (BDR)-এর সদস্যদের দীর্ঘদিন ধরে ক্ষোভ ছিল। তদুপরি, ২০০৭-২০০৯ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যেভাবে "ডাল-ভাত" প্রকল্পটি প্রয়োগ করা হয়েছিল তা নিয়ে বিডিআর (BDR)-এর সদস্যদের অসন্তোষ ছিল। এই প্রকল্পের মাধ্যমে, বিডিআর (BDR) উচচ মুদ্রাস্ফীতির সময়ে জনগণকে সাশ্রয়ী মূল্যে খাবার প্রদান করছিল। কিছু বিডিআর (BDR) অফিসার বিশ্বাস করতেন যে, লক্ষ্য অনুযায়ী, বিডিআর (BDR)-এর

জন্য পরিসেবাগুলোতে অর্থপ্রদানের বদলে সেনা অফিসাররা "ডাল-ভাত" প্রকল্প থেকে নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে লাভ পকেটস্থ করেছিলেন।

দরবার উৎসবে অস্ত্রআনা অনুমোদিত নয়। কিন্তু ২৫শে ফেব্রুয়ারি অনেক বিডিআর (BDR) সদস্য গোপনে অস্ত্র নিয়ে ভবনটিতে ঢুকে পড়তে পেরেছিলেন। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পর, বিডিআর (BDR)-এর ডিরেক্টর জেনারেল একত্রিত হওয়া *জওয়ানদের সঙ্গে* ক্ষোভগুলো নিয়ে কথা বলতে আরম্ভকরেন। সকাল প্রায় ৯:৩০টার দিকে, একজন বিডিআর (BDR) সদস্য তাঁর বন্দুক তুলে ধরেন এবং সেটিকে উপস্থিত সিনিয়র সেনা অফিসারদের দিকে তাগ করেন। এই মুহূর্তে কি হয়েছিল যেমন কত বার গুলি করা হয়েছে বা কারা তা করেছে, তা নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে, কিন্তু এই ইঙ্গিতটি পেয়ে দরবারে উপস্থিত অন্যান্য সশস্ত্র*জওয়ানরা উঠে* দাঁড়ান, এবং বাইরে থেকে অন্যান্য সশস্ত্র*জওয়ানরাও ঢুকে* পড়েন। হল ও ব্যারাকগুলোতে নারকীয় হত্যালীলা শুরু হয়, যেখানে বিডিআর (BDR) *জওয়ানরা* হয় সেনা অফিসারদের জিম্মি করে রাখছিলেন বা শুধু তাঁদেরকে গুলি করে মেরে ফেলছিলেন। সমস্ত বিডিআর (BDR) *জওয়ানরা* যে অংশগ্রহণ করেছিলেন তা নয়। তাঁদের অনেকেই সেনা অফিসারদের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিছু পালিয়ে যান এবং কিছু লুকিয়ে পড়েন।

বিদ্রোহ শেষ হতে হতে, ওপরে যেরকম উল্লিখিত হয়েছে যে, ৫৭ জন সেনা অফিসার সহ ৭৪ জন নিহত হন। এঁদের মধ্যে বিডিআর (BDR)-এর ডিরেক্টর জেনারেল শাকিল আহমেদ (Shaquil Ahmed)-ও ছিলেন। পরে বিদ্রোহের পরিণামের যে ছবিগুলো পাওয়া গিয়েছে সেখানে মৃতদেহগুলো এবং হল ও বাইরে উভয় জায়গায় রক্তের বন্যা প্রদর্শিত হয়েছে। অনেক মৃতদেহকে তাৎক্ষণিক ভাবে তৈরী গণকবরে চাপা দেওয়া হয়েছিল। কিছু মৃতদেহকে নালায় ফেলে দেওয়া হয়। দরবার হলটি দেখে এটি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, সেনা অফিসারদেরকে ঘিরে ধরা হয়েছিল এবং ঠান্ডা মাথায় তাঁদেরকে হত্যা করা হয়, যেখানে এই উৎসবটিকে বিডিআর (BDR) সংস্কৃতির একটি পবিত্র সংস্কৃতি হিসেবে এবং উচচস্তরের কম্যান্ড এবং তাঁদের অধঃস্তনদের মধ্যে একটি বিশ্বাসের মুহুর্ত হিসেবে ধরা হয়।

বিদ্রোহ শুরু হওয়ার প্রায় ৪৫ মিনিট পর, একটি র‍্যাব (RAB) ব্যাটালিয়ন পিলখানা (Pilkhana)-র গেটে এসে পৌঁছায়, কিন্তু তারা প্রবেশ করার অনুমতি পায়নি। সেনাবাহিনী সরকারের সাথে আলোচনা করে, পরিস্থিতি সামলাতে ট্যাঙ্ক ও বাহিনী পাঠায়। বিমান বাহিনী একটি হেলিকপ্টার পাঠায়, যা পিলখানা (Pilkhana)-র ওপর ঘুরতে থাকে এবং তা সাড়া দিতে প্রস্তুত ছিল। তবে, প্রধানমন্ত্রী আরো রক্তপাত বন্ধের জন্য, তাদেরকে ব্যারাকগুলোতে প্রবেশ করতে নিরস্ত করেন এবং বিদ্রোহীদের সাথে একটি আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার পথ বেছে নেন। মীমাংসার ব্যাপারটি উঠে আসায়, বিডিআর (BDR) *জওয়ানরা* তাঁদের ব্যারাকগুলোতে ফিরতে আরম্ভ করেন এবং তখন তাঁদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। প্রধানমন্ত্রী ব্যারাকগুলোতে আক্রমণ না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় অনেক জীবন বেঁচে গেলেও, সেনাবাহিনীর অনেকে এর তীব্র সমালোচনা করেন, যাঁরা এই হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ব্যাপক শক্তিপ্রয়োগের পক্ষে ছিলেন। পরের মাসগুলোতে সেনা অভ্যুত্থানের নিয়মিত গুজব শোনা যেত এবং নতুন সরকারও অস্থিতিশীল ছিল।

বিডিআর (BDR)-এর সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে নির্যাতনগুলো

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch) বিদ্রোহের ওপর দুটি অফিসিয়াল রিপোর্টের কপি পেয়েছে। একটি প্রস্তুত করেছিল সরকার এবং আরেকটি সেনাবাহিনীর কাছ থেকে পাওয়া যায়। উভয় রিপোর্টেই বলা হয়েছিল যে, বিদ্রোহটি পরিকল্পিত ছিল। সরকারী রিপোর্টে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর আগে থেকে বিদ্রোহের ব্যাপারটি না জানতে পারার ত্রুটির বিষয়টি ছিল, যেখানে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার অনেক আগে থেকেই বিডিআর (BDR)-এর পদগুলো নিয়ে বাড়তে থাকা অসন্তোষ সম্পর্কে সেনা ও গোয়েন্দা সার্ভিসগুলো জ্ঞাত ছিল। সেনা রিপোর্টে সরকারের সুরক্ষা বাহিনীগুলোকে শক্তি প্রয়োগ করতে না দেওয়ার ত্রুটির বিষয়টি উল্লিখিত হয় এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কোন ত্রুটি থাকার কথা অস্বীকার করা হয়।

এই বিদ্রোহের ঘটনাটি যেখানে আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে খুবই স্বল্পকালীন মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু বাংলাদেশে (Bangladesh) এটি একটি বিশাল ঘটনা ছিল এবং সেনা ও নতুন আওয়ামী লীগ (Awami League) সরকারের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর মারাত্মক প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু বিদ্রোহে অংশগ্রহণের জন্য গ্রেফতারকৃতদের পরিণামের বিষয়টি বাংলাদেশ (Bangladesh) এবং বিদেশে খুবই কম মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

এটি লেখার সময় এখনও হাজার হাজার আটককৃত ব্যক্তি হাজতে রয়েছেন। সবাই গণ বিচারের সম্মুখীন হচেছন, যেক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিক ন্যায্য বিচারের মানদ-গুলো পূরণকৃত হওয়ার সম্ভাবনা কম। যদি দোষী সাব্যস্ত হন, তবে তাঁদের কয়েকজন মৃত্যুদ-ে-ও দন্ডিত হবেন।

উদাহরণস্বরূপ, মোহাম্মদ আবদুল জলিল শেখ (Mohamed Abdul Jalil Sheikh)-এর কেসটির কথা ধরা যাক, যা গ্রেফতারের পরে কিছু অভিযুক্তের ওপর করা আচরণকে বর্ণনা করে। শেখ (Sheikh) বিদ্রোহ চলাকালীন আহত হন এবং তাঁকে সেই দিন পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি নয়দিন হাসপাতালে ছিলেন এবং তাঁর ভাল চিকিৎসা করা হয়, কিন্তু তারপর তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর স্ত্রী ও পরিবার দুই মাস পর অবশেষে বের করতে পারেন যে, তাঁকে র‍্যাব (RAB) এবং সেনা গোয়েন্দা সংস্থা ঢাকা (Dhaka)-র র‍্যাব-১ (RAB-1)-এর অফিসে[1] নিয়ে গিয়েছে। তাঁর ছেলে মোহাম্মদ রাহিবুল ইসলাম (Mohammad Rahibul Islam) জানিয়েছেন যে, শেখ (Sheikh) বলেছেন, এই দুইমাসে তাঁর ওপর উপর মারাত্মক অত্যাচার করা হয়:

[1] র‍্যাব (RAB)-কে বারোটি বাহিনীতে সংগঠিত করা হয়েছে, যার পাঁচটি ঢাকা (Dhaka)-তে কাজ করে, প্রতিটি ইউনিটের ক্ষেত্রে একটি সংখ্যা সম্বলিত রয়েছে যা এর কাজের এলাকাটিকে নির্দেশ করে। র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (Rapid Action Battalion), "র‍্যাব (RAB) ব্যাটালিয়ন":, তারিখহীন, http://www.rab.gov.bd/index.php# (২০শে এপ্রিল, ২০১২ তারিখে গৃহীত)

আমার আব্বার এই নিয়ে কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছিল, তা তাঁর পক্ষে মনে করাও একটি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার ছিল। তিনি আমাকে বলেন যে, তাঁকে সিলিং থেকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হত এবং নিয়মিত ভাবে পেটানো হত, তাঁর হাত ও পায়ের সমস্ত নখ তুলে ফেলা হয়েছিল এবং তাঁকে বৈদ্যুতিক শকও দেওয়া হত।

শেখ (Sheikh) জানিয়েছেন যে, তাঁকে বেশীর ভাগ সময়ই চোখ বেঁধে রাখা হত। তিনি বলেছেন যে, তিনি টয়লেটে বা নাপিতের কাছে যাওয়ার সময় বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁকে র‍্যাব-১ (RAB-1)-এ রাখা হয়েছিল। শেখ (Sheikh) তাঁর পরিবারকে জানান যে, তাঁর সাথে আরো ১০-১২ জন বিডিআর (BDR) সেনাকেও সেখানে রাখা হয়েছিল এবং তাঁদের সাথেও একই রকম আচরণ করা হত।

এপ্রিলের শেষে শেখ (Sheikh)-কে ফৌজদারী ধারা অনুযায়ী বিদ্রোহের পরিকল্পনাকারীদের একজন হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। অভিযুক্ত করার পর, তাঁকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তারপর থেকে তিনি সেখানেই আছেন। তাঁর দুই পা-ই অসাড় হয়ে গিয়েছে এবং দেখে মনে হচ্ছে যে, তা স্থায়ীভাবে হয়েছে। তাঁর ওপর হওয়া অত্যাচারের জন্য, তাঁর মূত্রথলি বা মলত্যাগের ওপর তাঁর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তাঁর আত্মীয়রা জানিয়েছেন যে, তিনি স্মৃতিভ্রম এবং মারাত্মক অবসাদে ভুগছেন।

অত্যাচার ও হেফাজতে থাকাকালীন মৃত্যুর অভিযোগগুলো প্রকাশ হতে শুরু করায় সরকারকে নোটিশ প্রদান করা হয়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-সহ মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো তাদের অনুসন্ধানে পাওয়া বিষয়গুলোকে মার্চ ২০০৯-এর শুরুর দিকে জনসমক্ষে তুলে ধরে। হাসপাতালের ডাক্তাররা নাম গোপন রেখে হেফাজতে মৃত্যু হওয়া লোকেদের দেহে পাওয়া আঘাতগুলো সম্পর্কে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেন। পরিবারের লোকেরা মৃত ব্যক্তিদের শরীরের অবস্থা বর্ণনা করে গণমাধ্যমের কাছে সাক্ষাৎকার দেন। উইকিলীকস (Wikileaks)-এ একটি কেবল বা বার্তা পাওয়া যায়, যেখানে ইউএস (US) রাষ্ট্রদূত ৩রা মে, ২০০৯ তারিখে এই ব্যাপারে সরকারী অফিসারদের কাছে উদ্বেগ ব্যক্ত করেন। একজন অফিসার, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম (Syed Ashraful Islam) বলেন যে, সরকার এই উদ্বেগগুলোকে অনুধাবন করতে পেরেছে এবং অভিযুক্তদের বিচারের ক্ষেত্রে সামরিক নিয়ন্ত্রণের বদলে অসামরিক নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার চেষ্টা করছে।

৬,০০০-এর বেশী আটক ব্যক্তিদের বেশীর ভাগ এই ব্যাপারে খুব অল্পই জানতেন যে, তাঁদেরকে কি কারণে আটক করা হয়েছে। অনেক পরিবার দীর্ঘ সময় জানতেন না যে, তাঁদের স্বামী বা বাবা কোথায় আছেন, প্রায়শঃ টানা কয়েক মাস তাঁদের হদিশ জানা যেত না। বিডিআর (BDR) তাঁদেরকে কোন উত্তর দেয়নি এবং স্থানীয় কারাগারগুলোতে একবার ঘুরে এসেও কোন ফল পাওয়া যায়নি।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গণ বিচারগুলো বিডিআর (BDR)-এর নিজস্ব বিদ্রোহ আইন এবং বাংলাদেশী ফৌজদারী ধারা অনুসারে করা হচেছ। বিদ্রোহ আইনের বিচারগুলো প্রধানতঃ নির্দেশ না মানা, বেআইনীভাবে অস্ত্র রাখা বা কর্তব্যে রিপোর্ট করতে ব্যর্থতার মত বিষয়গুলো নিয়ে করা হয়। এই বিচারগুলো একটি বিশেষভাবে নিযুক্ত বিডিআর (BDR) ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে করা হচেছ। বিদ্রোহ আইন অনুযায়ী, সর্বনিম্ন শাস্তি হল ৪ মাস এবং সর্বাধিক শাস্তি হল ৭ বছর কারাদ-।

ফৌজদারী আইনে আনা অভিযোগগুলোতে আরো গুরম্নতর অপরাধগুলো যেমন হত্যা, দেশদ্রোহীতা বা বিস্ফোরক দ্রব্য নিজের কাছে রাখার মত অপরাধগুলোকে আওতাভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে সর্বাধিক শাস্তি হল মৃত্যুদ-।

গণ বিচারের ক্ষেত্রে এমন একটি বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, যারা এ ব্যাপারে প্রশিক্ষিত থাকেন এবং প্রত্যেক অভিযুক্তের জন্য একটি ন্যায্য বিচার সুনিশ্চিত করতে সমর্থ থাকেন। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch) অভিযুক্তদের পরিবারের লোকদের এবং বিবাদী পক্ষের আইনজীবীদের সাক্ষাৎকার নেয়, যেখানে দেখা গিয়েছে যে, গণবিচারটি ন্যায্য পদ্ধতির লঙঘনে পূর্ণ ছিল। চার্জশীটগুলো প্রায়শঃই হাজার হাজার পাতা লম্বা এবং এর জন্য অভিযুক্তের পক্ষে সপক্ষের ব্যক্তিগত যুক্তিগুলো প্রস্তুত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এই কেসগুলোর কয়েকটিতে শত শত অভিযুক্তকে একই সময়ে বিচার করা হয়েছে, যা একটি বিশদ ও ন্যায্য বিচারের অধিকারের ওপর একটি প্রচন্ড চাপ তৈরী করেছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাক্ষাৎকারগ্রহণকৃত পরিবারগুলোর খুব কমসংখ্যকই অভিযুক্তদের বিরম্নদ্ধে আনা ঠিক অভিযোগ বা প্রমাণ সম্পর্কে জানতেন। বেশীর ভাগ পরিবার বলেছেন যে, তাঁরা আইনজীবী নিয়োগ করেননি। খুব অল্পসংখ্যকই জানতেন যে, তাঁদের সরকারের খরচে আইনজীবী পাওয়ার অধিকার রয়েছে। সাক্ষাৎকার নেওয়া পরিবারগুলোর কয়েকটি বলেছেন যে, তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে, একজন আইনজীবী নিয়োগ করে কোন কাজ হবে, কারণ তাঁরা আশা করেন না যে, সরকার ন্যায্য বিচার প্রদান করবে।

আটক ব্যক্তিদের আইনী সহায়তা পাওয়ার ঘাটতির বিষয়টি একটি মারাত্মক উদ্বেগের ব্যাপার। ফেব্রুয়ারি ২০০৯-এ তাঁদের গ্রেফতারের পর থেকে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত, বিদ্রোহের মামলাগুলোতে অভিযুক্তদেরকে তাঁদের আইনজীবীর সাথে আলোচনা করতে দেওয়া হত না। তারপর থেকে তাদেরকে প্রতিটি আদালতের দিনের শুরম্নতে ও শেষে ২০ মিনিট করে আলোচনা করতে দেওয়া হত এবং পরে শুনানির সময়ে ৩০ মিনিট আলোচনা করতে দেওয়া হচেছ।
অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তিরই সামরিক ও অসামরিক উভয় কেসেই কোন আইনী সহায়ক নেই। মামলাগুলোতে সংশ্লিষ্ট অল্প কয়েকজন আইনজীবী হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর কাছে অভিযোগ করেছেন যে, এত মক্কেল হওয়ার জন্য এবং তাঁদের প্রত্যেকের সাথে কথা বলার জন্য এত কম সময় পাওয়ার জন্য তাঁদের পক্ষে প্রতিটি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে একটি কার্যকরী সপক্ষ সমর্থন দেয়া অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছে। বাদীর অফিসের কথা অনুযায়ী, কিছু বিবাদীকে একই মামলাতে আরো অন্ততঃ ১২ জনের সাথে তাদের আইনজীবীকে ভাগ করে নিতে হচেছ। পরামর্শের সময় সংক্রান্ত

উদ্বেগ ছাড়াও, স্বার্থের সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, কারণ একটি প্রমাণ যা কোন ব্যক্তিকে নির্দোষ প্রমাণ করছে তা হয়তো আরেকজনকে দোষী হিসেবে নির্দেশ করতে পারে।

৮৫০ জন্য বিডিআর (BDR) সদস্যের অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে মৃত্যুদ-ের সম্ভাব্য ব্যবহারের বিষয়টি প্রক্রিয়াটির নিরপেক্ষতার ব্যাপারে উদ্বেগকে বাড়িয়ে তুলেছিল।

আর্ন্তজাতিক আইনের প্রতি বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতাগুলো

বাংলাদেশ (Bangladesh), ইন্টারন্যাশনাল কভেনেন্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস (International Covenant on Civil and Political Rights)(আইসিসিপিআর (ICCPR))-এর একটি রাষ্ট্রপক্ষ, যেখানে ন্যায্য বিচার সুনিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় মানদ-গুলো রয়েছে। যেখানে বাংলাদেশ (Bangladesh) সরকারকে শিকার হওয়া ও বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে অবশ্যই বিদ্রোহের তদন্ত করতে হবে, তার সাথে সাথে তাকে অবশ্যই অভিযুক্তদের ন্যায্য বিচার পাওয়ার অধিকারগুলো অনুযায়ী বাধ্যবাধকতা অনুসারে তা করতে হবে। আইসিসিপিআর (ICCPR)-এর অনুচেছদ ১৪ নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, আদালত ও ট্রাইব্যুনালগুলোর সামনে সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি সমান, যেখানে অনুচেছদ ১৪(৩)-এ বিভিন্ন নিশ্চয়তাগুলিকে নিশ্চিত করা হয়েছে, যেগুলিকে আর্ন্তজাতিক আইন মেনে চলার জন্য অবশ্যই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে প্রদান করতে হয়। এর মধ্যে অর্ন্তভুক্ত রয়েছে অভিযুক্তের অভিযোগগুলো সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়ার অধিকার, স্বপক্ষের যুক্তি প্রস্তুতির সময় পাওয়া এবং পছন্দের আইনজীবী পাওয়া। গণবিচারগুলোতে এই অধিকারগুলো রক্ষা করা প্রচন্ড কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আইসিসিপিআর (ICCPR)-এর ন্যায্য বিচারের মাপকাঠিগুলো সামরিক ও অসামরিক উভয় আদালতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। আইসিসিপিআর (ICCPR)-এর একটি মূল শর্ত হল এই যে, আদালতটি যাতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হয়, যা হওয়া সামরিক বিচারের ক্ষেত্রে খুব কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

মাদক প্রয়োগ করে গৃহীত সাক্ষ্য আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। ইউএন কনভেনশন এগেইনেস্ট টর্চার অ্যান্ড ক্রুয়েল, ইনহিউম্যান, অর ডিগ্রেডিং ট্রীটমেন্ট অর পানিশমেন্ট (UN Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment)-এর অনুচেছদ ১৫ অনুসারে, একটি রাষ্ট্র পক্ষ হিসেবে বাংলাদেশ (Bangladesh)-কে নিশ্চিত করতে হবে যে, নির্যাতন করে বের করা কোন বিবৃতিকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না, যদি তা অত্যাচার করে নেয়া হয়েছে এরকম অভিযোগ আসে এবং তা প্রমাণিতহয়। এছাড়াও এটি অবশ্যই সুনিশ্চিত করতে হবে যে, এটি যাতে এর অফিসারদের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর কোন অত্যাচার ও খারাপ ব্যবহারের বিষয়টি তদন্ত করে এবং অভিযুক্তকরণ ও এর শিকার ব্যক্তিদের কথা বিবেচনা করা সহ যথাযথ পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে।

মূল প্রস্তাবনাগুলো

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch) বাংলাদেশ (Bangladesh) সরকারের কাছে এগুলোর দাবী জানিয়েছেঃ

- একটি স্বাধীন তদন্তকারী ও অভিযুক্তকরণের কাজে নিয়োজিত টাস্ক ফোর্স তৈরী করা যাদের পর্যাপ্ত বিশেষজ্ঞতা, ক্ষমতা এবং ব্যাপক তদন্তের উৎসগুলো থাকবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিডিআর (BDR) বিদ্রোহের সনেদহভাজনদের ওপর বেআইনী মৃত্যু, অত্যাচার এবং খারাপ আচরণের সমস্ত অভিযোগগুলোকে নিস্পত্তি করবে, তা অভিযুক্ত যে পদে বা সংস্থাতেই থাকুন না কেন।
- র‍্যাব (RAB) ভেঙ্গে দেওয়া এবং পুলিশের মধ্যে একটি অসামরিক ইউনিট বা একটি নতুন সংস্থা তৈরী করা, যারা অপরাধ ও সনত্রাসবাদের বিরবদ্ধে লড়াইয়ের সময় এর ভিত্তি হিসেবে মানবাধিকারগুলোকে গুরবত্ব দেবে।
- র‍্যাব (RAB), ডিজিএফআই (DGFI) এবং অন্যান্য সুরক্ষা বাহিনীগুলো দ্বারা কৃত দীর্ঘদিন ধরে চলা ব্যাপক নির্যাতন ও খারাপ আচরণের বিষয়টি বিবেচনা করতে প্রকৃত ও অর্থপূর্ণ পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা।
- নিশ্চিত করা যে, বিডিআর (BDR)-এর বিচারগুলোতে যাতে প্রত্যেক অভিযুক্তের ক্ষেত্রে ন্যায্য বিচার ও নির্ধারিত প্রক্রিয়ার আর্ন্তজাতিক মানদ-গুলো মেনে চলা হয়।

পদ্ধতি

বিদ্রোহে অংশ নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত বিডিআর (BDR) সদস্যদের পরিবারগুলো , বিডিআর (BDR)-এর সদস্য, সেনাবাহিনীর সেনা ও অফিসার, সরকারী অফিসার, বাদী পক্ষের আইনজীবী, বিবাদী পক্ষের আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী এবং সাংবাদিকদের সাথে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর নেওয়া বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে এই রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে। রিপোর্টটির জন্য জুন ও সেপ্টেম্বর ২০১১-তে সাক্ষাৎকারগুলো গ্রহণ করা হয় এবং ই-মেইল ও ফোনের মাধ্যমে তা আপডেটকৃত হয়। আমরা সব মিলিয়ে ৬৫টি সাক্ষাৎকার নিই, যার মধ্যে ২৯টি নেওয়া হয় অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে।

ওপরের সারাংশে বর্ণনাকৃত দুটি অফিসিয়াল রিপোর্ট ছাড়াও, আমরা মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো এবং অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থা গুলোর প্রস্তুতকৃত রিপোর্টগুলো এবং সংবাদপত্রের প্রতিবেদনগুলোর সহায়তা নিয়েছি।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch) এই কেসগুলোকে নথিবদ্ধ করার সময় ঢাকা (Dhaka) কেন্দ্রিক মানবাধিকার সংক্রান্ত এনজিও (NGO) অধিকার (Odhikar) এবং আইন-ও-সালিশ কেন্দ্রের (Ain-O-Salish Kendra) সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করেছে। উভয় গোষ্ঠীই বিদ্রোহের পর থেকে বিডিআর (BDR)-এর অভিযুক্তদের ওপর অত্যাচার ও হেফাজতে থাকাকালীন মৃত্যুর ব্যাপারে রিপোর্টগুলো নথিবদ্ধ করার কাজ করছে।

অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিবারের লোকেরা প্রতিক্রিয়া বা খারাপ আচরণের মুখে পড়ার ভয়ে তাদের নাম প্রকাশ করতে ভয় পেয়েছিলেন। ঐ ক্ষেত্রগুলোতে , আমরা তাদের পরিচয়ের সুরক্ষা রাখতে তাদের নাম পরিবর্তন করেছি এবং অনির্ধারিত নামের আদ্যাক্ষরগুলো ব্যবহার করেছি।

ঢাকা (Dhaka)-য় থাকাকালীন, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch) দুবার বিডিআর (BDR)-এর ডিরেক্টর জেনারেলের সাক্ষাৎকার নিতে চেয়েছিল। যদিও তিনি সাক্ষাৎ করার একটি ইচছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু দুবারেই তিনি একেবারে শেষ মুহূর্তে বলেছেন যে, তিনি খুব ব্যস্ত আছেন।

পরিবারগুলো ও কিছু আইনজীবীর সাক্ষাৎকার একজন অনুবাদকারীর সহায়তা নিয়ে পুরোপুরি বাংলাতে নেওয়া হয়েছে। বাকীদের সাথে ইংরেজীতে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

এই রিপোর্টে, ২০০৯ এর ঘটনাগুলোর উল্লেখ করার সময় আমরা বিডিআর (BDR) শব্দটি উল্লেখ করেছি, কারণ সেই সময়ে সংস্থাটির নাম তাই ছিল। নাম পরিবর্তন হওয়ার আগে ও পরে সংস্থাটির বর্ণনাকারী তথ্য উল্লেখ করার সময় আমরা বিডিআর (BDR)/বিজিবি (BGB) এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেছি।

I. *বাংলাদেশ রাইফেলস* (The Bangladesh Rifles)

বাংলাদেশ রাইফেলস (The Bangladesh Rifles) (বিডিআর (BDR)) হল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতার অধীন একটি সুরক্ষা বাহিনী যার নাম ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি বিদ্রোহের পর পরিবর্তন করে বর্ডার গার্ডস বাংলাদেশ (Border Guards Bangladesh) (বিজিবি (BGB)) রাখা হয়। ১৮৭০ সাল থেকে বিভিন্ন নামে সীমান্ত বাহিনী হিসেবে বিডিআর (BDR)/বিজিবি (BGB)-র অস্তিত্ব বর্তমান রয়েছে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার সমাপ্তির পর থেকে ১৯৭১-এ স্বাধীনতা পর্যন্ত এর নাম ছিল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (East Pakistan Rifles)। ১৯৭১-এর পর, এর নতুন নাম হয় বাংলাদেশ রাইফেলস (Bangladesh Rifles)।

বিডিআর (BDR)/বিজিবি (BGB)-র প্রাথমিক দায়িত্ব হল ভারত (India) ও বার্মা (Burma)-র সাথে থাকা দেশের ৪,৪২৭ কি.মি. সীমানা রক্ষা করা এবং কোন অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে সুরক্ষার প্রথম দেয়াল হিসেবে কাজ করা। বাহিনীটি এছাড়াও পাচার-রোধী কর্মকান্ড, আন্তঃসীমানা অপরাধগুলোর তদন্ত করা, সেনা বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বা অনুরোধে আইন-শৃঙখলা বজায় রাখা এবং ত্রান ও পুর্নবাসনের কাজে আইন রক্ষাকারী সংস্থা গুলোকে সহায়তা করে থাকে।

দেশ জুড়ে বাহিনীটির মোট ৬৭,০০০ জনের একটি শক্তি রয়েছে এবং এর মোট ৬১টি ব্যাটালিয়ন রয়েছে এবং চারটি অঞ্চলে প্রায় ১২টি সংগঠিত সেক্টর রয়েছে। সরকার অদূর ভবিষ্যতে এই বাহিনীটিকে পরিবর্ধিত করার পরিকল্পনা করেছে। বিডিআর (BDR)/বিজিবি (BGB)-র হেডকোয়ার্টার ঢাকার কেন্দ্র (Dhaka) পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকে অবস্থিত, যা ছিল বিদ্রোহের প্রাথমিক স্থান।[2]

বিডিআর (BDR)/বিজিবি (BGB) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতার ক্ষমতার অধীনে পড়ে না, কিন্তু বাহিনীর পরিচালনাকারী পদগুলোতে সেনাবাহিনী থেকে ব্যক্তিদের নিয়ে আসা হয়। বাহিনীর প্রধান পদটি হল ডিরেক্টর জেনারেল এবং বাংলাদেশ (Bangladesh) সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল পদে থাকা কাউকে এই পদে আসীন করা হয়। একইরকমভাবে অন্যান্য সমস্ত সিনিয়র অফিসার পদেও সেনাবাহিনী থেকে আসা ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা হয়। এই সেনা অফিসাররা সেনাবাহিনীতে ফিরে যাওয়ার আগে কয়েক বছর বিডিআর (BDR)/বিজিবি (BGB)-তে কাজ করেন। সাধারণভাবে, বিডিআর (BDR)/বিজিবি (BGB)-র সেনা অফিসারদেরকে দেশের সেরা আফিসার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেনা অফিসারদের কাছে, বিডিআর (BDR)/বিজিবি (BGB)-তে নিযুক্ত হওয়া দীর্ঘদিন ধরে একটি সম্মানজনক নিয়োগ হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। বিডিআর (BDR)-এর একজন পূর্বতন ডিরেক্টর জেনারেল হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর

---

[2] আরো তথ্যের জন্য বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (Border Guard Bangladesh)-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি দেখুন; বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (Border Guard Bangladesh), "বিজিবি (BGB)", তারিখহীন, http://www.bgb.gov.bd (২৮শে এপ্রিল, ২০১২ তারিখে গৃহীত)।

কাছে ব্যাখ্যা করেন যে, অন্যান্য সুরক্ষা বাহিনীতে সেনা থেকে নিযুক্ত হওয়ার বিষয়টি এই অফিসারদের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর গভীর বিশ্বাস থাকার বিষয়টিকে প্রতিফলিত করে।[3]

সাধারণ র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল বিডিআর (BDR) সৈনিকদেরকে সাধারণভাবে জওয়ান বলা হয়, যার অর্থ বাংলাতে হল সেনা। বিডিআর (BDR)/বিজিবি (BGB)-র প্রায় ১০০ জন অফিসারকে বাহিনীর মধ্যে পদোন্নতি দেয়া হয়, যদিও বিদ্রোহের আগে তাঁরা যে উচচতম পদটিতে যেতে পারতেন তা হল ডেপুটি অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর (ডিএডি (DAD)), যে পদটিকে সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন পদের সমতুল্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিদ্রোহ-পরবর্তী সংস্কারগুলোর একটি হল, বাহিনীটির সদস্যদেরকে ডেপুটি ডিরেক্টরের পদে আসীন হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া, যে পদটি হল সেনাবাহিনীর একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদের সমতুল্য।

বিডিআর (BDR)-এর কর্মীরা নিজেদের বাহিনীর মধ্যে উচচতম পদগুলোতে যেতে পারতেন না, যা বিদ্রোহের আগে অনেক বছর ধরে একটি চলতে থাকা সমস্যা ছিল। ১৯৭২ ও ১৯৯০ সালে এই বিষয়ের জন্য বড় আকারের প্রতিবাদ দেখা যায়। সেই সময়ের সরকার অসন্তোষ দূর করার প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু তা কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়। বিভিন্ন সরকারের কাছে বিডিআর (BDR)-এর সংস্কারের কাজটি একটি অগ্রাধিকারমূলক বিষয় ছিল না, এর কারণ কিছুটা ছিল এই জন্য যে, বিডিআর (BDR) একটি ছোট বাহিনী।

বিডিআর (BDR)-এর একজন পূর্বতন ডিরেক্টর জেনারেলের কথা অনুযায়ী, বিডিআর (BDR) সিনিয়র সেনা অফিসারদের নিয়ন্ত্রণের অধীন ছিল এই কারণে যে, আগের বিভিন্ন সরকার ভয় পেয়েছিল, বিডিআর (BDR) যদি একজন সিনিয়র সেনা অফিসারের দ্বারা পরিচালিত না হয়, এটি পুলিশের মত একটি দুর্নীতিগ্রস্থ বাহিনী হয়ে পড়তে পারে। তদুপরি, সেনাবাহিনী বিডিআর (BDR)-এর ওপর এর নিয়ন্ত্রণ হারাতে চাইত না।[4]

বিডিআর (BDR)-এর মধ্যে চাপা অসন্তোষ চলতে থাকে। বিডিআর (BDR)-এ নিযুক্ত সেনা অফিসারদের জীবনধারা এই অসন্তোষের আগুনে ঘি ঢালে। বিডিআর (BDR) কর্মীদের মতে, তাঁদের অনেকেই এমন একটি বিলাসী জীবনধারায় রত হয়েছিলেন, যা গড় বিডিআর (BDR) অফিসার বা সেনার সামর্থ্যের নাগালের বাইরে ছিল।[5] একটি খুব সাম্প্রতিক ক্ষোভের কারণ ছিল, ২০০৭-২০০৯ সময়কালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেওয়া "ডাল-ভাত" প্রকল্পটি। এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল,

---

3 বিডিআর (BDR)-এর পূর্বতন ডিরেক্টর জেনারেল জেনারেল রহমান (General Rahman)-এর সাথে নেওয়া হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৭ই জুন ২০১১.

4 জেনারেল রহমান (General Rahman)-এর সাথে নেওয়া হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৭ই জুন ২০১১. ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল (Transparency International)-এর মত অনুযায়ী, বাংলাদেশে (Bangladesh) জনমত এই যে, দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ সংস্থা হল পুলিশ; ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল (Transparency International), "করাপশন বাই কান্ট্রি/টেরিটোরি: বাংলাদেশ (Bangladesh)", ২০১২, www.transparency.org/country#BGD_PublicOpinion (২০শে এপ্রিল, ২০১২-এ গৃহীত)।

5 শাহনাজ আমিন (Shahnaz Amin)-এর সাথে নেওয়া হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ২রা জুন ২০১১.

উচচ মুদ্রাস্ফীতির সময়ে সাধারণ জনগণকে সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা। *জওয়ানরা* এটি ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করেন যে, বিডিআর (BDR)-এর পরিসেবাগুলোতে অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার বদলে সেনা অফিসাররা "ডাল-ভাত" প্রকল্প থেকে ব্যক্তিগতভাবে লাভ পকেটস্থ করেছিলেন।[6] ২০০৯-এর প্রথম দিকেও এই প্রকল্প সংক্রান্ত টেনশন বেশ টাটকা ছিল। বিদ্রোহের দিনের রিপোর্টগুলোতে দেখা যায় যে, বিডিআর (BDR)-এর ডিরেক্টর জেনারেল প্রকাশ্যভাবে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছেন এবং গুলি শুরু হওয়ার সময় তিনি আশ্বাস দিচিছলেন যে, অর্থের নয়ছয় করা হবে না।[7]

বিডিআর (BDR) *জওয়ানরা* এছাড়াও বঞ্চনা অনুভব করতেন, কারণ তাঁদেরকে ইউএন (UN) শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হত না, যা একটি খুবই আকাঙিখত নিয়োগ ছিল, কারণ এর মাধ্যমে তাঁরা বিদেশী মুদ্রায় উচচ হারে বেতন পাওয়ার সুযোগ পেতেন। এই বাদ দেওয়ার নির্দিষ্ট কোন কারণ ছিল না, কারণ বিদ্রোহ-পরবর্তী সংস্কার অনুযায়ী বিজিবি (BGB) সদস্যদেরকে শান্তি রক্ষা মিশনগুলোতে পাঠানো হচেছ। পরিবারের সদস্যদের কথা অনুযায়ী, বিডিআর (BDR) *জওয়ানরা* সাধারণভাবে সেনাবাহিনীর সেনাদের তুলনায় নিজেদেরকে "দ্বিতীয়-শ্রেণীর নাগরিক" হিসেবে অনুভব করতেন। অভিযোগগুলোর কয়েকটি বেশ স্পর্শগ্রাহ্য ছিলঃ অনেক পরিবারই অভিযোগ করেছেন যে, তাঁদেরকে সেনা পরিবারগুলোর তুলনায় নীচু অনুভব করানো হত, তাঁরা বলেন যে, তাঁদের শিশুদেরকে সেনা সদস্যদের শিশুরা নীচু চোখে দেখত এবং তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে, ডিনারে তাঁদের বসার ব্যবস্থা সবসময় এমনভাবে হত যাতে তারা নিজেদেরকে সমান না ভাবতে পারেন।[8]

---

6 জেনারেল রহমান (General Rahman)-এর সাথে নেওয়া হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৭ই জুন ২০১১; "রিপোর্ট অফ দি গর্ভর্নমেনট ইনভেস্টিগেটিং কমিটি (আরজিআইসি (RGIC))", ২১শে মে, ২০০৯, সেক ৬.৩

7 আরজিআইসি (RGIC), সেক. ৭.২.

8 শাহনাজ আমিন (Shahnaz Amin)-এর সাথে নেওয়া হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ২রা জুন ২০১১. জাহিদা পারভীন (Zaheeda Parvin)-এর সাথে নেওয়া হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৩রা জুন ২০১১.

II. ২৫-২৬শে ফেব্রুয়ারির বিদ্রোহ

২০০৯-এর ২৫-২৬শে ফেব্রুয়ারিতে পিলখানা ব্যারাকে ঠিক কি ঘটেছে, তা হয়তো কখনোই জানা যাবে না। বিভিন্ন টুকরোগুলোকে একত্রিত করে যতটা সম্ভব একটি নিঁখুত চিত্র পেতে, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch) সাক্ষী এবং অভিযুক্তদের পরিবারের সদস্যদের অনেকগুলো সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে এবং দুটি সরকারী রিপোর্ট সহ অসংখ্য প্রকাশিত বর্ণনা খতিয়ে দেখেছে। কি ঘটেছে এবং কি ভাবে ঘটেছে সে ব্যাপারে আমরা অনেকগুলো ভিন্ন বর্ণনা পেয়েছি। এই সমস্ত উৎসগুলোর মধ্যে সর্বাধিক বিষয়গত বর্ণনাগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা তাকে অনুসরণ করার প্রচেষ্টা করেছি।

বিদ্রোহের দুইমাস আগে, বিডিআর (BDR)-এর সদস্যরা সরকারী অফিসারদের সাথে আলোচনায় বসেন, যেখানে তাঁরা আশা করেছিলেন যে, তাঁদের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষোভগুলোর সুরাহা করা হবে। বিডিআর (BDR)-এর সদস্যরা আশা করেছিলেন যে, নতুন সরকার এই সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে আগের সরকারগুলোর তুলনায় অনেক উদারভাবে আলোচনা করবে।[9]

বিদ্রোহের পর একটি সরকারী কমিটি এবং সেনাবাহিনীর করা তদন্তগুলো নির্দেশ করে যে, সে আলোচনায় ২৫-৩০ জন্য বিডিআর (BDR) সদস্য বিডিআর(BDR) র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলকে উপস্থাপিত করেছিলেন। এটি অস্পষ্ট রয়েছে যে, সরকারের পক্ষে কারা আলোচনা চালাচ্ছিলেন এবং তাঁদের কতটা ক্ষমতা ছিল। গভর্নমেন্ট ইনভেস্টিগেশন কমিশন (The Report of the Government Investigation Commission)-এর রিপোর্টে দুইজন সাংসদের নাম পাওয়া গিয়েছে, যাঁরা হলেন শেখ সেলিম (Sheikh Salim) এবং মোহাম্মদ তাপস (Mohammed Taposh), যাঁরা সরকারকে উপস্থাপিত করছিলেন, কিন্তু তাঁরা সরকারের হয়ে অনুমোদিত আলোচনা করার বদলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঘাড়ে দায়ভার চাপাচেছন বলে মনে হয়েছিল। আরজিআইসি (RGIC) অনুযায়ী, বিদ্রোহের সময়ে, আলোচনায় কোন অগ্রগতি দেখা যায়নি।[10]

বিভিন্ন উৎসগুলো হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-কে জানিয়েছে যে, বিদ্রোহের কয়েকদিন আগে, সরকারের প্রস্তাবগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা এবং অন্যান্য বিডিআর (BDR) সেনাদেরকে হার না মানার আবেদন জানিয়ে বিডিআর (BDR) কর্মীদের কাছে লিফলেট বিলি করা হয়।[11] আরজিআইসি (RGIC) বলেছে যে, লিফলেটটিতে নীচের দাবীগুলো ছিলঃ বিডিআর (BDR) থেকে অবিলম্বে সমস্ত সেনাবাহিনীর অফিসারদেরকে অপসারিত করা; বেতন, ভাতা ও রেশনে একটি বৃদ্ধি; বিডিআর (BDR) *জওয়ানদেরকে* ইউএন (UN) শান্তি রক্ষা মিশনগুলিতে যেতে দেওয়া; প্রধানমন্ত্রীর

9 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর নেওয়া সাক্ষাৎকারে অভিযুক্তদের পরিবারের লোকেদের সবাই এই অনুভূতিটি প্রকাশ করেছিলেন।

10 আরজিআইসি (RGIC), সেক. 6.1.

11 আনিসুল হক (Anisul Huq)-এর সাথে নেওয়া হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৪ঠা জুন, ২০১১; জেনারেল রহমান (General Rahman)-এর সাথে নেওয়া হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৭ই জুন ২০১১. এছাড়াও আরজিআইসি (RGIC), সেক. ৬.২ দেখুন।

সাথে একটি মুখোমুখি সাক্ষাৎ করা এবং অপারেশন ডাল-ভাতের নিস্পত্তি করা।[12] বাদী পক্ষের আইনজীবী এবং সাক্ষীরা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-কে জানান যে, বিডিআর (BDR)-এর আলোচনাকারী দলটি বিদ্রোহের আগের রাতে একটি গোপন বৈঠক করে, যদিও কোনও অংশগ্রহণকারী এটিকে নিশ্চিত করেননি।[13]

সরকারের তদন্তকারী কমিটির তথ্য অনুযায়ী, যারা বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁরা তাদের দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সেনা অফিসারদেরকে জিম্মি রাখতে চাইছিলেন।[14] তাঁদের নিজেদের অস্ত্র ছাড়াও তাঁরা বিডিআর (BDR) ব্যারাকের বাইরে থেকে অতিরিক্ত অস্ত্রও সংগ্রহ করেছিলেন বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে।[15]

ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে, ব্যারাকগুলো ও কর্মীরা তাঁদের তিন দিনের বার্ষিক উৎসবের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল, যা "বিডিআর (BDR) সপ্তাহ" নামে পরিচিত এবং এটি হল এমন একটি সময় যখন উঁচু পদের অফিসার এবং র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল বা সাধারণ সেনারা মেলামেশা করেন, আলোচনা করেন, প্যারেড করেন, অস্ত্রের প্রদর্শনী করেন এবং একটি বড় পার্টির মাধ্যমে উদযাপন করেন। প্রথাগতভাবে, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য উঁচু পদের সরকারী অফিসারদেরও এই উৎসবে অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।[16] নতুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (Sheikh Hasina) বিদ্রোহের আগের সন্ধ্যায় ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বিডিআর (BDR) উৎসবে এসেছিলেন।[17]

উৎসবের মূল অনুষ্ঠানগুলোর একটি ছিল দরবার। এটি পিলখানা (Pilkhana) কমপ্লেক্সের বিশাল কেন্দ্রীয় ভবন দরবার হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে, বিডিআর (BDR)-এর উচচতম কম্যান্ড বা পরিচালকরা উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল বা সাধারণ সৈনিকদের সাথে উদ্বেগের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন। প্রায়শঃ এটিই একমাত্র সময় যখন একজন সাধারণ সৈনিক বিডিআর (BDR) কম্যান্ডের উচচতম কম্যান্ডের সংস্পর্শে আসতে পারেন। এই অনুষ্ঠানটির উদ্দেশ্য হল বিডিআর (BDR)-এর সমস্ত সদস্যদের মধ্যে নিবিড়তা ও ঐক্যের একটি ঐতিহ্যকে তুলে ধরা। পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকগুলোর সমস্ত সৈনিকরা এবং সমস্ত সিনিয়র কর্মীরা এতে যোগ দেবেন বলে ধরে নেওয়া হয়; বাইরের কর্তব্যরত স্টেশনগুলো থেকেও কিছু সিনিয়র কর্মী যোগ দেন।

---

[12] আরজিআইসি (RGIC), সেক. ৬.২.

[13] আমিনুল ইসলাম (Aminul Islam)-এর সাথে নেওয়া হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০১১. এছাড়াও আরজিআইসি (RGIC), সেক. ৬.১ দেখুন।

[14] জ্যাকলিন ডি প্যারিসে (Jackline de Peiris)-র সাথে নেওয়া হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ১লা জুন, ২০১১. এছাড়াও আরজিআইসি (RGIC), সেক. ৬.১ দেখুন।

[15] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া জেনারেল রহমান (General Rahman)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৭ই জুন, ২০১১. এছাড়াও সেনাবাহিনীর তদন্তকারী কমিটির রিপোর্ট দেখুন, সেক. ২সি

[16] আইবিড (Ibid)। এছাড়াও আরজিআইসি (RGIC), সেক. ৬.৪ দেখুন।

[17] আরজিআইসি (RGIC)। সেক. ৭.২ দেখুন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৯.৩০টা নাগাদ দরবার অনুষ্ঠান চলাকালীন বিদ্রোহটি শুরু হয়। সাধারণভাবে দরবার অনুষ্ঠানে কোন আগ্নেয়াস্ত্র আনার অনুমতি থাকে না, কিন্তু এইদিন সকালে অনেক সৈনিক প্রচুর অস্ত্র নিয়ে ভবনটিতে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

উপরে যেরকম উল্লিখিত হয়েছে যে, ডিরেক্টর জেনারেল যখন জড়ো হওয়া সৈনিকদেরকে "ডাল-ভাত" কর্মসূচীর ব্যাপারে ক্ষোভগুলোর ব্যাপারে বলছিলেন, তখন হিংসা আরম্ভ হয়।[18] বেশীর ভাগ বর্ণনা অনুযায়ী, একজন সৈনিক তাঁর বন্দুক তুলে ধরেন এবং সিনিয়র সেনা অফিসারদের দিকে তা তাগ করেন। এ নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে যে, সেই মুহূর্তে কতবার গুলি করা হয়েছে এবং কে কে তা করেছে, তবে কিছু ব্ল্যাঙ্ক ফায়ারও করা হয়। এই ইঙ্গিত পেয়ে, দরবার হলে থাকা অন্যান্য সশস্ত্র *জওয়ানরা* উঠে দাঁড়ায়। দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং অন্যান্য সশস্ত্র *জওয়ানরাও* ঢুকে পড়ে। আতঙ্ক ও বিভ্রান্তির মধ্যে, দরবার হলে থাকা অনেক সৈনিক পালিয়ে যান।[19]

এরপর নারকীয় হত্যালীলা শুরু হয়, যেখানে বিডিআর (BDR) *জওয়ানরা* হয় সেনা অফিসারদেরকে জিম্মি করে রাখছিলেন বা শুধু তাঁদের গুলি করে মেরে ফেলছিলেন।[20] ৩৩ ঘন্টা পর বিদ্রোহ শেষ হতে হতে, ৫৭ জন সেনা অফিসার সহ মোট ৭৪ জন নিহত হন। এর মধ্যে বিডিআর (BDR)-এর ডিরেক্টর জেনারেল শাকিল আহমেদ (Shaquil Ahmed)-ও ছিলেন। সেনা অফিসাররা ছাড়াও, ছয়জন অসামরিক ব্যাক্তিকে হত্যা করা হয়, যাঁর মধ্যে ডিরেক্টর জেনারেলের স্ত্রী এবং কিছু আগত বন্ধু ছিলেন।[21]

বিদ্রোহের পর যে ছবিগুলো পাওয়া যায় তা খুব বিহ্বলকর ছিল। হল এবং হলের বাইরে মৃতদেহ   ও রক্ত ছড়িয়ে ছিল। অনেক মৃতদেহকে অস্থায়ী গণকবরে চাপা দেওয়া হয়। কিছু মৃতদেহকে নালায় ফেলে দেওয়া হয়। দরবার হলের ভিতর থেকে পাওয়া ছবিগুলো নির্দেশ করে যে, সেনা অফিসারদেরকে ঘিরে ফেলা হয়েছিল এবং ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়, অথচ এই উৎসবটি ছিল বিডিআর (BDR) সংস্কৃতির একটি প্রায় পবিত্র একটি মুহূর্ত এবং এটি ছিল উচ্চ কম্যান্ড এবং তাঁদের কর্মীদের মধ্যে বিশ্বাসের একটি মুহূর্ত।

বিডিআর (BDR)-এর বিদ্রোহীরা সেনা অফিসারদেরকে মেরেই থেমে যায়নি। অনেকেই অফিসারদের কোয়ার্টারে গিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট শুরু করে, যা কিছু মূল্যবান ছিল তা চুরি করে নেয়। তারা বেশ কয়েকটি বাড়ি ও গাড়িতেও আগুন লাগিয়ে দেয়।[22]

---

18 আইবিড (Ibid)।

19 আইবিড (Ibid)।

20 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া আসিম সাংঘা (Assim Sangha)-র সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ১লা জুন, ২০১১; হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া স্মৃতি কস্টা (Sriti Kosta)-র সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ২রা জুন, ২০১১; এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া মাজদা আক্তার ডলি (Mazada Akhter Dolly)-র সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০১১. এছাড়াও আরজিআইসি (RGIC), সেক ৭.২ দেখুন।

21 আরজিআইসি (RGIC). সেক. 1.0.

22 আরজিআইসি (RGIC). সেক. ৯.১.

এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, বিডিআর (BDR)-এর সমস্ত *জওয়ানরা* এতে অংশগ্রহণ করেননি। অনেকেই সেনা অফিসারদের বাঁচানোর চেষ্টা করেন, কিছু পালিয়ে যান এবং কিছু লুকিয়ে থাকেন।[23]

এই গুজবটি বিশালভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, পারিবারিক কোয়ার্টারে অনেক মহিলাদের ধর্ষণ বা যৌন পীড়ন করা হয়। সরকারের প্রস্তুতকৃত রিপোর্টে বিদ্রোহীদেরকে "মহিলাদের সম্মানহানি করার" অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে।[24] বাদী পক্ষ বলেছেন যে, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের "মর্যাদা রক্ষার" জন্য তাঁরা এই অভিযোগগুলোকে খতিয়ে না দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।[25]

বিদ্রোহের খবরটি দ্রুত ছড়িয়ে যায়, কারণ পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকগুলোতে পারিবারিক কোয়ার্টারগুলো ছিল এবং পরিবারের অনেক সদস্যরা সেই দিন সকালে তখনও বাসাতে ছিলেন। পরিবারের সদস্যরা কি ঘটেছে তা জানার জন্য দরবার হলে থাকা তাঁদের বাবা বা স্বামীদের ফোন করতে থাকেন। অনেক বিডিআর (BDR) পরিবার এবং অবসরপ্রাপ্ত বিডিআর (BDR) সদস্যদের পরিবারগুলো আশেপাশের পাড়াগুলোতেই বসবাস করেন। পরিবারের সদস্যরা এবং *জওয়ানরা* হিংসাস্থল থেকে পালাতে শুরু করলে, এই পাড়াগুলোতে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে অনেকেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। স্বভাবতঃই খুব দ্রুত সারা জাতি টিভি ও রেডিওর সামনে বসে পড়ে, এই নারকীয় ঘটনার সাক্ষী হতে থাকে।[26]

প্রাথমিকভাবে, বিডিআর (BDR)-এর ডিরেক্টর জেনারেল তৎক্ষণাৎ হস্তক্ষেপ চেয়ে প্রধানমন্ত্রী, সেনাবাহিনীর প্রধান এবং ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স (Directorate General of Forces Intelligence) (ডিজিএফআই (DGFI), সেনা গোয়েন্দা) এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (Rapid Action Battalion) (র‍্যাব (RAB))-কে ফোন করেন।[27] বিদ্রোহ শুরুর ৪৫ মিনিট পর একটি র‍্যাব (RAB) ব্যাটালিয়ন পিলখানা (Pilkhana)-র গেটে এসে পৌঁছায়, কিন্তু তারা প্রবেশ করার অনুমতি পায়নি।[28] সেনাবাহিনী সরকারের সাথে আলোচনা করে পরিস্থিতিটিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে ট্যাঙ্ক ও কর্মীদের পাঠায়।

কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী আরো রক্তপাতের ভয়ে, তাদেরকে ব্যারাকগুলোতে প্রবেশ করতে নিরস্ত করেন। পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকগুলো ঢাকা (Dhaka)-র কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং এর সীমানা অঞ্চলে ঘনবসতিপূর্ণ পাড়াগুলো রয়েছে।

---

23 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া স্মৃতি কস্টা (Sriti Kosta)-র সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ২রা জুন, ২০১১; হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া আসিম সাংঘা (Assim Sangha)-র সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ১লা জুন, ২০১১; এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া রাজিয়া বেগম (Raziya Begum)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১১.

24 আরজিআইসি (RGIC). সেক. ৯.২.

25 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া আনিসুল হক (Anisul Huq)- এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৪ঠা জুন, ২০১১.

26 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া স্মৃতি কস্টা (Sriti Kosta)-র সাক্ষাৎকার, ঢাকা(Dhaka), ২রা জুন, ২০১১; হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া মাজদা আক্তার ডলি (Mazada Akhter Dolly)-র সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০১১; এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া জেনারেল রহমান (General Rahman)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৭ই জুন, ২০১১.

27 আরজিআইসি (RGIC). সেক.৭.২.

28 আইবিড (Ibid).

ব্যারাকগুলোতে ঢোকার পাঁচটি প্রবেশপথ রয়েছে এবং প্রধান প্রবেশপথটি একটি প্রশস্ত রাস্তা জুড়ে বিস্তৃত। অন্য গেটগুলো অসামরিক বসতি এবং দোকানগুলোর কাছাকাছিতে ছোট রাস্তাগুলোতে খোলা থাকে।[29]

সেনাবাহিনীর পাঠানো বাহিনী বাইরে নিয়োজিত থাকে এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রস্তুত থাকে। এই বাহিনীগুলো পিলখানা (Pilkhana)-র পাঁচটি গেটের সমস্তগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। বিমানবাহিনী একটি হেলিকপ্টার পাঠায় যা পিলখানা (Pilkhana)-র ওপর উড়তে থাকে এবং এটিও প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রস্তুত ছিল এবং সেনাবাহিনীর আরেকটি দলকে সন্নিহিত ধানমন্ডী (Dhanmondi) এলাকার নিকটতম হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ কমিশনার এলাকাটি ঘিরে রাখেন এবং কোন সেনা পদক্ষেপের সহায়ক হিসেবে পুলিশ ইউনিটগুলোকে প্রস্তুত রাখেন। অবশ্য, যেহেতু এটি একটি ঘনবসতিপূর্ণ বসতি ছিল, পুলিশের ঘিরে রাখার বিষয়টি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়নি।[30] আশেপাশের এলাকাগুলোতে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর নেওয়া বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারে তাঁরা জানিয়েছেন যে, তাঁরা এত সহজে ঘুরে বেড়াতে পারছিলেন এবং বিদ্রোহের সময় ব্যারাকগুলোর দিকে চলে যেতে পারছিলেন যে, তাঁরা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।[31]

এসে পৌছানো সুরক্ষা বাহিনীগুলোকে ব্যারাকগুলোর বাইরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যা ব্যারাকগুলোর মধ্যে টেনশনকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। সশস্ত্র বিডিআর (BDR) *জওয়ানরা* চিৎকার শুরু করেন যে, সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, যেরকমটি আলোচনাকারীরা বিদ্রোহের আগে লিফলেটগুলোতে সাবধান করেছিল এবং বিডিআর (BDR) সদস্যদের উচিত সেনাবাহিনীর অধিগ্রহণকে প্রতিরোধ করা। এই আহ্বানটির মাধ্যমে সেই অসন্তোষটিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়, যা বিডিআর (BDR) *জওয়ানরা* সেনাবহিনীর উদ্দেশ্যে অনুভব করতেন। *জওয়ানরা* অস্ত্রভান্ডার লুঠ করে, অন্য *জওয়ানদেরকে* অস্ত্রগুলো বিতরণ করে এবং গেটগুলোর মধ্যে অবস্থান নিয়ে নেয়।[32]

সাক্ষীরা জানিয়েছেন যে, সশস্ত্র জওয়ানরা বিডিআর (BDR)-এর পারিবারিক কোয়ার্টারগুলোর দরজায় দরজায় যেতে শুরু করে এবং তাদের খুঁজতে থাকে যারা লুকিয়ে পড়েছে বা অংশগ্রহণ করছে না, যাতে তাদেরকে জোর করে অংশগ্রহণ করানো যায়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch) অনেক পরিবারের সাথে কথা বলে, যারা দাবী করেছেন যে, তাঁরা দেখেছেন, তাঁদের স্বামী বা বাবাদেরকে তাঁদের অ্যাপার্টমেন্টগুলো থেকে অন্যান্য সৈনিকরা বন্দুকের মুখে রেখে বিদ্রোহে যোগদানের জন্য জোর করে নিয়ে গিয়েছেন।[33]

---

29 মানচিত্র ২ দেখুন

30 আইবিড (Ibid)

31 সাক্ষী ১, ২ ও ৩ এর সাথে নেওয়া হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাক্ষাৎকার, ৯ই জুন, ২০১১.

32 আরজিআইসি (RGIC). সেক. ৭.২.

33 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া স্মৃতি কস্টা (Sriti Kosta)-র সাক্ষাৎকার, ২রা জুন, ২০১১; হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া মোহাম্মদ রাহিবুল ইসলাম (Mohammed Rahibul Islam)-এর সাক্ষাৎকার, ৩রা জুন, ২০১১; এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া নারগিজ বেগম (Nargeez Begum)-এর সাক্ষাৎকার, ৬ই জুন, ২০১১. কিছু বিডিআর (BDR) সৈনিককে জোর করে অংশগ্রহণ করানো হয়েছিল, এই বিষয়টি রিপোর্ট অফ দি গর্ভর্নমেন্ট ইনভেস্টিগেটিভ কমিটির দ্বারাও নিশ্চিতকৃত হয়েছে

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে, *জওয়ানরা* অন্যান্য এলাকার বিডিআর (BDR) ব্যারাকগুলোতে ফোন করে এবং এই খবরটি ছড়ায় যে, সেনাবাহিনী নিয়নত্রণ নিয়ে নিচেছ এবং তাদের উচিত নিজেদেরকে সশস্ত্র করা। যদিও অন্য ব্যারাকগুলোতে কোন গণহত্যা ঘটেনি, কিন্তু বিডিআর (BDR) *জওয়ানরা* অনেকগুলো অস্ত্রভান্ডার লুঠ করে, কারণ তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন এবং ভেবেছিলেন একটি আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। কিছু এলাকাতে, বিডিআর (BDR) *জওয়ানরা* রাস্তাতে ব্যারিকেড তৈরী করে যাতে অগ্রসর হওয়া সেনাবাহিনীকে থামানো যায়। কিছু ব্যারাকে কিছু গুলির আওয়াজ শোনা যায়, কিন্তু হিংসার মাত্রা খুব সীমিত ছিল। অন্যান্য এই এলাকাগুলোতে কোন মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি, যদিও কিছু সৈনিক বিক্ষিপ্ত বুলেটে আহত হয়েছিলেন।[34]

প্রধানমনত্রী হাসিনা (Hasina) প্রাথমিকভাবে একটি হেলিকপ্টার থেকে ব্যারাকগুলোতে লিফলেট ফেলে, তাঁদেরকে মিটমাট করে নেওয়ার আহ্বান জানানোর মাধ্যমে ব্যারাকের মধ্যে থাকা বিডিআর (BDR) বিদ্রোহীদের সাথে যোগাযোগের পথগুলো খোলার চেষ্টা করেন। দুপুরের কিছু পরে, একজন প্রতিমনত্রী জাহাঙ্গীর কবীর নানক (Jahangir Kabir Nanak) এবং আওয়ামী লীগ (Awami League)-এর হুইপ মির্জা আজম (Mirza Azam) সহ একটি দল একটি সাদা পতাকা নিয়ে বিডিআর (BDR)-এর ৪ নং গেটে যান। তাঁরা বিদ্রোহ সমাপ্ত করতে আলোচনার জন্য বিডিআর (BDR)-এর একটি প্রতিনিধিদল এবং প্রধানমনত্রীর মধ্যে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করা নিয়ে কথা বলেন।[35]

বিকেলের পরে, ১৪ জন বিডিআর (BDR) সৈনিকের একটি দল, হাসিনা (Hasina)-র সাথে সাক্ষাৎ করতে যান, যে দলে কিছু ডেপুটি অ্যাসিস্টেনট ডিরেক্টরও (ডিএডি (DAD)) ছিলেন। এটি স্পষ্ট নয় যে, যাঁদেরকে আলোচনা করতে পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা বিদ্রোহের পরিকল্পনাকারী মূল দলটিরও অংশ ছিলেন কি না। ডিএডি (DAD)-দের পরিবারের সদস্যদের কেউ কেউ হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-কে জানিয়েছেন যে, তাঁরা অনিচছুক অংশগ্রহণকারী ছিলেন, তাঁদেরকে বিদ্রোহীরা জোর করেছিল। কয়েক ঘনটা পর, হাসিনা (Hasina), বিদ্রোহে যাঁরা হত্যার কাজে লিপ্ত হননি সে সমস্ত বিডিআর (BDR) সৈনিকদেরকে একটি সাধারণ ক্ষমা করার ব্যাপারে সম্মত হন যদি তাঁরা অস্ত্র সংবরণ করেন এবং তাঁদের কর্তব্যরত স্টেশনে ফেরত যান। বিডিআর (BDR)-এর আলোচনাকারীরাও ব্যারাকের মধ্যে আটকে পড়া মহিলা ও শিশুদেরকে ছেড়ে দিতে সম্মত হন। এই ব্যাপারে একটি সাধারণ চুক্তি হয় যে, সরকার বিডিআর (BDR)-এর ক্ষোভের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে, তবে বিডিআর (BDR)-এর তোলা দীর্ঘতর সমস্যার তালিকা নিয়ে কোন চুক্তি হয়েছে বলে মনে হয়নি।[36]
বিডিআর (BDR)-এর আলোচনাকারীরা যখন পিলখানা (Pilkhana)-য় ফিরে যান, সশস্ত্র *জওয়ানরা* চুক্তিটি গ্রহণ করতে প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁরা এই প্রশ্নটি তোলেন যে, এটিকে বিশ্বাস করার আগে এটিকে অফিসিয়াল গেজেট আকারে প্রকাশিত

34 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর শোলা (Mohamed Jahangir Sholah)-র সাক্ষাৎকার, ২রা জুন, ২০১১; হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া জাহিদা পারভীন (Zaheeda Parvin)-এর সাক্ষাৎকার, ৩রা জুন, ২০১১.

35 আরজিআইসি (RGIC). সেক. ৭.২.

36 আইবিড (Ibid).

হতে হবে। তাঁরা এই দাবী করেন যে, তাঁদের অস্ত্র সংবরণ করার আগে হাসিনা (Hasina)-কে বিডিআর (BDR) থেকে সমস্ত সেনা অফিসারদের পদগুলিকে অপসারণ করতে সম্মত হতে হবে। তখন আরেক রাউন্ড আলোচনা শুরু হয়, এই সময় তা হয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন (Sahara Khatun)-এর সাথে। ২৬শে ফেব্রুয়ারি রাত ১টার দিকে, খাতুন (Khatun) এবং আরো কিছু মন্ত্রী পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকগুলোর দিকে যান। তাঁদেরকে আরো আলোচনার জন্য ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়, কিন্তু আলোচনা সেখানে স্থগিত হয়ে যায়। খাতুন সেখানে থাকা অবস্থায় আরো কিছু জিম্মি ব্যক্তি ও পরিবারের সদস্যদেরকে ছাড়িয়ে আনতে সমর্থ হন।[37]

এরপর আরো কয়েক রাউন্ড আলোচনা হয়। কিছু রিপোর্ট নির্দেশ করে যে, হাসিনা (Hasina) ২৬শে ফেব্রুয়ারি দুপুরের পরে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সেনাবাহিনী ও র‍্যাব (RAB)-কে নির্দেশ দেন, কিন্তু একটি আলোচনাগত নিস্পত্তির আশায় তা আবার ফিরিয়ে নেন। হাসিনা (Hasina) ২৬শে ফেব্রুয়ারি দুপুর ২:৩০টায় জাতীয় রেডিও ও টেলিভিশনে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন, যেখানে তিনি বিদ্রোহীদেরকে অস্ত্র সংবরণ করতে এবং তাঁকে কড়া পদক্ষেপ নিতে বাধ্য না করতে আহ্বান জানান। এর কিছুক্ষণ পরেই, বিদ্রোহীরা জানান যে, তাঁরা খাতুন (Khatun)-এর সাথে আরেকটি বৈঠক করতে পারলে, আত্মসমর্পণ করবেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারি রাত ৮টার দিকে দুই পক্ষ একটি মীমাংসায় আসতে সমর্থ হয়। আগের দিন যে শর্তাবলী ছিল তা এই সময়েও একই ছিল: যারা কোন হত্যায় লিপ্ত হননি তাঁদের জন্য সাধারণ ক্ষমা এবং বিদ্রোহীদের তুলে ধরা দাবীগুলোকে খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার একটি প্রতিশ্রুতি।[38]

বিডিআর (BDR) সৈনিকরা তাঁদের অস্ত্র নামিয়ে রাখে, যা পুলিশ নিয়ে যায়। যাঁরা পালিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদেরকে ফিরে আসতে আহ্বান জানানো হয় এবং ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। পরের কয়েক দিনে, বেশীর ভাগ বিডিআর (BDR) সৈনিক পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকগুলোতে কর্তব্যস্থানে রিপোর্ট করেন। যদিও কয়েক মাস পর্যন্ত গ্রেফতারগুলো শুরু হয়নি, ফিরে এসে রিপোর্ট করা সমস্ত সৈনিকরা ব্যারাকগুলোতেই আবদ্ধ ছিলেন। যাঁরা ফিরে এসেছিলেন, তাঁরা জানিয়েছেন যে, কয়েক দিন পর, স্বাভাবিকের মতই কাজ চলতে থাকে, পিলখানা (Pilkhana) এবং বাইরের ব্যারাকগুলোতে নিয়মিত রুটিনগুলো পুনঃস্থাপিত হয়।[39]

হাসিনা (Hasina) ব্যারাকগুলোতে প্রবেশ করতে না দেওয়ায় সেনাবাহিনীর অনেকে প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গ্রেফতার থেকে বাঁচা এবং সেনাবাহিনীর দ্বারা তাঁর দেশত্যাগ ও রাজনীতি থেকে বহিস্কারের পরিকল্পনার প্রচেষ্টার জন্য, তিনি সেনাবাহিনীর সাথে তাঁর দলের দীর্ঘদিনের চাপের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল ছিলেন।

---

37 আইবিড (Ibid).

38 আইবিড (Ibid).

39 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া হাসি গোমেজ (Hasi Gomez)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ১লা জুন, ২০১১; হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া জ্যাকলিন ডি প্যারিসে (Jackline de Peiris)-র সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ১রা জুন, ২০১১; হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া স্মৃতি কস্টা (Sriti Kosta)-র সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ২রা জুন, ২০১১; হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর সোহাক (Mohammed Jahangir Sohak)-র সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ২রা জুন, ২০১১.

সম্ভবতঃ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সেনাবাহিনীকে এরকম একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় শক্তি প্রয়োগ করার অনুমতি দিলে তা এমনকি আরো বিশাল রক্তের বন্যা তৈরী করতে পারে। সরকারী এবং সেনা তদন্তরিপোর্টগুলো অনুযায়ী, যেখানে সেনাবাহিনীর কেউ কেউ ক্যান্টনমেন্টটিতে গোলাবর্ষণ করতে চাইছিলেন, হাসিনা (Hasina) একটি আক্রমণের অনুমতি দিতে প্রত্যাখ্যান করেন, এই রিপোর্টগুলোর বর্ণনা বিস্তারিত ভাবে নীচে দেওয়া হয়েছে।

বিদ্রোহের ঠিক পরেই, সরকার ১০-জনের একটি তদন্ত দল গঠন করে। কমিশনটির নেতৃত্বে ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্বতন সচিব আনিস উজ জামান খান (Anis Uz Zaman Khan) এবং এতে অন্যান্য সরকারী অফিসাররা এবং র‍্যাব (RAB)-এর ডিরেক্টর জেনারেল অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। কমিশন ২১শে মে ২০০৯ তারিখে এর রিপোর্টটি জমা দেয়। যদিও এটিকে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি, কিন্তু এর বিষয়াবলীর একটি সারমর্ম গণমাধ্যমের কাছে প্রকাশ করা হয়। সারমর্মে খুব বেশী বিবরণ পাওয়া যায় নি, কিন্তু এতে বলা হয় যে, বিডিআর (BDR) সৈনিকদের মধ্যে যাঁরা মনে করছিলেন যে, তাঁদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভগুলোর কোন জবাব দেয়া হচেছ না, তাঁরা বিদ্রোহটির পরিকল্পনা করেন। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch) পুরো রিপোর্টটির একটি কপি পেয়েছে। এর বিষয়াবলী আমাদের ওপরে বর্ণনাকৃত ঘটনাবলীর রূপরেখাকে নিশ্চিত করেছে।

সরকারী এবং সেনাবাহিনীর তদন্তের রিপোর্টগুলো

রিপোর্ট অফ দি গভর্নমেন্ট ইনভেস্টিগেশন কমিটি (Report of the Government Investigation Committee) (RGIC) বলেছে যে, কমিটিটি বিদ্রোহের পরিকল্পনাকারী এবং এটিকে বাস্তবায়নকারী ব্যক্তিদের পরিচয় নির্ধারণ করতে অসমর্থ হয়েছিল।[40] কমিটির অনুসন্ধানে আরো পাওয়া গিয়েছে যে, অনেক বিদ্রোহী স্বতঃস্ফুর্তভাবে অস্ত্র হাতে নিয়েছিল, হয় এই কারণে যে, তারা এই প্রচারটিকে বিশ্বাস করেছিল যে, সেনাবহিনী নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিচেছ বা তাদেরকে তা করতে বাধ্য করা হয়েছিল বা তা করা তাদের কাছে সুবিধাজনক ছিল।[41] রিপোর্টটিতে ডিজিএফআই (DGFI) ও র‍্যাব (RAB) সহ দেশের বিভিন্ন সুরক্ষা বাহিনীগুলোর সহযোগিতার ঘাটতির ব্যাপারটির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এটি বলেছে যে, সুরক্ষা বাহিনীগুলোর তদন্তকারী শাখাগুলোর কাছ থেকে সহযোগিতার ঘাটতির কারণে ঘটনাগুলো এবং এর কারণ ও পরিণামগুলোর একটি যথাযথ নিরীক্ষণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এছাড়া কমিটি লক্ষ্য করেছে যে, যেহেতু তাঁদের কাছে "সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের কাছ থেকে সত্য উদঘাটনের জন্য উপযুক্ত উপকরণ, প্রযুক্তি এবং কৌশল ছিল না, সেজন্য কমিটির কাছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে আসা বা উপস্থাপিত কোন ব্যক্তির কাছ থেকে কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি।"[42]

40 আইবিড (Ibid).

41 আরজিআইসি (RGIC). সেক. 10.2.

42 আরজিআইসি (RGIC). সেক. 5.0.

আরজিআইসি (RGIC)-তে, পরিকল্পিত বিদ্রোহটির আগাম অনুমান না করতে পারার জন্য বিভিন্ন সামরিক ও অ-সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে, বিশেষতঃ এই আলোকে করা হয়েছে যে, এর আগের দিন পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকে হাসিনা (Hasina)-র পরিদর্শনের আগেই সমস্ত সুরক্ষার কাজ সম্পন্ন করা হয়ে গিয়েছিল। এতে বলা হয়েছে যে, এই বিষয়টি ব্যাপারটিকে আরো খারাপ করে তুলেছে যে, বিদ্রোহের মাত্র কয়েক দিন আগেই সেনা অফিসারদের চলতে থাকা উপস্থিতির ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করে লিফলেটগুলো বিতরণ করা হয়েছিল। রিপোর্টটি এই বিষয়টিতে উপনীত হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রীর পরিদর্শনের আগে সুরক্ষা সংস্থাগুলো পিলখানা (Pilkhana)-য় একটি বিশদ সুরক্ষার কাজ সম্পন্ন করেনি, যা এই জনপ্রিয় বিশ্বাসটিকে জোড়ালো করেছে যে, নতুন সরকারকে উৎখাত করার জন্য সেনাবাহিনীই বিদ্রোহটির পরিকল্পনা করেছিল।[43]

রিপোর্টটিতে আরো প্রস্তাব করা হয়েছে যে, সুরক্ষা বাহিনীগুলো পরিস্থিতিটিকে সঠিকভাবে সামলাতে পারেনি, এতে এই বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে যে, বিদ্রোহ শুরুর এক ঘন্টার কম সময়ে প্রথম র‍্যাব (RAB) ইউনিটটি পিলখানা (Pilkhana)-য় পৌঁছে গিয়েছিল এবং তা সত্ত্বেও ক্ষতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যা নির্দেশ করছে যে, কমিটির সদস্যরা একটি আলোচনাকৃত মীমাংসার লক্ষ্যে করা হাসিনা(Hasina)-র সিদ্ধান্তে সম্মত ছিলেন না। যদিও সুরক্ষা বাহিনীগুলো পিলখানা (Pilkhana)-র সব গেটগুলোকে আওতায় নিয়ে এসেছিল, কিন্তু রিপোর্টটিতে নির্দেশ করা হয়েছে যে, বিদ্রোহীদের অনেকে ব্যারাক থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল। রিপোর্টটিতে এছাড়াও ব্যারাকগুলোতে আটকে পড়া মহিলা ও শিশুদেরকে উদ্ধার করার কোন পরিকল্পনা না থাকার জন্য সেনাবাহিনীর সমালোচনা করা হয়েছে।[44]

আরজিআইসি (RGIC) বিদ্রোহের উদ্দেশ্যগুলো হিসেবে বিডিআর (BDR)-এর ক্ষোভগুলো ছাড়াও অনেকগুলো "চূড়ান্ত" কারণ খুঁজে পেয়েছে, যদিও এই অনুসন্ধানগুলোর প্রমাণগত ভিত্তি স্পষ্ট ছিল না। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে একটি সন্ত্রাসবাদী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের (Bangladesh) একটি খারাপ নাম তৈরী করা, দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর হুমকি সৃষ্টি করা, দেশের সীমান্তগুলোকে অস্থিতিশীল করে তোলা, সেনাবাহিনীর খ্যাতি ও সামর্থ্যকে নষ্ট করা এবং বাংলাদেশ (Bangladesh)-কে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে তুলে ধরা।[45] এই অনুসন্ধানগুলো বিদ্রোহের ব্যাপারে জনপ্রিয় বর্ণনাগুলোকে প্রতিধ্বনিত করেছে, কিন্তু তার জন্য কোন প্রমাণ প্রদান করা হয় নি, যেখানে বলা হয়েছে যে, কিছু স্বার্থ থাকা অজ্ঞাতনামা বাইরের শক্তিগুলো বাংলাদেশ (Bangladesh) -কে অস্থিতিশীল করে

43 আরজিআইসি (RGIC). সেক.9.1.

44 আরজিআইসি (RGIC). সেক. 9.2-9.5.

45 আরজিআইসি (RGIC). সেক. 11.3.

তোলার জন্য ইচছাকৃতভাবে সেনাবাহিনী ও বিডিআর (BDR)-এর মধ্যে বিবাদ তৈরী করেছে এবং সেজন্য বিদ্রোহের জন্য চূড়ান্ত ভাবে তাদেরকেই দায়ী করা যায়।[46]

রিপোর্টটি দ্রুত কোর্ট মার্শাল, বিদ্রোহে "শহীদ" ব্যক্তিদেরকে সম্মান প্রদান এবং পরিকল্পিত বিদ্রোহ সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করতে না পারার ব্যর্থতার ব্যাপারে তদন্ত করার প্রস্তাব দিয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে, এটি বিডিআর (BDR)-এর পুর্নগঠন, বিভিন্ন সুরক্ষা বাহিনীতে সমানভাবে ক্ষতিপুরণ প্রকল্পগুলোকে নিশ্চিত করা এবং প্যারামিলিটারী বাহিনীগুলোতে আরো কঠোর নিয়োগ নীতি প্রয়োগ করতে বলেছে, এবং এটি এই অভিযোগগুলোর জন্য বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, বিডিআর (BDR)-এর নিয়োগগুলো পার্টি লাইন অনুযায়ী বা স্বজনপোষণের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।[47]

রিপোর্টটিতে বিদ্রোহ চলাকালীন সংবাদমাধ্যমের ভূমিকার ব্যাপারে একটি তীক্ষ্ণ আক্রমণ করা হয়েছে। রিপোর্টটি অনুযায়ী, ঘটনাবলী কভার করার জন্য পিলখানা (Pilkhana)-য় জড়ো হওয়া সাংবাদিকরা বিডিআর (BDR) বিদ্রোহীদের হস্তান্তরিত তথ্যাবলী সম্প্রচারিত করছিলেন। রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে, ঘটনাবলীর এক-পক্ষের বিবরণ শুধু বাইরের ব্যারাকগুলোতে আতঙ্ক ও বিভ্রান্তি তৈরী করছিল। রিপোর্টটি এই বিষয়ে উপনীত হয়েছে যে, গণমাধ্যম সম্প্রদায়ের একাংশ বিডিআর (BDR)-এর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল বা বাংলাদেশ (Bangladesh)-কে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে কোন বাইরের কোন দুষ্ট শক্তির এজেন্ট হিসেবে কাজ করছিল।[48]

সেনাবাহিনী এর নিজের তদন্তকারী কমিটি গঠনের জন্য জোর দেয়। ২০-জনের একটি সেনা দল একটি তদন্তের কাজ সম্পন্ন করে, কিন্তু সেনাবাহিনী তার ফলাফলগুলোকে জনসমক্ষে প্রকাশ করেনি। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch) এই রিপোর্টটির একটি কপি পেয়েছে।[49] এতে বিডিআর (BDR)-এর সাথে সেনাবাহিনীর সম্পর্কের ব্যাপারে অনেক তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। রিপোর্টটির অফিসিয়াল শিরোনাম ছিল "এ্যান অপিনিয়ন" (An Opinion) " বা "একটি মতামত" এবং এতে বলা হয়েছে, যে, বিডিআর (BDR)-এর *জওয়ানদেরকে* তাদের ক্ষোভগুলো সম্পর্কে ভুলভাবে চালিত করা হয়েছিল এবং তাদেরকে ভুল তথ্য প্রদান করা হয়েছিল। অপারেশন "ডাল-ভাত" সম্পর্কে সেনা রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বিডিআর (BDR) *জওয়ানরা* "দুর্নীতিগ্রস্থ" ছিল এবং এটি থেকে তারা টাকা বানাচিছল। এতে বলা হয়েছে যে, সেনা কম্যান্ড তাদের এই কর্মকান্ড সম্পর্কে জেনে যাওয়ায় এবং তা সমাপ্ত করায় *জওয়ানরা* ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে যে, অপারেশন "ডাল-ভাত"-এর ব্যাপারে এবং সাধারণভাবে, সেনা অফিসারদের "সততা ও

---

46 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া জেনারেল রহমান (General Rahaman)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৭ই জুন, ২০১১; হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া আনিসুল হক (Anisul Huq)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৪ঠা জুন, ২০১১; হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch) এছাড়াও দেখেছে যে, এই তত্ত্বটি জনপ্রিয়ভাবে বিশ্বাস করা হয়, যদিও সমস্ত সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী প্রমাণের অভাবে এসে উপনীত হয়েছেন।

47 আরজিআইসি (RGIC). সেক. 13.

48 আরজিআইসি (RGIC). সেক. 9.3.

49 সেনা মতামত রিপোর্ট।

কর্তব্যপরায়ণতা"-র জন্য বিডিআর (BDR) *জওয়ানরা* দুর্নীতি করার কম সুযোগ পাচ্ছিল এবং "এর ফল হিসেবে, তাদের ক্ষোভের পরিমাণ বেড়ে একটি বিশাল মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল।"[50]

সেনা রিপোর্টে বিদ্রোহের আগে বিডিআর (BDR)-এর বিরুদ্ধে একটি দৃঢ়তর অবস্থান না নেওয়ার জন্য সরকারকে দোষী করা হয়েছে। এতে স্বীকার করা হয়নি যে, বিডিআর (BDR)-এর ক্ষোভগুলোর কোনটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে যে, বিডিআর (BDR) সৈনিকদের যারা অপারেশন "ডাল-ভাত" থেকে বেআইনীভাবে লাভ করেছিলেন, তাদেরকে যথেষ্ট কড়া শাস্তি প্রদান করা হয়নি এবং মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে দাবীগুলোকে পেশ করা হয়েছিল। রিপোর্টটি বলেছে যে, সেনাবাহিনী ও বিডিআর (BDR)-এর মধ্যে বেতন, পদোন্নতি, শিক্ষা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলোর ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকার অভিযোগগুলো একেবারেই সত্য নয় এবং *জওয়ানদের* সমর্থন পাওয়ার জন্য বিদ্রোহীরা তা মনগড়াভাবে তৈরী করেছিল। রিপোর্টটিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দ্বারা বিডিআর (BDR)-এর ক্ষোভগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি না করতে পারার জন্য ত্রুটি নির্দেশ করা হয়েছে, যা যদিও পরস্পরবিরোধী ছিল।[51]

সেনা রিপোর্টে বিদ্রোহের সময়ে পিলখানায় ঘটা ঘটনাগুলোর বিশদ বিবরণ ছিল না। বরং এতে বিদ্রোহটি হওয়ার অন্তর্নিহিত পশ্চাৎপট নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে কোন সন্ত্রাসবাদী সংশ্লিষ্টতা থাকার ব্যাপারটি বাদ দেওয়া হয়েছে, তবে এতে নির্দেশ করা হয়েছে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সেনার ভূমিকা নিয়ে ক্ষুব্ধ থাকা ব্যক্তিরা সহ রাজনৈতিক শক্তিগুলো সেনার বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহে মদদ দিয়ে থাকতে পারে। রিপোর্টটিতে বিদ্রোহের সমর্থন এবং পরিকল্পনায় সহায়তাকারী হিসেবে বেশ কিছু বাইরের ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়, যাদের মধ্যে একজন পরিচিত অস্ত্র চোরাচালানকারী অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। সরকারের প্রস্তুতকৃত রিপোর্টে গোয়েন্দা ব্যর্থতার সমালোচনার ব্যাপারে, সেনা রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে যে, বিডিআর (BDR)-এর পুরো গোয়েন্দা ইউনিটটি বিদ্রোহীদের সমর্থন করেছিল এবং সেনাবাহিনী ও অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে তথ্য গোপন করেছিল।[52] রিপোর্টে এর কোন স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়নি যে, সেনাবাহিনী অন্য কোন ভাবে বিদ্রোহটি সম্পর্কে আগে থেকে জানতে পারত বা তা জানা তাদের উচিত ছিল।

সেনা রিপোর্টে দাবী করা হয়েছে যে, সুরক্ষা বাহিনীগুলোকে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেওয়া হলে, আরো কম সংখ্যক জীবনহানি হত। এর দাবীমতে, র‍্যাব-২ (RAB-2) খুব দ্রুত পিলখানা (Pilkhana)-র গেটগুলোতে পৌঁছে গিয়েছিল, যখন দরবার হলে তখনও ঘটনাগুলো ঘটা শুরু হয়েছে এবং বিডিআর (BDR) *জওয়ানরা* গেটের দখল নিয়ে নেওয়ার আগেই তারা সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। এতে বলা হয়েছে যে, র‍্যাব-২ (RAB-2) প্রস্তুত ছিল এবং ভিতরে ঢোকার জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল, কিন্তু তারা র‍্যাব (RAB) হেডকোয়ার্টার থেকে ভিতরে ঢোকার অনুমতি পায়নি। রিপোর্টটিতে এও

[50] সেনা মতামত রিপোর্ট, সেক. 1(b) এবং 1 (h).

[51] সেনা মতামত রিপোর্ট, সেক. 1.

[52] সেনা মতামত রিপোর্ট, সেক 2(c) ও 3(a). এটি ব্যাখ্যা করেনি যে, বিডিআর (BDR)-এ নিযুক্ত সেনা অফিসাররা ক্ষোভগুলোর ব্যাপারে কেন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে জানাননি। বিদ্রোহের অনেকদিন আগেই লিফলেট বিতরণের বিষয়টি জনসমক্ষে চলে এসেছিল।

নির্দেশ করা হয়েছে যে, সকাল ১০:৫০-এর মধ্যে সেনাবাহিনীকে পিলখানা (Pilkhana)-য় মোতায়েন করা হয় এবং বাইরে প্রস্তুত রাখা হয়, কিন্তু হেডকোয়ার্টারের টালবাহানার জন্য মূল্যবান সময় ব্যয়িত হয় এবং বিডিআর (BDR) *জওয়ানরা* গেটগুলোতে প্রতিরোধ তৈরী করে ফেলে। দুপুরের পর সেনাবাহিনীর একটি পরিকল্পনা তৈরী করে, যা অনুযায়ী সেনা, র‍্যাব (RAB) ও বিমানবাহিনীর একটি যৌথ আক্রমণের বিষয় ছিল, তা স্থগিত করা হয়, কারণ প্রধানমন্ত্রী ও অন্যরা বিডিআর-এর সাথে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন।[53]

যদিও সেনা রিপোর্টে, আলোচনার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকে প্রবেশের পদক্ষেপকে "প্রচন্ড সাহস প্রদর্শনকারী" এবং "প্রশংসাযোগ্য" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে পরে তার সমালোচনাই করা হয়, "সম্মানীয় মন্ত্রীর সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা ছিল না এবং তিনি পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়াই বিদ্রোহটিকে নিরস্ত করতে চলে যান, সেজন্য সম্মানীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অস্ত্রসমর্পণের ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেননি।"[54] আরেকটি জায়গায়, আলোচনার ব্যাপারে হাসিনা (Hasina)-র প্রথম হস্তক্ষেপের বিষয়ে, রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে যে: "এই দলের সদস্যরা কোন সময়ানুগ ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেননি কারণ তাদের বিদ্রোহ দমনের আগের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না বা সেনা সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট কোন ধারণাও ছিল না।"[55] রিপোর্টটিতে এই তথ্যটির ব্যাপারেও অভিযোগ করা হয়েছে যে, আইনে বিদ্রোহের জন্য সর্বাধিক শুধু ৭ বছরের কারাবাসের বিধান রয়েছে।[56]

ইউনাইটেড স্টেটস ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (The United States Federal Bureau of Investigation) (এফবিআই (FBI)) তদন্তের কাজে সহায়তা করার প্রস্তাব দেয়। এফবিআই (FBI) অফিসাররা কয়েকদিনের মধ্যে ঢাকা (Dhaka)-য় এসে বিদ্রোহের তদন্ত করতে শুরু করেন। তাঁদের অনুসন্ধানে পাওয়া তথ্যাবলীর কিছু অংশ এখন উইকিলীকস (Wikileaks)-এর মাধ্যমে জানা গেছে, যেখানে প্রকাশিত হয়েছে যে, নতুন সরকারের কিছু সদস্য বাংলাদেশ (Bangladesh)-কে অস্থিতিশীল করার বিশাল পরিকল্পনা সংক্রান্ত ষড়যন্ত্রের তত্ত্বগুলোতে বিশ্বাস করেন। এর ফলস্বরূপ, ইউএস (US) অফিসাররা লিখেছেন যে, সরকারের সদস্যরা বিদ্রোহের ঘরোয়া কারণগুলো খতিয়ে দেখতে অনিচ্ছুক ছিলেন, যেমন বিডিআর (BDR)-এর দীর্ঘদিনের ক্ষোভগুলো এবং অনেক বছর ধরে পরপর সরকারগুলোর সেগুলোকে সুরাহা করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা।[57] আমাদের গবেষণার পথে, সমাজের বিভিন্ন অংশের অনেক লোক আমাদের বলেছেন যে, তাঁরা বিশ্বাস করেন ২৫-২৬শে ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলী শুধু একটি বিদ্রোহের ঘটনাই ছিল না। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, অ-উল্লিখিত কারণগুলোর জন্য, এতে বিদেশী অশুভ এজেন্টদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, যারা বাংলাদেশ (Bangladesh)-কে অস্থিতিশীল ও মনোবলহীন করা এবং

53 সেনা মতামত রিপোর্ট, সেক. 3(c-d).

54 সেনা মতামত রিপোর্ট, সেক. 3(b)(2-3).

55 সেনা মতামত রিপোর্ট, সেক. 3(b)(1).

56 সেনা মতামত রিপোর্ট, সেক. 1(j).

57 উইকিলীকস (Wikileaks), "প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন, ইউএস (US) সহায়তা চেয়েছেন।", ৯ই মার্চ, ২০০৯. http://wikileaks.org/cable/2009/03/09DHAKA263.html (২০শে এপ্রিল, ২০১২ তারিখে গৃহীত); উইকিলীকস (Wikileaks), "এফবিআই (FBI) বাংলাদেশ বিদ্রোহের তদন্তে ত্রুটিগুলো ঠিক করার কাজে সহায়তা করছে", ২২শে মে ২০০৯, http://wikileaks.org/cable/2009/03/09DHAKA263.html (১লা এপ্রিল, ২০১২ তারিখে গৃহীত)।

এর সীমান্তগুলোকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে।[58] একজন পরিচিত অস্ত্র পাচারকারী বিদ্রোহটির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এই অভিযোগগুলোর ব্যাপারে সেনা রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, তার ফোন রেকর্ডগুলো নির্দেশ করে, বিদ্রোহের আগের সময়কালটিতে তিনি বিদেশে প্রচুর ফোন কল করেন। তবে রিপোর্টটিতে এই বিষয়টির ব্যাপারে কোন উপসংহারে আসা হয়নি, তবে বিদ্রোহের সম্ভাব্য একটি কারণ হিসেবে বিদেশী হাত থাকার ব্যাপারটি নির্দেশ করে ছেড়ে রাখা হয়েছে।[59]

58 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া জেনারেল রহমান (General Rahaman)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৭ই জুন, ২০১১; হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া তাজুল ইসলাম (Tajul Islam)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৪ঠা জুন, ২০১১.

59 সেনা মতামত রিপোর্ট, সেক. 2(c)

III. *সন্দেহভাজন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে করা নির্যাতনগুলো*

বিদ্রোহের পর, বিদ্রোহীদের নিয়ে কি করা হবে তা নিয়ে সুরক্ষা বাহিনীগুলো ও সরকারের মধ্যে প্রচন্ড দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। সেনাবাহিনী এই সওয়াল তোলে যে, বিদ্রোহীদেরকে আর্মি অ্যাক্ট বা সেনা আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া উচিত, যা বিডিআর (BDR) অ্যাক্টের চেয়ে অনেক বেশী শাস্তি প্রদান করতে পারে। বাদী পক্ষের মূখ্য আইনজীবী সহ বাকীরা একটি দ্বি-ধারাযুক্ত পথ বেছে নেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন: বিডিআর (BDR) অ্যাক্ট অনুযায়ী বিদ্রোহের বিচার করা এবং খুন ও অন্যান্য মারাত্মক অপরাধগুলোকে বাংলাদেশ পেনাল কোড অনুসারে বিচার করা।[60] সবশেষে, প্রধানমন্ত্রী দ্বি-ধারা ভিত্তিক কার্যধারায় সম্মতি প্রদান করেন।

তবে, বিডিআর (BDR) সদস্যদেরকে গ্রেফতার ও অভিযুক্ত করার আগে, বিভিন্ন সুরক্ষা বাহিনী তাদেরকে আটক ও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। বিদ্রোহের পর যে বিডিআর (BDR) সৈনিকরা পিলখানা (Pilkhana)-য় ফিরে এসেছিলেন, তাদেরকে পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকগুলোর কাছে একটি মাঠের বাইরে জোর করে রেখে দেওয়া হয় এবং কয়েকদিন ধরে তাদেরকে কার্যকরীভাবে আটকে রাখা হয়। সাক্ষীদের ভাষ্য অনুযায়ী, কাউকে কাউকে সেনা অফিসাররা মারধর করেন, চড় মারেন ও গালাগালি করেন বলে রিপোর্টকরা হয়েছে। অন্যরা জানিয়েছেন যে, যথেষ্ট খাবার ও পানি ছিল না, কিন্তু প্রথমদিকে কোন শারীরিক পীড়ন করা হয়নি।[61]

সেনাবাহিনী, ডিজিএফআই (DGFI), র‍্যাব (RAB) এবং এনএসআই (NSI) সহ সুরক্ষা বাহিনীগুলোর একটি সম্মিলিত দল কখনো কখনো একসাথে এবং কখনো কখনো আলাদাভাবে বিডিআর (BDR) সৈনিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে। প্রাথমিকভাবে, সবাইকে কাজে ফিরে যেতে দেওয়া হয়।

বিদ্রোহের প্রধান দোষীদের ওপর তদন্তের অংশ হিসেবে কয়েকদিন পর থেকে তাদের আটকে রাখা ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। এর কিছু সময় পরেই গণ গ্রেফতার শুরু হয়।

অত্যাচার এবং হাজতে থাকাকালীন মৃত্যুগুলো

---

[60] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া আনিসুল হক (Anisul Huq)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৪ঠা জুন, ২০১১;

[61] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া হাসি গোমেজ (Hasi Gomez)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ১লা জুন, ২০১১; হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া স্মৃতি কস্টা (Sriti Kosta)-র সাক্ষাৎকার, ২রা জুন, ২০১১.

দ্রুত, আটক ব্যক্তিদের ওপর মারাত্মক অত্যাচার এবং হাজতে থাকাকালীন অনেক মৃত্যুর রিপোর্ট পাওয়া যায়। ঢাকা (Dhaka) ভিত্তিক একটি প্রথম সারির ও প্রখ্যাত মানবাধিকার সংক্রান্ত এনজিও (NGO) অধিকার (Odhikar)-এর পরিচালিত একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, হেফাজতে থাকাকালীন অন্ততঃ ৪৭ জন বিডিআর (BDR) কর্মী মারা গিয়েছেন।[62] কয়েকজন স্বাভাবিক কারণে মারা গিয়েছেন, কিন্তু অনেকেই অত্যাচারের কারণে মারা গিয়েছেন বলে মনে হয়েছে। অধিকার (Odhikar) এই কেসগুলোর ক্ষেত্রে নিজেদের তথ্য-সন্ধানী কার্যধারা পরিচালনা করেছে এবং পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে এবং এই কেসগুলোর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে, যেখানে পাওয়া গিয়েছে, সেখানে মেডিক্যাল কাগজপত্রগুলোর সহায়তা নিয়েছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর জানা মতে, এরকম কোন কেস নেই, যেখানে সরকার, হেফাজতে থাকাকালীন মৃত্যুর জন্য তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। বিদ্রোহের ঠিক পরেই, অত্যাচার এবং হেফাজতে মৃত্যুর অভিযোগগুলোর জন্য সরকারকে নোটিশ প্রদান করা হয়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-সহ মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো তাদের অনুসন্ধানগুলোকে জনসমক্ষে প্রকাশ করেছে, হাসপাতালের ডাক্তাররা মানবাধিকার সংক্রান্ত গোষ্ঠীগুলোর কাছে তাদের উদ্বেগগুলো ব্যক্ত করেছেন (অবশ্য নাম গোপন রেখে) এবং পরিবারের সদস্যরা গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মৃত ব্যক্তিদের শরীরে শারীরিক নির্যাতনের ফলে হওয়া আঘাতগুলোর বর্ণনা দিয়েছিলেন।[63]

৪ই মে, ২০১১ তারিখের একটি কেবল বা বার্তায় দেখা গিয়েছে যে, ইউএস (US) রাষ্ট্রদূত, জেমস মরিয়ার্টি (James Moriarty) সরকারী অফিসারদের কাছে তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কেবল বা বার্তাটি অনুযায়ী, রাষ্ট্রদূত "বিশ্বাসযোগ্য" তদন্ত করার গুরুত্ব এবং একটি "স্বচ্ছ আইনী প্রক্রিয়া"-র ওপর জোর দেন। তাঁর সরকারী আলোচনাকারী, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী, সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম (Syed Ashraful Islam) এই প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন যে, "এই উদ্বেগগুলো ভাগ করে নেওয়া হয়েছে এবং....এই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের একটি অ-সামরিক বিচারের ব্যাপারে কেবিনেটে আলোচনা করা হয়েছে।" মরিয়ার্টি (Moriarty) এছাড়াও হেফাজতে মৃত্যুর রিপোর্টগুলোর ব্যাপারে তাঁর উদ্বেগগুলো প্রকাশ করেছেন।[64]

---

62 অধিকার (Odhikar) বিডিআর (BDR) বিদ্রোহ স্প্রেডশীট, সেপ্টেম্বর ২০১১-এ আপডেটকৃত, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর ফাইলে কপি রয়েছে।

63 “বাংলাদেশ (Bangladesh): এন্ড কাস্টোডিয়াল ডেথস অফ ম্যাসাকার সাসপেক্টস," হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সংবাদ প্রকাশ, ২৪শে এপ্রিল, ২০০৯, http://www.hrw.org/news/2009/04/24/bangladesh-end-custodial-deaths-massacre-suspects; "বর্ডার গার্ডস ডাইজ ইন কাস্টোডি ইন বাংলাদেশ (Bangladesh)," অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল (Amnesty International) সংবাদ প্রকাশ, ২৭শে মার্চ, ২০০৯, http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/border-guards-die-custody-bangladesh-20090327 (১লা মে, ২০১২-তে গৃহীত); এবং অধিকার (Odhikar), "হিউম্যান রাইটস মনিটরিং রিপোর্ট অন বাংলাদেশ", ১-৩১শে মে, ২০০৯, http://www.odhikar.org/documents/2009/English_report/may09.pdf, (১লা মে, ২০১২-তে গৃহীত)।

64 উইকিলীকস (Wikileaks), "স্থানীয় সরকার মন্ত্রী রাষ্ট্রদুতকে বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত উদ্বেগগুলোকে স্বীকার করেছেন।", ৪ঠা মে, ২০০৯, http://wikileaks.org/cable/2009/05/09DHAKA448.html (২০শে এপ্রিল, ২০১২-তে গৃহীত)।

বাংলাদেশের (Bangladesh) সুরক্ষা বাহিনীগুলো নিয়মিতভাবে অত্যাচারের পথটি ব্যবহার করে থাকে[65], এমনকি বাংলাদেশ (Bangladesh) আর্ন্তজাতিক কনভেনশন এগেইনেস্ট টর্চার (Convention Against Torture)-এর একটি রাষ্ট্রপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তা করা হয়ে থাকে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch) এবং অন্যান্যরা, র‍্যাব (RAB), ডিজিএফআই (DGFI) এবং সেনা গোয়েন্দা সহ বিভিন্ন সুরক্ষা বাহিনীগুলোর দ্বারা বাংলাদেশে হেফাজতে থাকাকালীন অত্যাচারের ব্যবস্থাগত ব্যবহার এবং মৃত্যুগুলোর ঘটনাগুলোকে দীর্ঘদিন ধরে নথিবদ্ধ করে আসছে। শেখ হাসিনা (Sheikh Hasina)-র সরকার যারা অত্যাচারের ব্যাপারে জনগণের কাছে একটি "শূন্য সহিষ্ণুতা"-র নীতির দাবী করে, তারাও এটি চলতে দিয়েছে, তা অনিচছাকৃতভাবে বা সুরক্ষা বাহিনীর সাথে বিবাদে যেতে অসমর্থ হওয়ার কারণে যাই হোক না কেন। যদিও *প্রাইমা ফেসি (prima facie)* বা প্রাথমিক তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রারম্ভিক মাসগুলোতে বিডিআর (BDR)-এর সৈনিক ও কর্মীদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে এবং বাদী পক্ষের মূখ্য আইনজীবী নিজে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর কাছে তা স্বীকারও করছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের জানা মতে এই অভিযোগগুলোর কোনটির ক্ষেত্রে কোন সরকারী তদন্ত হয়নি।

অত্যাচারকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে এবং বাংলাদেশের জাতীয় আইনকে এর আর্ন্তজাতিক বাধ্যবাধকতাগুলোর সাথে সমন্বয়কৃত করার জন্য আনা একটি খসড়া বিল এখনও ধামাচাপা পড়ে রয়েছে। যদিও ২০১১-র গোড়ার দিকে এর খসড়াটি করা হয়েছিল, কিন্তু সংসদে তা পেশ করা হয়নি এবং তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য এখনও কোন সময় নির্ধারিত হয়নি।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch) গ্রেফতারকৃত বিডিআর (BDR) সৈনিকদের পরিবারগুলোর ২৯ জন সদস্যের সাক্ষাৎকার নিয়েছে, এর মধ্যে বিদ্রোহের পরিকল্পনাকারী হিসেবে অভিযোগকৃত ডেপুটি অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টরদের পরিবারগুলোর কয়েকজন সদস্যরাও রয়েছে। অনেকেই বলেছেন যে, তাঁদের প্রিয়জনেরা র‍্যাব (RAB), সেনা গোয়েন্দা, ডিজিএফআই (DGFI) এবং এনএসআই (NSI)-সহ বিভিন্ন সুরক্ষা সংস্থাগুলোর হাতে ভয়ঙ্কর অত্যাচারের কথা জানিয়েছেন। কিছু অভিযুক্তের বিবাদী পক্ষের আইনজীবী হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর কাছে জানিয়েছেন যে, তাঁদের মক্কেলরা তাঁদের কাছে বলেছেন যে, সুরক্ষা বাহিনীগুলোর বিভিন্ন শাখাগুলোর হাতে তাঁরা অত্যাচারিত হয়েছেন।

নীচের কেসগুলোতে জিজ্ঞাসাবাদ কালে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর দ্বারা গ্রহণকৃত পরিবারের লোকেদের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্যগুলোকে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

65 দেখুন, যেমন, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch), *ক্রসফায়ার: কনিটনিউড হিউম্যান রাইটস অ্যাবিউজেস বাই বাংলাদেশ (Bangladesh) র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (Rapid Action Battalion)*. ১০ই মে, ২০১১, http://www.hrw.org/reports/2011/05/10/crossfire-0.

মোজাম্মেল হক (Mozammel Hoque)-এর কেস

মোজাম্মেল হক (Mozammel Hoque) বিদ্রোহের সময় পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর ছোট ভাই, আয়ুব হোসেন চান (Ayub Hossain Chan), বিদ্রোহের শুরু থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বিডিআর (BDR) কর্তৃপক্ষ তাঁর ভাইয়ের ফোনটি কেড়ে নেওয়া পর্যন্ত মোজাম্মেল (Mozammel)-এর সাথে নিয়মিত কথা বলেন। এমনকি তাঁর ফোন বাজেয়াপ্ত হওয়ার পরেও। মোজাম্মেল (Mozammel) অন্য লোকেদের ফোন ধার করে কোনমতে দিনে এক থেকে দুইবার আয়ুব (Ayub)-কে ফোন করতেন। আয়ুব (Ayub) বলেন যে, মোজাম্মেল (Mozammel) তাঁর সাথে বাক্যালাপে জানাতেন যে, তাঁর ওপর অত্যাচার ও খারাপ আচরণ করা হচেছ এবং তিনি আয়ুব(Ayub)-কে তাঁর জন্য দোয়া করতে বলেন।

আয়ুব (Ayub) মোজাম্মেল (Mozammel)-এর কাছ থেকে শেষ ফোন কলটি পান ৫ই মার্চ, ২০০৯ তারিখ দুপুর প্রায় ১:৩০টার দিকে। মোজাম্মেল (Mozammel) আয়ুব(Ayub)-কে বলেন যে, তাঁকে তাঁর এবং তাঁর নিকটাত্মীয়ের পূর্ণ ঠিকানা দিতে বলা হয়েছে, যা আয়ুব (Ayub) ও মোজাম্মেল (Mozammel) দুজনের কাছেই বেশ রহস্যময় লেগেছিল, কারণ বিডিআর (BDR)-এর কাছে মোজাম্মেল (Mozammel)-এর পুরো ফাইল রয়েছে যেখানে সেই তথ্যাবলী ছিল। মোজাম্মেল (Mozammel)-এর স্ত্রী, রহিমা বেগম (Rahima Begum) তাঁর সাথে শেষ ফোনে কথা বলেন ৬ই মার্চ সকাল ৭:০০টার দিকে।

৮ই মার্চ থেকে পরিবারটি মোজাম্মেল (Mozammel)-এর আর কোন খবর পায়নি, যেখানে আয়ুব (Ayub) একজন হিতৈষীর কাছ থেকে ফোন পান যিনি তাঁকে নওগা পুলিশ স্টেশন (Naogaon Police Station)-এর অফিসার ইনচার্জের সাথে যোগাযোগ করতে বলেন। আয়ুব (Ayub) তৎক্ষণাৎ পুলিশ স্টেশনে ফোন করেন এবং তাঁকে তাঁর ভাইয়ের মৃতদেহ সংগ্রহের জন্য ঢাকা (Dhaka)-র মিটফোর্ড হাসপাতাল (Mitford Hospital)-এ যেতে বলা হয়। একই সময়ে রেডিও ও টিভি (TV) চ্যানেলগুলোতে মোজাম্মেল (Mozammel)-এর মৃত্যুসংবাদ সম্প্রচারিত হতে থাকে।

আয়ুব (Ayub) বলেন যে, যখন তিনি হাসপাতাল থেকে তাঁর ভাইয়ের মৃতদেহটি পান, তিনি দেখেন যে, তাঁর ভাইয়ের হাতের ও পায়ের পাতা কুঁচকানো ও তা নরম হয়ে গিয়েছে। তাঁর গলা ও ঘাড় মাটিতে আবৃত ছিল। দাফনের আগে, খোরশেদ আলম (Khorshed Alam) নামে একজন ব্যক্তি মোজাম্মেলের মৃতদেহের গোসলের কাজটি সম্পন্ন করেন এবং তিনি বলেন যে, "মোজাম্মেল (Mozammel)-এর হাত ও পাগুলো দেখে মনে হয়েছে তা পঁচে গিয়েছে....রক্তহীন ও থেঁতলানো মনে হচেছ।"

মোজাম্মেল (Mozammel)-এর মৃত্যুর পর, সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সিআইডি (CID)-র একজন সিনিয়র অফিসার বলেন যে, তাঁর মৃত্যুর তদন্ত করা হবে। অধিকার (Odhikar) এবং তাঁর পরিবার কেউই এই তদন্তের ব্যাপারে কোন তথ্য পেতে সমর্থ হননি।[66]

মোহাম্মদ আবদুল রহিম (Mohammad Abdul Rahim)-এর কেস

পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকের সিগনাল বিভাগের একজন ডিএডি (DAD) রহিম (Rahim), বিদ্রোহের দিন সকালে কর্তব্যরত ছিলেন এবং তিনি উৎসবের অস্ত্র-শস্ত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপনা করছিলেন। যখন বিদ্রোহ শুরু হয় তাঁর পরিবার গুলির আওয়াজ শুনতে পান, কিন্তু বিকেলের আগে তাঁরা রহিম (Rahim)-এর কাছে পৌঁছাতে সমর্থ হননি। তাঁর ছেলে ফোনে খুব অল্প সময়ের জন্য তাঁর সাথে কথা বলতে পারেন: "আমার আব্বা বেশী সময় কথা বলতে পারছিলেন না, তিনি শুধু বলেন যে, তিনি ভাল পরিস্থিতিতে নেই, এবং তিনি আরো জানান যে, তিনি যদি প্রাণ বাঁচাতে পারেন, তাহলে তিনি ব্যারাকের বাইরে অন্য কোথাও আমাদের সাথে দেখা করবেন। তিনি বলেন "শুধু এখান বেরিয়ে চলে যাও, চলে যাও।" তাঁর পরিবার পরের দিন ব্যারাক থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন, যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরিসরটিতে আটকে পড়া সেনা ও অন্যান্যদের জন্য একটি নিরাপদ পথ পাওয়ার বিষয়টি আলোচনা করে বের করে আনেন।

রহিম (Rahim)-এর পরিবার বেশ কিছুদিন তাঁর কাছ থেকে কোন যোগাযোগ পায়নি, কিন্তু তাঁরা টিভির সংবাদে অল্প সময়ের জন্য তাঁকে দেখতে পেয়েছিল, যখন বিডিআর (BDR)-এর ডিএডি (DAD)-দেরকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রহিম (Rahim) পরে তাঁর পরিবারকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁকে এরপরেই সরাসরি গ্রেফতার করা হয় এবং ডিজিএফআই (DGFI) ও সেনা গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি এও বলেছেন যে, এক সময়ে তাঁকে র‍্যাব-১ (RAB-1) বা র‍্যাব-২ (RAB-2)-তে নিয়ে যাওয়া হয়, তিনি অবশ্য নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি তাঁর পরিবারকে তাঁর ওপর হওয়া আচরণের বিবরণ দেননি, তবে তাঁকে কম ঘুমাতে দেওয়া হত বলে জানিয়েছিলেন এবং জানান যে, চাপ ও হুমকির মুখে তাঁকে একটি বিবৃতি দিতে বাধ্য করা হয়।

রহিম (Rahim)-কে মার্চ ২০০৯-এ ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয় এবং ২৯শে জুলাই, ২০১০-এ হাজতে থাকাকালীন মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। তাঁর ছেলে তাঁর সাথে কারাগারে নিয়মিত দেখা করতে যেতেন এবং তিনি ঐ সাক্ষাৎগুলির বর্ণনা দিয়েছেন:

> আমার আব্বা তাঁর সাথে যা হয়েছে তা আমার কাছে লুকানোর চেষ্টা করতেন, কিন্তু আমি দেখেছিলাম যে, তাঁর হাঁটতে সমস্যা হচেছ, তিনি প্রায় কেঁপে কেঁপে হাঁটছিলেন, দাঁড়াতে পারছিলেন না। আটক

[66] অধিকার (Odhikar)-এর সাক্ষাৎকারগুলো নওঁগা (Naogaon), ১-২ নভেম্বর, ২০১১.

> অন্যান্য ব্যক্তিদের কয়েকজন আমাকে বলেছেন যে, তাঁর মারাত্মক যনত্রণা হচ্ছিল এবং আমার কিছু পেইনকিলার ওষুধ নিয়ে আসা উচিত।

রহিম (Rahim)-এর পরিবার জানিয়েছেন যে, এই সময়ের আগে পর্যন্ত তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল।[67]

একটি ময়না তদন্তের রিপোর্টে নির্দেশিত হয় যে, রহিম (Rahim) একটি হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। একটি পুলিশী তদন্তে একই উপসংহারে আসা হয়, কিন্তু চূড়ান্ত পুলিশী রিপোর্টটিকে এখনও প্রকাশ করা হয়নি। আইন-ও-সালিশ কেন্দ্রের (Ain-O-Salish Kendra) একজন মানবাধিকার পর্যবেক্ষক, যিনি রহিম (Rahim)-এর মৃতদেহ দেখেছিলেন, তিনি বলেন যে, রহিম (Rahim)-কে দেখে মনে হয়েছিল যে, মৃত্যুর সময় তার ওজন ৪০ কেজির বেশী হবে না এবং তাঁর শরীরে অত্যাচারের চিহ্নগুলো দেখা গিয়েছিল।[68]

হাবিলদার মহিউদিন আহমেদ (Habildar Mohiudin Ahmed)-এর কেস

হাবিলদার মহিউদিন আহমেদ (Habildar Mohiudin Ahmed) বিদ্রোহের সময় চট্টগ্রামের (Chittagong) হালিশহর বিডিআর (BDR) ব্যারাকে কর্তব্যরত ছিলেন। তাঁর পরিবার ঢাকা (Dhaka)-তে পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকের ৫ নং গেটের কাছে একটি ভাড়া করা কোয়ার্টারে বসবাস করে। গোলাগুলি শুরু হওয়ার পর তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা হই-হট্টগোল শুনতে পান। তাঁরা আহমেদ (Ahmed)-কে ফোন করেন এবং তিনি জানান যে, হালিশহরেও (Halishohore) সবকিছু ঠিকঠাক রয়েছে, কিন্তু তিনি তাঁর স্ত্রীকে সন্তানদের নিয়ে নোয়াখালী (Noakhali)-তে তাঁর বাপের বাড়ী চলে যেতে বলেন।[69]

২২শে মার্চ তারিখে গ্রেফতার হওয়ার আগে পর্যন্ত আহমেদ (Ahmed) হালিশহর (Halishohore) ব্যারাকেই কাজ করতে থাকেন। তাঁর স্ত্রী ডলি (Dolly) তাঁর গ্রেফতারের সময় উপস্থিত থাকা লোকেদের সাথে কথা বলেই শুধু তাঁর গ্রেফতার সম্পর্কে জানতে পারেন। তারা তাঁকে বলেন যে, আহমেদকে র‍্যাব-৭ (RAB-7) তুলে নিয়ে গিয়েছে, কিন্তু তাঁকে কেউই বলতে পারেননি যে, আহমেদকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি বিডিআর (BDR)-এর হেডকোয়ার্টার, পুলিশ এবং ঢাকা সেনট্রাল জেলে যান, কিন্তু তিনি তাঁর সম্পর্কে কোন খবর পেতে ব্যর্থ হন। ডলি (Dolly) আহমেদ (Ahmed)-এর দুটি ফোন নম্বরে তাঁর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু দুটি ফোনই সুইচড অফ করা থাকে।
ডলি (Dolly) হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর কাছে সেই সময়ের কথা স্মরণ করেন যখন তিনি জানতে পারেন যে, আহমেদ (Ahmed) কোথায় আছেনঃ

---

67 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া মোহাম্মদ আবদুল বারেক (Mohamed Abdul Barek)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৬ই জুন, ২০১১.

68 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া আইন-ও-সালিশ কেন্দ্রের (Ain-O-Sailesh Kendra) একজন অফিসিয়ালের সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৪ঠা জুন, ২০১১.

69 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া মাজদা আক্তার ডলি (Mazada Akhter Dolly)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০১১.

> একজন প্রতিবেশী ৪ঠা মে তারিখে আমাকে বলেন যে, টিভি (TV)-তে একটি খবরে বলা হচ্ছে যে, আহমেদ (Ahmed) হাসপাতালে আছেন এবং আমার সম্ভবতঃ সেখানে যাওয়া উচিত। তার এক ঘন্টা পর, মাঝরাতে আমি খবরে শুনতে পাই যে, তিনি একটি হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছেন। আমি জানতাম না যে, কি বিশ্বাস করব, সেজন্য আমরা সাথে সাথে হাসপাতালে যাই এবং তাঁকে মৃত অবস্থায় পাই।

ডলি (Dolly)-র কথা অনুযায়ী, আহমেদ (Ahmed)-এর গ্রেফতারের আগে পর্যন্ত তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল। যখন ডলি (Dolly) ও তাঁর ভাইয়েরা মৃতদেহ গ্রহণ করতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে যান, তিনি বলেন যে, তাঁর মৃতদেহটি মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত ছিল। তাঁর ভাই, যিনি মৃতদেহটিকে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন, তিনি বলেন যে, নিতম্বের পিছনের অংশ পুরোপুরিভাবে কালো ও নীল হয়ে গিয়েছিল এবং পা ও পিঠের ওপরের অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত ছিল।

তাঁর পরিবারের কথা অনুযায়ী, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাওয়া একটি ময়না তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, আহমেদ (Ahmed)-এর শরীরের নিম্নাংশে মারধর করা হয়েছে। পরিবারটি পুলিশের কাছে একটি বেআইনী মৃত্যুর মামলা দায়ের করে। তাঁর পরিবারের কথা অনুযায়ী, পুলিশী তদন্তে বলা হয়েছে যে, ৪ঠা মে নিউ মার্কেটের কাছে আহমেদ (Ahmed)-এর মৃতদেহটি পাওয়া যায় এবং একটি হার্ট অ্যাটাকের জন্য তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।[70]

নুরুল আমিন (Nurul Amin)-এর কেস

নুরুল আমিন (Nurul Amin) রংপুরের (Rangpur) বিডিআর (BDR) ব্যারাকে মোতায়েন ছিলেন। তিনি বিদ্রোহের সময় ৩৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের একজন ডেপুটি অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর (ডিএডি (DAD)) ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা সেই সময় ঢাকা (Dhaka)-য় থাকতেন। তাঁর স্ত্রী, শাহনাজ আমিন (Shahnaz Amin) বলেন যে, ২৫শে ফেব্রুয়ারি পিলখানায় ঘটনাটি শুরু হওয়ার পর রংপুরে(Rangpur) সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি না জানার জন্য তিনি তাঁকে অনেকবার ফোন করেন। নুরুল (Nurul) তাঁকে জানান যে, সবকিছু শান্ত রয়েছে এবং সেখানে কিছুই ঘটেনি। পরের দিন তিনি জানান যে, পরিবেশটি কিছুটা চাপা হয়ে উঠেছে, কারণ গুজব শোনা যাচ্ছে যে, সেনাবাহিনী বিডিআর (BDR)-এর ব্যারাকগুলো আক্রমণ করতে আসছে। যেহেতু পিলখানা (Pilkhana)-র সংবাদ আসার পর সিনিয়র সেনা অফিসাররা রংপুর ব্যারাক ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, সেজন্য আমিন (Amin) কার্যকরীভাবে সেখানকার সবচেয়ে সিনিয়র সৈনিক ছিলেন। আমিন (Amin) তাঁর স্ত্রীকে বলেন যে, গুজবগুলোর জন্য রংপুরেও (Rangpur) বিডিআর (BDR)-এর সৈনিকরা অস্ত্রভান্ডার লুঠ করে এবং নিজেদেরকে অস্ত্র-শস্ত্রেসজ্জিত করে তোলে। তাঁদের কয়েকজন, সেনাকে সতর্ক করার জন্য

[70] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া মাজদা আক্তার ডলি (Mazada Akhter Dolly)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০১১; হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া ফাতিমা তুজজোহরা (Fatima Tujuhura)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), 24শে সেপ্টেম্বর, ২০১১.

অনির্দিষ্টভাবে কিছু গুলি করে। যখন আমিন বুঝতে পারেন যে, কি হচেছ, তিনি তাঁর স্ত্রীকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি অস্ত্রগুলোকে অস্ত্রভান্ডারে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং এই নির্দেশটি মানা হয়েছিল। সেই দিন পরে যখন তাঁর স্ত্রী তাঁর সাথে কথা বলছিলেন, তিনি জানান যে, রংপুরে (Rangpur) সবকিছু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। তিনি আরো এক মাস সেখানে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে থাকেন।

শাহনাজ (Shahnaz) বলেন যে, ২রা এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে, রাত প্রায় ১০টার দিকে তিনি তাঁর স্বামীর সহকর্মীদের একজনের কাছ থেকে ফোন পান, যিনি জানান যে, আমিন (Amin)-কে আটক করা হয়েছে এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কোতোয়ালি থানা (Kotoali Thana)-য় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শাহনাজ (Shahnaz)-এর বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁর স্বামীকে র‌্যাব (RAB) তাদের রংপুরের (Rangpur) ক্যানটনমেনেট নিয়ে যায়। আমিন বলেছিলেন যে, তাঁকে কিছুই জানানো হয়নি। তারা তাঁকে পাঁচ দিন হাতকড়া পরিয়ে ও চোখ বেঁধে রেখেছিল। এরপর তাঁকে ঢাকা (Dhaka)-য় র‌্যাব (RAB)-এর হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তিনি আগে কয়েকবার এসেছিলেন বলে জায়গাটি চিনতে পারেন এবং সেখানে টয়লেটে যাওয়ার সময় তাঁর চোখের বাঁধন খুলতে দেওয়া হত। সেই সময়ে একই ঘরে আরো ছয়জন বিডিআর (BDR)-এর লোকেদের আটকে রাখা হয়েছিল।

শাহনাজ (Shahnaz) দাবী করেন যে, র‌্যাব (RAB) হেডকোয়ার্টারে হেফাজতে থাকাকালীন সেই সময়ে আমিন (Amin)-এর উপর মারাত্মক অত্যাচার করা হয়। শাহনাজ বর্ণনা করেন, আমিন তাকে যা বলেছেন:

> তাঁর সাথে কি হয়েছে তা আমার কাছে বর্ণনা করার সময় তিনি প্রায় ছাড়াছাড়া ছিলেন; তাঁর যৌনাঙ্গে ও কানে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয়েছিল, পায়ের সমস্ত নখ তুলে ফেলা হয়েছিল। যা ঘটেছিল তাঁর জন্য তিনি প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং আমার মনে হয়, তাঁর মস্তিস্কেরও ক্ষতি হয়েছিল।

আমিন (Amin) শাহনাজ (Shahnaz)-কে জানান যে, ছয়জনের সবার ওপর একই রকম আচরণ করা হয়। তিনি বলেন যে, তাঁদের একজন অত্যাচারের ফলে মারা গিয়েছিলেন।

১৪ই এপ্রিলের দিকে, আমিন (Amin) এবং বাকী অন্যান্য আটক ব্যক্তিদেরকে নিউ মার্কেট থানায় (New Market Thana) নিয়ে আসা হয়। আমিন (Amin)-এর পরিবার *থানার* একজন সাফাইকর্মীর কাছ থেকে এটি জানতে পারেন। পরিবারটি তাড়াতাড়ি *থানায়* যান এবং আমিন (Amin)-কে চিনতে তাঁদের কষ্ট হয়, কারণ তিনি মারাত্মকভাবে আহত ছিলেন। শাহনাজ (Shahnaz) হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-কে জানান:

> তিনি মেঝেতে পড়েছিলেন এবং তাঁর রক্তপাত হচিছল, তাঁর মুখ এতটাই ফুলে গিয়েছিল যে, তাঁকে অন্যরকম দেখাচিছল। আমি খুব কষ্ট করে তাঁকে চিনতে পারি। তিনি এমনকি কোন চিকিৎসাও গ্রহণ করছিলেন না। আমি তাঁর জন্য ব্যান্ডেজ ও অ্যানিটবায়োটিক ওষুধ কেনার জন্য দৌড়ে বাইরে যাই।

শাহনাজ (Shahnaz) বলেন যে, অন্যান্য বেডে থাকা আটক ব্যক্তিদের অবস্থাও একইরকম ছিল।

শাহনাজ (Shahnaz)-এর কথা অনুযায়ী, আমিন (Amin)কে ১৬ই এপ্রিল আদালতে পেশ করা হয়। চারজন লোককে তাঁকে ধরে দাঁড় করাতে হয়েছিল, কারণ তিনি নিজে দাঁড়াতে পারছিলেন না। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর অবস্থা দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দেন যে, আমিন (Amin)-কে যাতে ঢাকা সেনট্রাল জেলের হাসপাতালে নিয়ে যাওয় হয়, যেখানে তিনি এক বছরের বেশী সময় ধরে ছিলেন।

আমিন(Amin)-কে বিডিআর (BDR)-এর আদালতে বেকসুর খালাস করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে আনা ফৌজদারী মামলার বিচারটি ২০১১-এর মাঝামাঝি সময়ে শুরু হয়, যেখানে তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়। তাঁর আইনজীবী অনেকবার তাঁর জামিনের আবেদন করেন, কিন্তু প্রতিবার আবেদনটিকে বাতিল করা হয়।[71]

মোহাম্মদ আবদুল জলিল শেখ (Mohammad Abdul Jalil Sheikh)-এর কেস

শেখ (Sheikh)-কে ২০০৪ সালে পদোন্নতি করে ডিএডি (DAD) পদে আসীন করা হয় এবং বিদ্রোহের সময় তিনি পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকের হাসপাতাল কোয়ার্টারমাস্টার ছিলেন। তিনি পিলখানা (Pilkhana) পারিবারিক কোয়ার্টারে তাঁর পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন। যখন বিদ্রোহটি শুরু হয়, তিনি দরবার হলের উৎসবটিতে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বিদ্রোহ চলাকালীন আহত হয়েছিলেন এবং তাঁকে সেইদিন পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি পরিবারকে জানান যে, অন্যান্য বিডিআর (BDR) সৈনিকরা তাঁকে প্রচন্ড মারধর করেন যারা চাইছিল যে, তিনি এবং অন্যান্য ডিএডি (DAD)-রা যাতে তাদের হয়ে প্রধানমনত্রীর সাথে আলোচনা করতে যান। শেখ (Sheikh) নয়দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সেই সময় তাঁর ভাল চিকিৎসা হয়েছিল বলে তিনি জানান।

তাঁর স্ত্রী, রুবিয়া বেগম (Rubiya Begum)-এর কথা অনুযায়ী, তাঁর সেরে ওঠার পর তিনি অর্ন্তহিত" হয়ে যান। দুই মাস পর, তাঁর পরিবার জানতে পারেন যে, তাঁকে র‍্যাব (RAB) ও সেনা গোয়েন্দা ঢাকা (Dhaka)-র র‍্যাব-১ (RAB-1)-এর অফিসে নিয়ে যায়। তাঁর ছেলে, মোহাম্মদ রাহিবুল ইসলাম (Mohammad Rahibul Islam), হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-কে জানান যে, ঐ দুই মাসে শেখ (Sheikh)-এর ওপর মারাত্মক অত্যাচার করা হয়েছিল:

[71] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া শাহনাজ আমিন (Shahnaz Amin)-এর সাক্ষাৎকার, ২রা জুন, ২০১১.

> আমার আব্বার তা নিয়ে আমার সাথে কথা বলতে সমস্যা হচ্ছিল, তা মনে করা তাঁর পক্ষে তখনও খুব যন্ত্রণাদায়ক ছিল। তিনি আমাকে জানান যে, তাঁকে সিলিং থেকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হত এবং নিয়মিত মারধর করা হত, তাঁর হাত ও পায়ের সমস্ত নখগুলো তুলে ফেলা হয়েছিল এবং তাঁকে বৈদ্যুতিক শকও দেওয়া হত।

শেখ (Sheikh) জানিয়েছেন যে, তাঁকে বেশীর ভাগ সময় চোখ বেঁধে রাখা হত। তিনি বলেছেন যে, তিনি টয়লেটে বা নাপিতের কাছে যাওয়ার সময় বুঝতে পারতেন তিনি র‍্যাব-১ (RAB-1)-এ ছিলেন। শেখ (Sheikh) তাঁর পরিবারকে জানান যে, তাঁর সাথে আরো ১০-১২ জন বিডিআর (BDR) সৈনিককেও আটকে রাখা হয়েছিল এবং তাঁদের সাথে একই রকম আচরণ করা হত।

এপ্রিলের শেষের দিকে, বিদ্রোহের একজন পরিকল্পনাকারী হিসেবে শেখ (Sheikh)-কে ফৌজদারী ধারায় অভিযুক্ত করা হয়। অভিযুক্ত করার পর, তাঁকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয় যেখানে তিনি রয়েছেন। এরপর থেকে তাঁর দুটো পা-ই অসাড় হয়ে যায়। তাঁর উপর হওয়া অত্যাচারের কারণে, তাঁর মূত্রথলী বা মলত্যাগের উপর তাঁর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তাঁর আত্মীয়স্বজনদের কথা অনুযায়ী, তিনি স্মৃতিভ্রমতা এবং মারাত্মক অবসাদ থেকে ভুগছিলেন।[72]

নাসরুদ্দিন খান (Nasruddin Khan)-এর কেস

নাসরুদ্দিন খান (Nasruddin Khan) একজন ডিএডি (DAD) ছিলেন যিনি বিদ্রোহের সময়ে পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকে মোতায়েন ছিলেন। খান (Khan) দরবার হলের উৎসবের বসার ব্যবস্থার তদারকির দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী, নার্গিস নাসির (Nargis Nasir) হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-কে জানান যে, যখন গোলাগুলি শুরু হয় তিনি তাঁকে খোঁজার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছাতে ব্যর্থ হন। তিনি বলেন যে, খান (Khan) ২৫শে ফেব্রুয়ারি রাত ৯টার দিকে অবশেষে তাঁর মোবাইল ফোন থেকে তাঁকে ফোন করেন। তিনি বলেন যে, পুরো ব্যাপারটি "একটি গন্ডগোলে" ভরা ছিল।

নার্গিস (Nargis) বলেছেন যে, খান (Khan) তাঁকে বলেছিলেন, বিডিআর (BDR) সৈনিকরা প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করার জন্য তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি তাঁদের দাবীতে সম্মত হননি। তিনি বলেছেন যে, তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বলবেন যে, বিডিআর (BDR)-এর সেনাবাহিনীকে প্রয়োজন এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, এজন্য তাঁর পক্ষে বিডিআর (BDR) ব্যারাকে ফিরে আসা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তিনি যা বলতেন তা ছিল বিডিআর (BDR)-এর সৈনিকদের দাবীর ঠিক

72 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া মোহাম্মদ রাহিবুল ইসলাম (Mohamed Rahibul Islam)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ৩রা জুন, ২০১১; হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া রুবিয়া বেগম (Rubiya Begum)-এর সাক্ষাৎকার, ৩রা জুন, ২০১১.

উল্টোটি। খান (Khan) কিছুক্ষণ পর তাঁর স্ত্রীকে ফোন করেন। তিনি তাঁকে জানান যে, তিনি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে যাচেছন, কারণ তাঁর পক্ষে বিডিআর (BDR) ব্যারাকে নিরাপদভাবে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। তিনি বলেন যে, তিনি কয়েকজন র‌্যাব (RAB) অফিসারের সাথে আছেন যারা তাঁকে র‌্যাব (RAB) হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন।

সেই রাতের পর থেকে খান (Khan)-এর পরিবারের সাথে তাঁর সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। ১৮ই এপ্রিলে, দুপুরের দিকে, তাঁর স্ত্রী একজন পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে একটি ফোন কল পান যিনি তাঁকে তখনই শ্যামলী কিডনী হসপিটালে (Samoli Kidney Hospital) যেতে বলেন। তিনি তাড়াতাড়ি সেখানে যান এবং দেখেন যে, খান (Khan) মারাত্মক অবস্থায় রয়েছেন:

> আমি তাঁকে চিনতে পারছিলাম না, তাঁর শরীর আর মুখ ফুলে গিয়েছিল, তাঁর মুখে একটি অক্সিজেন মাস্ক লাগানো ছিল এবং তাঁর দুটি কিডনীই বিকল হয়ে পড়েছিল। এর আগে আমার স্বামীর কোন স্বাস্থ্য সমস্যা, কিডনীর কোন সমস্যা, কোন রক্তচাপের সমস্যা, কিছুই ছিল না। তিনি একজন অ্যাথলেট ছিলেন এবং খুবই ফিট ছিলেন।

নার্গিস (Nargis) বলেন যে, ডাক্তার ডায়ালিসিস চিকিৎসা করতে বলেন এবং কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর অবস্থার উন্নতি হয়। খান (Khan)-কে পরীক্ষাকারী ডাক্তারদের একজন তাঁর স্ত্রীকে জানান যে, বৈদ্যুতিক শক দিয়ে করা অত্যাচারের জন্য কিডনীর সমস্যাগুলো হয়েছিল। তিনি তাঁকে আরো জানান যে, তাঁকে যখন নিয়ে আসা হয়েছিল, তাঁর সারা শরীরে অত্যাচারের চিহ্নগুলো ছিল। ডাক্তার পোড়ার আঘাত ও ভাঙ্গা পা, হাত ও আঙ্গুল থাকার কথা বর্ণনা করেন। খান এখন ক্রাচের সহায়তা ছাড়া হাঁটতে পারেন না।

খান (Khan)-এর অবস্থার উন্নতি হওয়ার পর, তিনি তাঁর স্ত্রীকে র‌্যাব (RAB)-এর হাতে তাঁর উপর হওয়া অত্যাচারের বর্ণনা দেন। তাঁর স্ত্রী হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-কে বলেন:

> তাঁকে সিলিং থেকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হত, মারধর করা হত এবং তাঁকে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হত। তিনি বলেছেন যে, তিনি যখন সংজ্ঞা হারাতেন সেই সময়টা তাঁর ভাল লাগত, কারণ সেটিই একমাত্র সময় ছিল যখন তিনি একটু রেহাই পেতেন। আমার মনে হয়েছিল যে, আমি এমন একজন লোকের সাথে কথা বলছি যাকে আমি চিনি না, তিনি সবমিলিয়ে আচছন্ন ও বিভ্রান্ত ছিলেন।

খান (Khan) তাঁর স্ত্রীকে বলেন যে, র‍্যাব (RAB) হেডকোয়ার্টারে তাঁর ওপর অত্যাচার হয়েছিল, কখনো কখনো তাঁর চোখের বাঁধন খোলা হলে তিনি দেখতে পেতেন। তিনি কোন অত্যাচারকারীকে চিনতে পারেননি, তবে তিনি তাঁর স্ত্রীকে জানান যে, তিনি প্রত্যেকবার অনেকগুলো বিভিন্ন কণ্ঠস্বর শুনতে পেতেন।

খান (Khan)-এর স্ত্রী বলেছেন যে, কিডনী হাসপাতালে তাঁর ভর্তির কাগজপত্রে দেখা গিয়েছে যে, তাঁকে র‍্যাব (RAB) সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। ঢাকা সেনট্রাল জেলে আটকে রাখার আগে তাঁকে সেই হাসপাতাল থেকে অন্য অনেকগুলো হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তিনি এখন সেই জেলেই আছেন। খান (Khan) এখন বিডিআর (BDR)-এর নেতৃত্বকে ছুঁড়ে ফেলার ষড়যনত্র করার ফৌজদারী ধারার আওতায় আনা অভিযোগগুলোর সম্মুখীন হচেছন।[73]

নুলামিন সরদার (Nulamin Sardar)-এর কেস

নুলামিন সরদার (Nulamin Sardar) একজন অ্যাসিস্টেনট *হাবিলদার (Habildar)* ছিলেন, যা হল একটি নিম্নপদের অ-কমিশনকৃত অফিসার পদ এবং তিনি বিদ্রোহের সময় পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকে অপারেশন্স ট্রেনিং প্রোগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন। বিদ্রোহের দিন, তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে দেখা করতে হাসপাতালে যান, যাঁর চিকিৎসা সেখানে হচিছল। তিনি তাঁর সাথে থেকে সকালের নাস্তা করেন এবং এরপর ব্যারাকে কাজে ফিরে যান। সকাল ৯:৩০টার দিকে, তিনি তাঁর ছেলেকে ফোন করেন এবং তাঁকে নিরাপদে থাকতে বলেন এবং জানান যে, কাজের জায়গায় ঝামেলা তৈরী হয়েছে। তিনি এরপর তাঁর স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে আসার জন্য হাসপাতালে যান। তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বাড়িতে সন্ধ্যাটি কাটান।

সরদার (Sardar) ২২শে এপ্রিল তাঁর গ্রেফতারের আগে পর্যন্ত পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকে কর্মরত ছিলেন। তিনি তাঁর ছেলেকে ফোন করেন এবং তাঁকে পরিবারের দেখাশোনা করতে বলেন এবং জানান যে, তাঁকে গ্রেফতার করা হচেছ এবং মালিবাগের ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন (Criminal Investigation Division) (সিআইডি (CID))-এ নিয়ে যাওয়া হচেছ। তিনি বলেছিলেন যে, পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছিল। কয়েক দিন পর, একজন পুলিশ অফিসার তাঁর পরিবারকে ফোন করেন এবং তাঁদের জানান যে, সরদারকে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পেশ করা হবে এবং তাঁরা তাঁর সাথে দেখার করার জন্য আদালতে যেতে পারেন।

পরিবারটি যখন আদালতে যায়, তাঁরা সরদার (Sardar)-এর সাথে কথা বলতে সমর্থ হন। তিনি তাঁদেরকে জানান যে, তাঁর ওপর অত্যাচার করা হচেছ। তিনি বলেন যে, দিনের পর দিন তাঁর চোখ বেঁধে রাখা হত এবং সিলিং থেকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হত। তাঁর ছেলে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-কে বলেনঃ

73 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া নার্গিস নাসির (Nargis Nasir)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১১.

> আমার আব্বাকে হঠাৎ খুব দুর্বল ও খুব চাপপূর্ণ দেখাতে থাকে। তাঁকে আগে কখনো এরকম অবস্থায় দেখিনি, তিনি একজন দৃঢ় মানুষ, একজন সৈনিক ছিলেন। আমার পক্ষে তাঁর এই অবস্থা দেখা কঠিন ছিল, যেন তিনি জীবনের কাছে হেরে গিয়েছেন।

শুনানির পর সরদার (Sardar)-কে ১০ দিনের জন্য রিম্যান্ডে রাখা হয়। পরিবারটি কয়েক সপ্তাহ পর পরবর্তী শুনানিতে যখন তাঁকে দেখেন, তিনি তাঁদেরকে জানান যে, অত্যাচারের প্রকৃতি আগের চেয়েও খারাপ হয়েছে। এই সময় তিনি তাঁদেরকে বলেন যে, তাঁর যৌনাঙ্গে ৫-৬ বার বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন যে, আরো অত্যাচার এড়ানোর জন্য তিনি পুলিশের কাছে একটি বিবৃতি প্রদান করেছেন।

সরদার (Sardar)-কে বিডিআর (BDR) বিদ্রোহ আইন এবং এক্সপ্লোসিভ সাবসট্যান্সেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী অভিযুক্ত করা হয়। তিনি পরের অভিযোগটির জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন। তাঁর একজন আইনজীবী ছিল, কিন্তু পরিবারটি বলেন যে, আইনজীবী মামলাটি প্রস্তুত করার জন্য সরদার (Sardar)-এর সাথে খুব কমই দেখা করতে পেরেছিলেন। তাঁর আইনজীবী উকিল-মক্কেলের গোপনীয়তার কারণ দেখিয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে কথা বলতে প্রত্যাখ্যান করেন।[74]

কামরুল হাসান (Kamrul Hasan)-এর কেস

কামরুল হাসান (Kamrul Hasan) বিদ্রোহের সময় পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকে কর্মরত ছিলেন। তাঁর পরিবার ১৮ই মার্চের আগে পর্যন্ত তিনি বিদ্রোহের পর কোন অসুবিধার সম্মুখীন হচেছন কি না সে সম্পর্কে জানতেন না, ঐদিন তাঁর মা আলেমা আক্তার (Alema Akhter) এবং তাঁর স্ত্রী শামিমা আক্তার (Shamima Akhter) কামরুল (Kamrul)-এর কাছ থেকে ফোন কল পান। তিনি দুজনেকেই আলাদা আলাদাভাবে বলেন যে, তাঁকে আগের দিন র‍্যাব (RAB) অফিসাররা গ্রেফতার করে এবং এখন তিনি চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (Dhaka Medical College)-এ আছেন। তাঁর মা ও স্ত্রী দুজনেই তাঁর সাথে দেখা করার জন্য তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে যান এবং সেখানে গিয়ে দেখেন যে, তিনি মারাত্মকভাবে আহত আছেন এবং তিনি প্রায় কথাই বলতে পারছেন না।

আলেমা আক্তার (Alema Akhter)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, কামরুল তাঁদের জানান যে, তাঁর গ্রেফতারের পর র‍্যাব (RAB) তাঁর উপর অত্যাচার করে। তিনি জানান যে, তাঁকে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয়, তাঁর মাথা দেয়ালে ঠুকে দেওয়া হয় এবং পায়ের পাতায় মারা হয়। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেন যে, তাঁর যৌনাঙ্গে এবং মাথায় বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয়। যখন এই মহিলারা তাঁর সাথে হাসপাতালে দেখা করতে যান, কামরুল (Kamrul)-এর শরীরে একটি ইউরিন ক্যাথিটার লাগানো ছিল, তাঁর মা

[74] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া এস এম নাসরুদ্দিন (S M Nasruddin)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১১.

জানান যে, তিনি তাঁর মূত্রে রক্ত দেখেছিলেন। তাঁর মা ও স্ত্রী উভয়েই জানান যে, কামরুল (Kamrul) তাঁর আঘাতগুলোর জন্য সেই সময় হাঁটতে পারছিলেন না এবং তাঁকে দেখে "মানসিক ভারসাম্যহীন" মনে হচ্ছিল।

তাঁর আঘাতগুলোর জন্য, কামরুল (Kamrul)-কে পরের কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন হাসপাতালগুলোতে গুলিতে স্থানান্তরিত করা হয়। অবশেষে, র‌্যাব (RAB) তাঁকে হাসপাতালগুলো থেকে ঢাকা সেনট্রাল জেল (Dhaka Central Jail)-এ নিয়ে যায়, যেখানে তিনি এখন তাঁর বিচারের রায়ের প্রতীক্ষায় আছেন।[75]

কাচিং মার্মা (Kaching Marma)-র কেস

কাচিং মার্মা (Kaching Marma) বিদ্রোহের সময় বাংলাদেশ (Bangladesh)-এর উত্তরাংশে রংপুর (Rangpur)-এর লালমনিরহাট (Lalmonirhat)-এর বিডিআর (BDR) ব্যারাকে নিযুক্ত ছিলেন। বিদ্রোহের কিছুদিন পর, মার্মা (Marma) ঢাকা (Dhaka)-র পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকে যান, যেখানে তিনি কাজের জন্য রিপোর্ট করেন এবং তাঁর পরিবারের ভাষ্য অনুযায়ী, ৩১শে মে, ২০০৯ পর্যন্ত কোন সমস্যা ছাড়াই সেখানে ছিলেন। পরে তিনি তাঁর মা নিং লাউ মার্মা (Ning Lau Marma)-কে যেরকম বলেন যে, সেইদিন পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকের পুলিশ অফিসাররা তাকে গ্রেফতার করে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে মালিবাগস্থ (Malibagh) সিআইডি(CID)-র অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়।

তাঁকে সিআইডি (CID) অফিস থেকে ঢাকা সেনট্রাল জেল (Dhaka Central Jail)-এ স্থানান্তরিত করার পর তাঁর মা তার সাথে ফোনে কথা বলেন এবং তাঁর মায়ের ভাষ্য অনুযায়ী, জিজ্ঞাসাবাদকালে মার্মা (Marma)-কে প্রচন্ড মারধর ও অত্যাচার করা হয়। তিনি তাঁর মাকে জানান যে, সিআইডি (CID) অফিসাররা তাঁর মাথায় বৈদ্যুতিক শক দেন। তিনি বলেন যে, তাঁর পায়ের পাতাগুলোতে মারা হয়। তাঁর মাসী ক্রাজাইমার্মা (Krazai Marma) বলেন যে, কাচিং (Kaching) তাঁকে বলেছে যে, তার উপর অত্যাচার করা হয়েছে, কিন্তু সে এর বিবরণ নিয়ে কথা বলতে উৎসাহী ছিল না।

অধিকার (Odhikar) পুলিশের একজন সুপারিটেন্ডেনট, আবদুল কাহার আকনদ (Abdul Kahar Akand)-এর সাক্ষাৎকার নেয় এবং তিনি নিশ্চিত করেন যে, মার্মা (Marma)-কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পিলখানা (Pilkahana) থেকে সিআইডি (CID) অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যদিও তিনি কোন অত্যাচারের কথা অস্বীকার করেন। আকনদ (Akand) বলেন যে, মার্মা (Marma)-কে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর, সিআইডি (CID) তাঁকে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হাজির করে এবং এরপর তাঁকে ঢাকা সেনট্রাল প্রিজন (Dhaka Central Prison)-এ পাঠানো হয়, যেখানে তিনি বিচারের প্রতীক্ষায় আছেন।[76]

---

75 অধিকার (Odhikar)-এর সাক্ষাৎকারগুলি, ঢাকা (Dhaka), (তারিখ পাওয়া যায়নি)।

76 অধিকার (Odhikar)-এর সাক্ষাৎকারগুলি, ঢাকা (Dhaka), (তারিখ পাওয়া যায়নি)।

সিপাহী আল মাসুম (Sepoy Al Masum)-এর কেস

সিপাহী আল মাসুম (Sepoy Al Masum) বিদ্রোহটি চলাকালীন পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকে কর্মরত ছিলেন। তিনি খুব দ্রুত জায়গাটি থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন, কিন্তু সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর ফিরে আসেন। তাঁর মা, রাজিয়া (Raziya) বলেন যে, সে যদি ভুল কিছু করত, তিনি তাকে লুকিয়ে রাখতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু সে তাঁকে আশ্বাস দেয় যে, বিদ্রোহে তার কোন হাত ছিল না এবং সেজন্য কোন সমস্যা হবে না।

আল মাসুম (Al Masum) ৭ই মার্চ তারিখে সিআইডি (CID)-র হাতে গ্রেফতারের আগে পর্যন্ত, আরো কয়েক দিন পিলখানা (Pilkhana)-য় কাজ করতে থাকেন। তাঁর এবং আরো দুজনের গ্রেফতারের খবর স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল।[77] তিনি পরে তাঁর মাকে জানান যে, সিআইডি (CID) তাঁকে র‍্যাব (RAB)-এর কাছে নিয়ে গিয়েছে, কিন্তু তিনি জানাতে পারেননি সেটি র‍্যাব (RAB)-এর কোন ইউনিট ছিল।

আল মাসুম (Al Masum) রাজিয়া (Raziya)-কে জানান যে, র‍্যাব (RAB) তাঁর ওপর মারাত্মক অত্যাচার করে। তিনি বলেন তাঁর পা ও হাঁটুতে মারা হত, উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হত এবং তাঁর পায়ের পাতাতে মারা হত। তিনি তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, দীর্ঘসময় ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হত এবং তিনি একটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর করার কথাও মনে করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন এবং তাঁকে কতক্ষণ সেভাবে রাখা হত, তাঁকে কি জিজ্ঞাসা করা হত, তিনি কি স্বীকার করতেন তা তাঁর মনে নেই। তাঁর মা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-কে বলেছেন:

> তাঁর কথাবার্তা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর ছিল। তিনি বলেন যে, তিনি জানেন না যে, তারা তাঁর মুখ দিয়ে কি স্বীকার করাতে চাইছেন, তাঁর কাছে প্রশ্নগুলোর কোন মানে ছিল না। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, সে কেন একটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর করেছিল, তখন সে আমাকে জানায় যে, সে যদি স্বাক্ষর না করত, তাঁকে তারা মেরে ফেলত।

রাজিয়া (Raziya) বলেছেন যে, কয়েকদিন পর র‍্যাব (RAB) আল মাসুম (Al Masum)-কে সুরক্ষা বাহিনীর আরেকটি শাখার কাছে হস্তান্তরিত করে যা তিনি টাস্ক ফোর্স ফর ইনটারোগেশন (Task Force for Interrogation) (টিএফআই (TFI)) সেল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁকে সেখানে পাঁচ দিন রাখা হয়। তাঁর মা পরে জেলে তাঁর সাথে দেখা করতে যান এবং তিনি বলেন যে, তিনি তাঁর ছেলেকে চিনতে পারেননি।

77 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া রাজিয়া বেগম (Raziya Begum)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১১.

> সে হাঁটতে পারছিল না, তাঁর চোখগুলো ফুলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু তাঁকে দেখে আমার অন্ততঃ এক ফুট ছোট উচচতার মনে হচিছল। সে আমাকে জানায় যে, তাঁকে ইনজেকশন দিয়ে যাওয়া হত এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে যেতেন, এরপর আরো ইনজেকশন দেওয়া হত এবং তারপর মারধর করা শুরু হত।

রাজিয়া (Raziya) বলেছেন যে, তাঁর ছেলে তাঁকে তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলটি দেখিয়েছিল, যা হাতুড়ি মেরে থেঁতলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি এছাড়াও তাঁকে বলেছিলেন যে, টিএফআই (TFI) সেল তাঁকে বৈদ্যুতিক শক দিত এবং তিনি আরো কিছু বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন। তাঁর মা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর কাছে বারংবার বলেছেন যে, তাঁর ছেলের সাথে যা কিছু হয়েছে তা নিয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত দেখাত।

১৭ই মার্চ তারিখে, আল মাসুম (Al Masum)-কে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হাজির করা হয় এবং এরপর ঢাকা সেনট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রাজিয়া (Raziya)-র কথা অনুযায়ী, তাকে আরো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুই দিনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় এবং আবার মারধর ও বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয়। মাসুম এরপর আরো একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন, যেখানে তিনি বলেন যে, তিনি বিদ্রোহের সময় অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন এবং তাঁর অস্ত্র থেকে গুলি করেন। বিবৃতিটিতে এও দাবী করা হয় যে, তিনি ডিরেক্টর জেনারেলের পুলিশ ব্যাটন বা *লাঠিটি (laathi)* খুঁজে পেয়েছিলেন, যা প্রমাণ করে যে, তিনি বিদ্রোহের সময় দরবার হলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে শপথবাক্য পাঠ করে এই বিবৃতিটি স্বীকার করে নেন।

২০১১-তে তাঁর বিচারের উপসংহারে, আল মাসুম (Al Masum)-কে বিডিআর (BDR) বিদ্রোহে অংশগ্রহণের জন্য ৭ বছরের কারাবাসের সাজা প্রদান করা হয়। এক্সপ্লোসিভ সাবসট্যান্সেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আলাদা অভিযোগ আনা হয়েছে, যার শাস্তি মৃত্যুদ- পর্যন্ত হতে পারে। তাঁর মা বলেছেন যে, তাঁর কোন আইনজীবী ছিল না এবং তিনি জানতেন না যে, পরিবারটির কোন ব্যয় করা ছাড়াই তাঁর নিজের আইনজীবী পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এটি জানার পর তিনি বিনামূল্যে আইনজীবী পাওয়ার অধিকারী হন, তাঁর মা বলেন যে, তিনি ভয় পাচিছলেন, তাঁর ছেলে যদি একজন আইনজীবী পেতে সমর্থ হন, তা কর্তৃপক্ষগুলোকে আরো রাগিয়ে দিতে পারে এবং তার জন্য আরো ক্ষতি হতে পারে। যখন তাঁকে জানানো হয় যে, বাংলাদেশী ও আর্ন্তজাতিক আইন অনুযায়ী, আটকে রেখে অত্যাচার করে তাঁর ছেলেকে স্বাক্ষর করানো কোন বিবৃতিকে তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না, তখন তিনি বলেন যে, যদিও তিনি চান যে, সে যাতে বিবৃতিগুলোকে স্বাক্ষর না করে, কিন্তু এখন তিনি চান যে, অত্যাচারে মারা যাওয়ার চেয়ে অন্ততঃ সে বেঁচে থাকুক।[78]

এমএ (MA)-র কেস

[78] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া রাজিয়া বেগম (Raziya Begum)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১১.

এমএ (MA)-র বাবা পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন। পরিবারটি পরিসরটিতে থাকা কোয়ার্টারে বসবাস করত। ২৫শে ফেব্রুয়ারি সকাল প্রায় ৯:০০টার দিকে, এমএ (MA) গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পান। এমএ (MA) তা দেখার জন্য তাঁর বাবার অফিসে যান। তাঁর বাবা ছেলেকে বাড়ি ফিরে যেতে এবং নিরাপদে থাকতে বলেন। পরিবারটি বাবাকে সাথে নিয়ে পরের দিন পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাক থেকে বেরিয়ে যেতে সমর্থ হন। এমএ (MA)-র বাবা একটি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর পিলখানায় ফিরে আসেন।

২রা মার্চ তারিখে ডিজিএফআই (DGFI)-এর সদস্যরা এমএ (MA)-র বাবাকে সাথে নিয়ে সেই বাড়িটিতে আসে, যেখানে এমএ (MA) আর তার পরিবার ছিল। ডিজিএফআই (DGFI)-এর সদস্যরা যখন দরজা ঠকঠক করছিলেন তখন নিজেদের পরিচয় দেন। তারা এমএ (MA)-কে ধরেন, যে কয়টি মোবাইল ফোন দেখতে পান নিয়ে নেন এবং বলেন যে, কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার পর পরের দিন সন্ধ্যায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

পিলখানা (Pilkhana) গেটে এসে পৌঁছানোর পর ডিজিএফআই (DGFI) ইসলাম (Islam)-কে যেতে দেন। এমএ (MA)-র চোখ বেঁধে ফেলা হয়, তাঁকে আরেকটি গাড়িতে তোলা হয় এবং এরপর তা চালিয়ে র‍্যাব (RAB) হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি বলেছেন যে, তিনি তাঁর চোখে বাঁধা পট্টির ফাঁক দিয়ে দেখতে পান এবং নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচেছ। তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর কোন ধারণা ছিল না যে কি হচেছ। তিনি হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-কে বলেনঃ

> আমি বলে যাচিছলাম যে, আমি একজন ছাত্র। আমি সৈনিক নই। আপনারা কি চান? আমি একগুঁয়ে ছিলাম, আমি এক সময়ে প্রার্থনা করতে শুরু করি, কিন্তু তারা আমাকে লাথি মারেন। সে সময় আমি সত্যিই ভয় পেয়ে যাই, তারা কি ধরণের লোক যারা কাউকে প্রার্থনা করার সময় লাথি মারতে পারে? তাদের যদি আল্লার কোন ভয় না থাকে, তাহলে তাদের কোন কিছুতেই ভয় নেই।

এমএ (MA) বলেন যে, তাঁকে একটি সেলে ভরা হয়, যেখানে ডিএডি তৌহিদ (DAD Touhid), ডিএডি নাসির (DAD Nasir) এবং ডিএডি আবদুল রহিম (DAD Abdul Rahim) সহ বিডিআর (BDR)-এর অন্যান্য লোকেদের আটক রাখা হয়েছিল। লোকেদেরকে রাত ১০:০০টার দিকে কিছু খাবার দেওয়া হয়। মাঝরাতের কিছু পরেই, ৪-৫ জন লোক এমএ (MA)-কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যান। তাঁর চোখ বেঁধে রাখা হয়, যাতে তিনি এই লোকেদের চিনতে না পারেন। তিনি বলেন যে, তিনি কোন কণ্ঠস্বরই চিনতে পারেননি। সে বিদ্রোহের দিন কি দেখেছে, সে কি কি অস্ত্র চুরি করেছে, সে সেগুলোকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, সে কতজন লোককে মেরেছে এগুলো নিয়ে তাঁকে দীর্ঘসময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। যখন তিনি অস্বীকার করেন যে, বিদ্রোহের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই এবং বারবার বলেন যে, তিনি একজন ছাত্র যে

বিদ্রোহের সময় পরীক্ষা দিচ্ছিল, তখন তারা বৈদ্যুতিক শক দিতে শুরু করেন। তিনি বলেন যে, প্রথমে তারা তাঁর পায়ের দুটি বৃদ্ধাঙ্গুলে ক্লিপ লাগায়। এমএ (MA) বলেনঃ

হঠাৎ, আমি প্রচন্ড আচছন্নতা অনুভব করি এবং আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি। এরপর তাঁকে সেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

এমএ (MA)-কে চারদিন সেলে রাখা হয়। তিনি বলেন যে, এই চারদিনে তিনি তার আসন্ন পরীক্ষা সম্পর্কে মনোযোগ নিবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তিনি তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদেরকে বারবার তার রেকর্ডগুলো যাঁচাই করে দেখতে বলেন। তিনি বারংবার বলেন যে, বিদ্রোহের সময় তিনি পরীক্ষা দিচ্ছিলেন এবং তাঁর জিজ্ঞাসাবাদকারীদেরকে পরীক্ষা বোর্ডে যাচাই করতে বলেন।

> বোর্ডে গিয়ে যাচাই করার বদলে, তাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নিয়ে যেতেন, আমাকে মারধর করতেন ও চড় মারতেন। আমাকে আরেকবার বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয়, এইবার আমার পায়ের দুটি বৃদ্ধাঙ্গুল এবং যৌনাঙ্গে ক্লিপ লাগানো হয়।

এমএ (MA) বর্ণনা করেছেন যে, সেলের অন্যান্য লোকেদেরকেও একই রকমভাবে নিয়ে যাওয়া হত এবং অত্যাচার করা হত। তিনি বলেন যে, তারা যখন ফিরে আসতেন বেশীর ভাগই সহায়তা না নিয়ে হাঁটতে পারতেন না। তাঁরা একে অন্যের কাছে বর্ণনা করতেন যে, কি হচেছ। তাঁদের অনেকে বলেছেন যে, তাঁদেরকে মারধর করা হত, উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হত এবং বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হত। এমএ (MA) বলেছেন যে, তিনি সারারাত চিৎকার ও মারধরের আওয়াজ শুনতে পেতেন।

> আমি মনে করতে পারি যে, ডিএডি আবদুল রহিম (DAD Abdul Rahim)-কে সারারাত হাতে হাতকড়া লাগিয়ে সিলিং থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল, আমি জানি না যে, তিনি কিভাবে সেই রাতে বেঁচে ছিলেন, এটি এতটাই অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল।

এমএ (MA) বলেছিলেন যে, তাঁকে এক সপ্তাহের জন্য একটি সেনা ক্যানটনমেনেট নিয়ে যাওয়া হয় এবং এরপর র‌্যাব (RAB) হেডকোয়ার্টারে ফিরিয়ে আনা হয়। র‌্যাব (RAB)-এ থাকার সময়, তিনি একজন অফিসারকে পরীক্ষা বোর্ডে একটি ফোন কল করতে শোনেন, যিনি নিশ্চিত করেন যে, বিদ্রোহ চলাকালীন এমএ (MA) একটি পরীক্ষায় বসেছিলেন। তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তাঁর ওপর থেকে সমস্ত অভিযোগ তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু তিনি হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-কে যা বলেন তা হলঃ

> ভয়টি আমাকে কখনো ছেড়ে যাবে না। আমি এরকম ছিলাম না, এখন আমি সবসময় নার্ভাস থাকি, আমি ঘুমাতে পারি না, আমি স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারব না। আমাকে ভয়টা সবসময় আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে।

তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার তিনমাস পর এমএ (MA)-র বাবাকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি শুনেছেন যে, তাঁর বাবার উপর সেনা গোয়েন্দারা অত্যাচার করছে, কিন্তু তাঁর বাবার সাথে তার কোন যোগাযোগ হয়নি বা তিনি তাঁর বাবার কেসটির কোন বিবরণ পাননি।[79]

79 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া এমএ (MA)-র সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১১.

IV. *নির্ধারিত পদ্ধতি এবং ন্যায্য বিচার সংক্রান্ত উদ্বেগগুলো*

বিদ্রোহের পর থেকে, ৬,০০০-এরও বেশী বিডিআর (BDR) সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৪,০০০ জন বিদ্রোহের সময় পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকে কর্মরত ছিলেন এবং বাকী ২,০০০ জন্য বাইরের ব্যারাকগুলোতে মোতায়েন ছিলেন। নীচের সারণীটিতে পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাক থেকে ইউনিট অনুযায়ী, সামরিক বা অ-সামরিক ফৌজদারী আদালতে অপরাধী ব্যক্তিদের সংখ্যাগুলো প্রদর্শিত হয়েছেঃ

ঢাকা সদর ব্যাটালিয়ন	৮৬
৪৪তম ব্যাটালিয়ন	৬৭৫
২৪তম ব্যাটালিয়ন	৬৬৭
১৩তম ব্যাটালিয়ন	৬২২
৩৬তম ব্যাটালিয়ন	৩১০
হাসপাতাল	২৫৬
সিগনাল বিভাগ	১৮৬
রাইফেল সিকিউরিটি বিভাগ	১১৩
রেকর্ডস উইং	১১১
ঢাকা হেডকোয়ার্টার বিভাগ	৭৩৫

গ্রেফতারকৃত বেশীরভাগ বিডিআর (BDR) সৈনিকরা বিডিআর (BDR) বিদ্রোহ আইনে অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। তাঁদেরকে একটি সামরিক ট্রাইব্যুনালের সামনে বিচার করা হয়, যার প্রধান হলেন বিডিআর (BDR)-এর ডিরেক্টর জেনারেল বা তাঁর অনুপস্থিতিতে ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল। একটি বিশেষ ইউনিটের সমস্ত সদস্যকে একই সময়ে বিচার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ৪৪তম ব্যাটালিয়নের ৬৭৫ জন অভিযুক্তকে একটি আদালতকক্ষে একসাথে বিচার করা হয়।

৬,০০০ জন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির মধ্যে, ৮৫০ জন বিডিআর (BDR) সৈনিক বাংলাদেশী ফৌজদারী ধারা এবং এক্সপ্লোসিভ সাবসট্যান্সেজ অ্যাক্ট অনুযায়ীও অভিযোগগুলোতে অভিযুক্ত হয়েছেন। এই অভিযোগগুলোর কয়েকটির জন্য মৃত্যুদ- পর্যন্ত হতে পারে। এই ৮৫০ জন্য ব্যক্তির মধ্যে তিনজন হেফাজতে থাকাকালীন মৃত্যুবরণ করেন, যা স্বাভাবিক কারণে হয়েছে বলে রিপোর্টকৃত হয়েছে। বাকী ৮৪৭ জনকে ঢাকা (Dhaka)-তে একটি বিশেষভাবে নির্মিত আদালতকক্ষে একটি মামলায়

বিচার করা হয়। সরকারী অফিসাররা দাবী করেন যে, এই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ১,২৮৫ জন্য সাক্ষ্য দিয়েছেন যার মধ্যে অন্যান্য অভিযুক্ত সৈনিকরাও রয়েছেন যাঁরা বাদী কর্তৃপক্ষগুলোর কাছে বিবৃতিগুলো প্রদান করেছেন।[৪০]

এটি লেখার সময়ে, প্রায় ৫১টি বিচারের রায় প্রদান সম্পন্ন হয়েছে এবং মোট ৩,০০০ জনের বেশী ব্যক্তিকে ৪ মাস থেকে ৭ বছর পর্যন্ত কোন কারাবাসের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, যা হল বিডিআর (BDR) আইন অনুযায়ী অনুমোদিত সর্বনিম্ন ও সর্ব্বোচচ শাস্তি। ইতোমধ্যে বিচারকৃত অল্প কিছু সংখ্যককে খালাস দেয়া হয়েছে।

গণ বিচারে মৌলিক সাম্যের নীতিগুলো এবং আইন অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতি সুনিশ্চিত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। নিচে যেরকম বিবরণ দেওয়া হয়েছে যে, বিডিআর (BDR) বিদ্রোহের অনেক অভিযুক্ত জানতেন না যে, তাঁদের বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ আনা হয়েছে, এই সমস্যাটি তৈরী হয়েছে এই বিষয়টির জন্য যে, শত শত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার একটি বিচারের কার্যধারায় করা হয়েছে। অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব ছাড়া একটি বিচার পাওয়া, একটি স্বপক্ষের যুক্তি প্রস্তুত করার পর্যাপ্ত সময় পাওয়া, অভিযুক্তের বিরুদ্ধের সাক্ষী ও প্রমাণগুলোকে পরীক্ষা করা এবং বিবাদী পক্ষের সাক্ষী জোগাড় করার অধিকার, বাস্তবিকভাবে বিডিআর (BDR)-এর অভিযুক্ত পক্ষের অধিকাংশ সংখ্যকের কাছে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনকি যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তির আইনজীবী ছিল, সেখানে তাঁরা প্রত্যেকের জন্য আলাদা স্বপক্ষের যুক্তি তৈরী করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাননি।

বিদ্রোহের কেসগুলোতে , বিচারক, বাদী পক্ষের আইনজীবী, বিবাদী পক্ষের আইনজীবী এবং পুলিশ সহ পুরো বিচার ব্যবস্থার উৎসগুলোকে তাঁদের সামর্থ্যের শেষ সীমায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অনেক কেসে, একটি ব্যক্তিগত আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি প্রস্তুত করা অসম্ভব ছিল। এমনকি দৃঢ় উদ্দেশ্য থাকা বিবাদী পক্ষের আইনজীবীকেও প্রায়শঃ পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাত থাকা এত বেশী সংখ্যক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থাপিত করতে গিয়ে একটি বিশাল চাপের পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে।

বিডিআর (BDR)-এর অপরাধ বিচারে, বাদীপক্ষের মূখ্য আইনজীবী, আনিসুল হক (Anisul Huq), হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-কে বলেন যে, কিছু বিবৃতি জোর করে ও অত্যাচার করে নেওয়া হয়ে থাকতে পারে। তিনি বলেন যে, "বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক ফল হিসেবে, সুরক্ষা বাহিনীগুলোর মধ্যে প্রচন্ড আবেগ কাজ করছিল।" তিনি অবশ্য অস্বীকার করেন যে, এই বিবৃতিগুলোর কোনটিকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে, তিনি বলেন যে, তাঁকে যখন অবশেষে মামলাটির পুরো নিয়ন্ত্রণ প্রদান করা হয়, তিনি তাঁর তদন্তকারীদের নির্দেশ দেন যে, তারা যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সুরক্ষা বাহিনীগুলোর গুলির সম্পাদিত কোন ফাইল গ্রহণ করতে প্রত্যাখ্যান করেন। হক (Huq) স্বীকার করেন যে, তাঁর তদন্তকারীরা যদি অভিযুক্তকারীর করা একটি স্বীকারোক্তির অস্তিত্বের কথা জানতে পারেন, তাঁরা

---

[৪০] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া বিডিআর (BDR)-এর বিচারগুলির চিফ প্রসিকিউটর আনিসুল হক (Anisul Huq)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৪ঠা জুন, ২০১১.

পক্ষপাতিত্বমূলকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। তিনি বলেন যে, তিনি তাঁর তদন্তকারীদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁরা যদি সুরক্ষা বাহিনীগুলোর কাছে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রদানকৃত একটি পূর্বতন বিবৃতি থাকার কথা জানেন, সেক্ষেত্রে সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিবেচনা করার সময় তাদেরকে অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হবে।[81]

যেখানে আইনজীবীর আশ্বাসগুলোকে স্বাগত জানানো হয়েছে, কিন্তু এটি অস্পষ্ট যে, তাঁর নির্দেশগুলোকে কতটা পর্যন্ত অনুসরণ করা হয়েছে। অনেক পরিবার বিশ্বাস করেন যে, আগে মাদক দিয়ে স্বাক্ষর করানো বিবৃতিগুলোকে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে। তবে, কিছু অভিযুক্ত ব্যক্তির আইনজীবীরা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-কে জানিয়েছেন যে, তাদের মক্কেলদের বিরুদ্ধে আনা সাক্ষ্যপ্রমাণগুলোতে এই ধরণের বিবৃতিগুলো রয়েছে এবং তাঁদের মক্কেলরা প্রায়ই জানতেন না যে, এই বিবৃতিগুলোতে কি বলা হয়েছে।[82] বাদী পক্ষের মূখ্য আইনজীবী, বিবাদী পক্ষের এই অভিযোগের প্রতিক্রিয়ায়, জবাব দিয়েছেন যে, তিনি যদি বিবাদী পক্ষের একজন আইনজীবী হতেন, তাহলে তিনি একই প্রশ্ন তুলতেন, কিন্তু তিনি আবার অভিযোগটি অস্বীকার করেন।[83]

এমনকি যে কেসগুলোতে অত্যাচারের কোন অভিযোগ নেই, সেগুলোতেও হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch) খতিয়ে দেখেছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের এই ব্যাপারে খুব কম তথ্য প্রদান করা হয়েছে যে, তাঁদেরকে কেন গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি কি কি। অনেক পরিবার বলেছেন যে, তাঁরা একটি দীর্ঘ সময়, প্রায়ই টানা কয়েক মাস জানতেন না যে, তাঁদের স্বামী বা বাবারা কোথায় আছেন বা তাঁদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনা হয়েছে। বিডিআর (BDR) তাঁদের কোন উত্তর প্রদান করেনি, স্থানীয় কারাগারগুলোতে একবার ঘুরে এসেও নতুন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

অধিকাংশ পরিবার বলেছেন যে, তাঁরা আইনজীবী নিয়োগ করেননি এবং জানতেন না যে, তাঁদের সরকারী খরচে আইনজীবী পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আমরা পরিবারগুলোর কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিই এবং তাঁরা বলেন, যেভাবে বিচারটি চলছিল তাঁরা বিশ্বাস করতেন না যে, একজন আইনজীবী নিয়োগ করলে তাতে কোন কাজ হবে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, রাজনৈতিক কারণগুলোর জন্য, বিডিআর (BDR)-এর অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করা হবে, এটি করা হবে অনেকাংশে এই ধারণাটির কারণে যে, সরকারকে সেনাবাহিনীকে শান্ত করতে হবে।

নীচের কেসগুলো দেখাবে যে, অভিযুক্ত এবং তাদের পরিবারগুলো বিচারের কার্যধারায় তাঁদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো এবং তাদের অধিকারগুলো সম্পর্কে কতটা কম জানতেন। সবমিলিয়ে তারা গণবিচারের একটি বড়

81 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া আনিসুল হক (Anisul Huq)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৪ঠা জুন, ২০১১.

82 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া সুলতান মাহমুদ (Sultan Mahmud)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৪ঠা জুন, ২০১১.

83 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া আনিসুল হক (Anisul Huq)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৪ঠা জুন, ২০১১.

ধরণের ঘাটতিকে উপস্থাপিত করছেন যেখানে অনেক অভিযুক্তকে তাঁদের নির্ধারিত পদ্ধতি এবং ন্যায্য বিচার পাওয়ার অধিকারগুলো প্রদান করা হয়নি।

ম্যানুয়েল ডি পেরিসে (Manuel de Perise)-র কেস

ডি পেরিসে (De Perise) ১৯৭২ সালে বিডিআর (BDR)-এ যোগ দেন, প্রাথমিকভাবে তিনি সীমান্ত এলাকাগুলোতে গুলিতে একজন সাধারণ সৈনিক ছিলেন, সময়ের সাথে সাথে তিনি একসময় বিডিআর (BDR) এর ডেপুটি অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর পদে আসীন হন। বিদ্রোহের সময়, তিনি চট্টগ্রামের (Chittagong) মারিশ্যা (Marishya)-তে ৯ম রাইফেল ব্যাটালিয়নে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী বলেন যে, বিদ্রোহ চলাকালীন, তাঁর স্বামী স্থানীয় স্কুলের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি সেই সময় তাঁর সন্তানদের নিয়ে ঢাকা (Dhaka)-য় থাকতেন। তিনি ঢাকা (Dhaka)-র বিদ্রোহের ব্যাপারে জানাতে তার মোবাইল ফোনে ফোন করেন এবং তার স্বামী তাকে জানান যে, মারিশ্যা (Marishya)-তে সবকিছু শান্ত আছে এবং তিনি জানান যে, পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকে কি হচেছ সে ব্যাপারে তিনি কিছুই শোনেননি। এরপর তিনি দেখেন যে, মারিশ্যা (Marishya) ব্যারাকের কিছু সৈনিক অস্ত্রভান্ডার লুঠ করেছে কিন্তু পরে বিডিআর (BDR)-এর কম্যান্ড সমস্ত সৈনিকদেরকে অস্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলে তারা তা ফিরিয়ে দেয় এবং প্রতিশ্রুতি দেয় যে, সবকিছু ঠিকঠাক থাকবে।

ম্যানুয়েল ডি পেরিসে (Manuel de Perise) ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে কাজে ফিরে যান, তিনি তাঁর স্ত্রীকে জানান যে, তাঁর রানারকে মারধর করা হয়েছে এবং তার কাছ থেকে তাঁর সম্পর্কে তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে যে, বিদ্রোহের ব্যাপারে ডি পেরিসের কোন সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কি না, কিন্তু তিনি খুব একটা চিন্তিত ছিলেন না, কারণ তিনি একেবারেই বিদ্রোহটিতে অংশগ্রহণ করেননি। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, তিনি শুনেছিলেন, কিছু বিডিআর (BDR) কর্মী বিডিআর (BDR) সেনাদের জন্য আরো ভাল অবস্থা গুলো পেতে শাকিল আহমেদ (Shaqil Ahmed)-কে জিম্মি করার পরিকল্পনা করছে, কিন্তু তিনি গুজবটিকে গুরুত্ব দেননি।

ডি পেরিসে (De Perise) স্বাভাবিকভাবে কাজ করছিলেন, কিন্তু ১০ই মে, ২০০৯ তারিখে র‍্যাব (RAB)-এর সেনারা তাঁকে গ্রেফতার করে এবং তাঁকে রাঙ্গামাটি জেলে (Rangamati jail) নিয়ে যায় যেখানে তাঁকে ছয়মাস রাখা হয়। সেখান থেকে তাঁকে আরো ছয় মাসের জন্য বান্দরবান জেলে (Bandarbans jail) স্থানান্তরিত করা হয় এবং সবশেষে তাঁকে নোয়াখালী (Noakhali)-তে নিয়ে আসা হয়, তারপর থেকে এখনও তিনি সেখানে আছেন। তাঁর বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ আনা হয়েছে : বিডিআর (BDR) বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করা এবং দেশদ্রোহিতা করা, যা হল এমন একটি অপরাধ যার জন্য মৃত্যুদ-ও হতে পারে। তাঁর স্ত্রী বলেন যে, তাঁকে প্রথম কয়েক মাস খুব হয়রানিমূলক অবস্থায় রাখা হয়, তাঁকে সবসময় হাতকড়া ও গোড়ালিতে চেইন পরিয়ে রাখা হয়। এটি ছাড়া তিনি আর কোন খারাপ আচরণ হওয়ার কথা জানাননি।

ডি পেরিসে (De Perise)-কে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয় এবং তাঁর পরিবার কোন পেনশন বা বিডিআর (BDR)-এ এত বছর চাকরী করার পর জমা হওয়া অন্যান্য কোন সুযোগ সুবিধা পাননি। পরিবারটি তাঁর পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য একজন আইনজীবীকে নিয়োগ করেন, কিন্তু তারপর হাল ছেড়ে দেন। তাঁরা জানেন যে, তা খুব ব্যয়বহুল ছিল এবং কোন পরিস্থিতিতেই তাতে ভালো কিছু হচিছল না। তাঁর স্ত্রী বলেন যে, তাঁরা শুধু আইনজীবীদের জন্য প্রচুর অর্থ খরচ করে ফেলেন এবং এই ধরণের কেসগুলোর ক্ষেত্রে আদালতগুলো কখনো কোনরকমভাবেই তাঁদের কথা শুনত না।[84]

হাসি গোমেজ (Hasi Gomez)-এর কেস

গোমেজ (Gomez) বিডিআর (BDR)-এর একজন *নায়েক সুবেদার (Naik Subedar)*, একজন জুনিয়র কমিশনড অফিসার ছিলেন, যিনি পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকে কর্মরত ছিলেন। বিদ্রোহের আগে, তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে বিডিআর (BDR)-এর ব্যাপারে কোন অভিযোগ বা সমস্যার কথা জানাননি এবং তিনি সেখানে কাজ করে খুশী ছিলেন বলেই মনে হত। বিদ্রোহের দিন সকালে, তিনি পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকের সংলগ্ন হাসপাতালে কাজ করছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসতে বলেছিলেন কারণ সেদিন সেখানে উৎসব অনুষ্ঠিত হচিছল।

সকাল ৯:০০টায়, গোমেজ (Gomez) তাঁর স্ত্রীকে ফোন করেন এবং তাঁকে কম্পাউন্ডটিতে প্রবেশ না করতে বলেন এবং নিশ্চিত করতে বলেন যে, তাঁদের বড় মেয়েও যাতে বাইরে থাকে। তিনি বলেন যে, তিনি তাঁদের ব্যারাক কোয়ার্টারের বাড়িতে যাবেন এবং ছোট মেয়েকে দেখবেন, যে তখন বাড়িতেই ছিল। তিনি বাড়িতে দৌড়ে যান, তাঁদের ছোট মেয়েকে বের করে আনেন এবং দেয়াল টপকে পরিসরটি থেকে বেরিয়ে যান। পরিবারটি এরপর কেন্দ্রীয় ঢাকা (Dhaka)-র ফার্মগেটে (Farmgate) একজন আত্মীয়ের বাড়িতে একত্রিত হন। গোমেজ (Gomez) খুব নার্ভাস ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বলেন যে, পুরোটাই বিভ্রান্তিকর ও গন্ডগোলে ভরা ছিল, প্রচুর গোলাগুলি হয়েছে এবং অফিসাররা দৌড়াদৌড়ি করছিলেন এবং বুঝতে পারছিলেন না যে, কি করতে হবে।

রেডিও, টিভি(TV) এবং লাউডস্পীকারে বিডিআর (BDR)-এর কর্মীদেরকে তাঁদের ব্যারাকে ফিরে আসতে বলা হয় এবং আরো বলা হয় যে, শেখ হাসিনা (Sheikh Hasina) প্রত্যেকের জন্য একটি সাধারণ ক্ষমা প্রদানে সম্মত হয়েছেন, এরপর গোমেজ (Gomez) পিলখানা (Pilkhana)-য় ফিরে আসেন। এরপর প্রায় দেড় মাস পরিবারটির সাথে গোমেজে (Gomez)-র যোগাযোগ বিচিছন্ন ছিল। তাঁর স্ত্রী বিডিআর (BDR)-এর ব্যারাকগুলোতে গিয়ে খোঁজখবর করার চেষ্টা করেন এবং ঢাকা

---

84 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া জ্যাকলিন ডি প্যারিসে (Jackline de Perise)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ১লা জুন, ২০১১. হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch) জ্যাকলিন ডি প্যারিসে (Jackline de Perise)-র কাছ থেকে ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে একটি ফোন কল পায়, যখন তিনি বলেন যে, তিনি তার স্বামীর জন্য একটি জামিনের আবেদন পেশ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করা হয়।

(Dhaka)-র সমস্ত কারাগারে যান, কিন্তু কোন খবর পাননি। অবশেষে তিনি একটি গুজব শুনতে পান যে, তাঁকে টাঙ্গাইলের (Tangail) কাছে কাশিমপুর জেল (Kasimpur jail) হেফাজতে রাখা হয়েছে এবং তাঁকে সেখানে পাওয়া যায়।

গোমেজ (Gomez)-এর উপর বিদ্রোহে মদদ দেওয়া এবং অনুমতি ছাড়া ব্যারাক থেকে চলে যাওয়ার অভিযোগ আনা হয়। তাঁর স্ত্রী তাঁর জন্য একজন আইনজীবী নিয়োগ করেন, কিন্তু তাঁর স্বামী তাঁকে এটি নিয়ে চিন্তা করতে বারণ করেন কারণ এটি অর্থের একটি অপচয় হবে এবং তা কোন পরিস্থিতিতেও মামলার রায়ে কোন পরিবর্তন করতে পারবেন না। তাঁকে বিডিআর (BDR)-এর আরো ১৮০ জন অভিযুক্তের সাথে বিচার করা হয়। তাঁর স্ত্রীর সর্বোত্তম জানা মতে, সেই মামলার অন্যান্য অভিযুক্তদের খুব কম ব্যক্তিরই আইনজীবী ছিল। বিডিআর (BDR) আদালতে তাঁর বিচার চলছে।

গোমেজ (Gomez)-এর স্ত্রী জানতেন না যে, জেলে তাঁর ওপর কি ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও তিনি বলেছেন যে, তাঁর স্বাস্থ্যের খুব খারাপরকম অবনতি হয়েছিল।[85]

ফুরিদ মারাক কস্টা (Furid Marak Costa)-র কেস

কস্টা (Costa) ১৯৮৯ সালে বিডিআর (BDR)-এ যোগ দেন; বিদ্রোহের সময়, তিনি পিলখানা ব্যারাকে কর্মরত ছিলেন এবং তার পরিবার পরিসরটিতে কোয়ার্টারে বসবাস করতেন। কস্টা (Costa) বিডিআর (BDR) মিলিটারী ব্যান্ডের একজন সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন।

বিদ্রোহের দিন সকালে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে পরের দিন কাজ থেকে ছুটি নিতে বলেন, কারণ পরের দিন ব্যারাকে উৎসব উদযাপন ও একটি পার্টির পরিকল্পনা ছিল। কোন কিছুই অস্বাভাবিক ছিল না। তিনি ব্যারাকে কোন টেনশন রয়েছে বলে কখনো উল্লেখ করেননি এবং তাঁর চাকরীর অবস্থাগুলো নিয়ে কখনো অভিযোগ করেননি। তাঁর স্ত্রী সেই দিন সকালে স্বাভাবিকের মত হাসপাতালে কাজ করছিলেন। পিলখানা (Pilkhana)-য় যা হচ্ছিল সে ব্যাপারে তাঁর কানে গুজবগুলো আসতে থাকে, কিন্তু কোন কিছু নিশ্চিত ছিল না।

সেই সময় তাঁদের সন্তানরা পারিবারিক কোয়ার্টারে ছিল। তাঁর ছেলের বর্ণনা অনুযায়ী, কয়েকজন বিডিআর (BDR) সৈনিকের সাথে কস্টা (Costa) কোয়ার্টারে আসেন যারা তাঁর মাথায় একটি বন্দুক ধরে ছিল। কস্টা (Costa) এই সৈনিকদের বলেন যে, তারা তাঁর সাথে যা কিছু করতে পারেন, কিন্তু তারা দয়া করে যাতে তাঁর সন্তানদের ছেড়ে দেয়। শিশুরা কাঁদতে থাকে এবং আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং বলে যে, তারা জানে না যে, কোথায় যেতে হবে। কস্টা (Costa) তাদেরকে ৫০০ টাকা আর তাঁর মোবাইল ফোনটি দেন এবং তাঁদেরকে দেয়াল টপকে চলে যেতে বলেন এবং তাঁদের

85 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া হাসি গোমেজ (Hasi Gomez)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ১লা জুন, ২০১১.

চাচাকে ফোন করতে বলেন, যা তারা অবশেষে করেছিল। এরপর তাদের চাচা তদেরকে নিতে আসেন এবং তাদেরকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যান। কস্টা (Costa) পরে রাতের দিকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনতে সমর্থ হন এবং চাচার বাড়িতে পরিবারের সাথে একত্রিত হন।

যখন সমস্ত বিডিআর (BDR) কর্মীদেরকে ফিরে এসে রিপোর্ট করার ঘোষণাটি করা হয়, গোমেজ (Gomez) স্বেচছায় ফিরে আসেন। যখন তাঁর পরিবার তার খোঁজে যায়, তারা দেখে যে, সমস্ত বিডিআর (BDR) সৈনিকদেরকে একটি খোলা মাঠে রাখা হয়েছে এবং সেনা কর্মীরা তাদের ঘিরে রেখেছেন। তিনদিন পর, তাঁদেরকে পিলখানা (Pilkhana)-য় ফিরে আসতে দেওয়া হয়। কস্টা (Costa) বলেন যে, যদি তিনি অন্যদের বিরুদ্ধে তথ্য দেন এবং একজন সাক্ষী হতে সম্মত হন, তবে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তিনি যা জানতেন তাদের তা বলেন, যা আপাতভাবে খুব বেশী কিছু ছিল না এবং তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি বিডিআর (BDR)-এর ব্যান্ডে কাজ করতে থাকেন, কিন্তু তাঁর ব্যারাক ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেন যে, তিনি জানেন যে, অন্য সৈনিকদের ওপর অত্যাচার করা হচেছ, কিন্তু তার উপর অত্যাচার হয়নি। তিনি বা তাঁর স্ত্রী কেউই তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া মামলাটি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে জানতেন না এবং খরচের ভয়ে একজন আইনজীবী নিয়োগ করেননি।[86]

আবু কাশিম সিগদাল (Abu Kasim Sigdal)-এর কেস

সিগদাল (Sigdal) বিদ্রোহের সময় রাঙ্গামাটি (Rangamati)-র মারিশ্যা (Marishya) ব্যারাকে কর্তব্যরত ছিলেন। যখন তাঁর ছেলে, সেইদিন রাঙ্গামাটি (Rangamati)-তে কোন সমস্যা হয়েছে কি না জানার জন্য তাঁর সাথে বলেন, তিনি বলেন যে, পিলখানা (Pilkhana)-র ঘটনাগুলোর শোনার ফল হিসেবে কিছুটা টেনশন রয়েছে, তা ছাড়া বাকী সবকিছু স্বাভাবিকই রয়েছে। এরপর তিনি স্বাভাবিকের মতই মারিশ্যা (Marishya) ব্যারাকে কাজ চালিয়ে যান।

১০ই মে তারিখে আরো ৭৫ জনের সাথে সিগদাল (Sigdal)-কে গ্রেফতার করা হয়। ৭৫ জন সৈনিকের সবার একইসাথে বিচার করা হয়। সিগদাল (Sigdal)-কে বিদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়, কিন্তু তাঁর বিব্রদ্ধে কোন ফৌজদারী অভিযোগ আনা হয়নি, ফেব্রুয়ারি ২০১১-তে বিডিআর (BDR) ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিচারের রায় প্রদান করা হয় এবং তাঁকে চার মাসের কারাবাসের শাস্তি প্রদান করা হয়। তাঁর কোন আইনজীবী ছিল না এবং তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না এবং তিনি মনে করেছিলেন যে, পাথরকে নাড়িয়ে লাভ হবে না এবং সেই ভয়ে তিনি আইনজীবী নিযুক্ত করেননি যাতে তাঁকে সিস্টেমের চ্যালেঞ্জকারী হিসেবে না দেখা হয়। তাঁর ছেলে এই অনুভূতিটি বর্ণনা করেছেন যে, বিডিআর (BDR) কর্তৃপক্ষের সামনে প্রশ্ন না তুললেই ভাল হবে এবং একজন আইনজীবীকে নিয়োগ করলে অপ্রয়োজনীয়ভাবে অর্থব্যয় হবে যা তাঁরা বহন করতে পারবেন না। একই অভিযোগের সম্মুখীন হওয়া অন্যান্য

---

[86] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া স্মৃতি কস্টা (Smriti Kosta)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ২রা জুন, ২০১১.

পরিবারগুলোর মত, তার ছেলে বলেন যে, তার বাবা এই বিষয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন যে, পার্থক্য তৈরী করার মত তাঁদের কাছে করার কিছু নেই।[87]

নাসমুল হুদা চৌধুরী (Nasmul Huda Chowdhury)-র কেস

চৌধুরী (Chowdhury) ১৯৭৮ সালে বিডিআর (BDR)-এ যোগ দেন এবং বিদ্রোহের সময় তিনি পঞ্চগড়ের (Panchagarh) বিডিআর (BDR) ব্যারাকে একজন ডিএডি (DAD) হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। যেভাবে বিডিআর (BDR)-এর অ-সেনা কর্মীদের ওপর কিছুটা বঞ্চণা করা হত তা নিয়ে তিনি অনেক বছর ধরে, কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু সবমিলিয়ে তিনি তাঁর চাকরী নিয়ে খুশী ছিলেন।

চৌধুরী (Chowdhury)-র স্ত্রীর বর্ণনা অনুযায়ী, পিলখানা (Pilkhana)-র ঘটনার খবর এসে পৌঁছানোর পর পঞ্চগড় (Panchagarh) ব্যারাকে কিছু গুলিগোলা শুরু হয়। সৈনিকরা দাবী করেছিলেন যে, তাঁদেরকে যাতে অস্ত্রভান্ডারের অস্ত্র নিতে দেওয়া হয় এবং একজন সিনিয়র অফিসার আপাতভাবে তাঁদেরকে চাবি দিয়ে দিয়েছিলেন। কয়েক ঘন্টা প্রচুর গুলিবর্ষণ হয়, তবে কেউই তাতে আহত হননি। চৌধুরী (Chowdhury) ব্রিগেড কম্যান্ডারের সাথে যোগাযোগ করতে সমর্থ হন যিনি তাকে আশ্বাস দেন যে, সেনাবাহিনীর দ্বারা বিডিআর (BDR) ব্যারাকগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেওয়ার গুজবটি মিথ্যা এবং ডিএডি (DAD) হিসেবে চৌধুরী (Chowdhury) যাতে পরিস্থিতিটি শান্ত করেন। এই নিশ্চয়তা পাওয়ার পর, চৌধুরী (Chowdhury) পঞ্চগড়ের (Panchagarh) পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং অস্ত্রগুলোকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর স্ত্রীর বর্ণনা অনুযায়ী, এরপর পঞ্চগড় (Panchagarh) ব্যারাকে স্বাভাবিকভাবে কাজ চলতে থাকে।

১১ই মে চৌধুরী (Chowdhury)-কে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁকে পঞ্চগড় জেলে (Panchagarh jail) নিয়ে যাওয়া হয় এবং এই লেখাটি লেখার সময় পর্যন্ত তিনি সেখানেই আছেন। তাঁর আইনজীবী অসংখ্যবার তাঁর জামিনের আবেদন করেন, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করা হয়, একটি জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করার সময়, হাই কোর্টের বিচারক নির্দেশ করেন যে, চৌধুরী (Chowdhury)-র বিরুদ্ধে কেসটিতে ১৭টি স্থগিতাদেশ রয়েছে এবং নভেম্বর ২০১০-এও তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ধার্য করা হয়নি। পরিবারটি আশাবাদী হয়ে উঠেছিল যে, এর অর্থ হতে পারে যে, পরের জামিনের আবেদনটি হয়তো গৃহীত হবে, কিন্তু তিনি কারাগারেই রয়ে যান এবং তাঁরা জানেন না যে, তাঁর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনা হয়েছে। তারা এখন মনে করেন যে, তাঁরা তাদের শেষ সঞ্চয়ের অর্থ আইনজীবীদের ওপর খরচ করছেন এবং মনে করেন যে, তাঁদের আর নিয়োগ না করাই ভাল। বস্তুতঃ যদিও তাঁদের একজন আইনজীবী ছিল, কিন্তু পরিবারটি জানান যে, চৌধুরী

[87] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর শোলা (Mohamed Jahangir Sholah)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ২রা জুন, ২০১১.

(Chowdhury)-র কোন ধারণাই ছিল না যে, তাঁর বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ আনা হয়েছে কারণ কাগজপত্র এবং চার্জশীটগুলো দেখতে দেওয়া হত না।[৮৮]

বাবুল সাংমা (Babul Sangma)-র কেস

সিস্টার তৃষা (Sister Trisha)-র ভাই বাবুল সাংমা (Babul Sangma), বিদ্রোহের পরদিন মেরি কনভেন্টে আসেন। সিস্টার তৃষা (Sister Trisha) সেই সময় কনভেন্টে ছিলেন না এবং তিনি সেইদিনের ঘটনাবলী নিয়ে অনেক সন্ন্যাসিনীর সাথে কথা বলেন। তিনি বিভিন্ন সন্ন্যাসিনীকে যা বলেন, তা অনুযায়ী, বিদ্রোহ শুরু হওয়ার সময়, সাংমা (Sangma) দরবার হলের উৎসবে পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকের ব্যান্ডে বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছিলেন। এই বর্ণনাটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর, কারণ মনে হয়েছে যে, সাংমা (Sangma)-কে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং যদিও তিনি তা করতে চাননি, তিনি একটি রাইফেল তুলে নেন এবং বাতাসে একটি গুলি করে ভান করেন যে, তিনি নির্দেশ পালন করছেন। তিনি রাতে ব্যারাক ছেড়ে যেতে সমর্থ হন এবং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আগে পর্যন্ত কনভেন্টটিতে এবং কিছু গেস্টহাউজে থেকে যান। তিনি এরপর পিলখানা (Pilkhana)-য় ফিরে আসেন এবং তাঁকে তখন গ্রেফতার করা হয় এবং তারপর কাশিমপুর জেলে (Kasimpur jail) নিয়ে যাওয়া হয়, এপ্রিল ২০০৯ থেকে তিনি সেখানেই আছেন।

সিস্টার তৃষা (Sister Trisha) বলেন যে, সাংমা (Sangma)-কে দেখে মনে হয়নি যে, তাঁর ওপর খারাপ আচরণ করা হচেছ, শুধু তাঁর খাবারের ব্যাপারে অভিযোগ ছিল। তারা জানতেন যে, সাংমা (Sangma)-র একজন আইনজীবী পাওয়ার অধিকার রয়েছে, কিন্তু প্যারিশের প্রধান ফাদার লরেন্স (Father Lawrence) তাঁদেরকে অপেক্ষা করতে বলেন, কারণ তিনি শুনেছিলেন যে, তাতে কোন পার্থক্য হবে না এবং তাতে শুধু অর্থ নষ্ট হবে। পরিবারটি এবং সাংমা (Sangma) বিচারে তাঁর ওপর আনা অভিযোগগুলো সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। সাংমা (Sangma)-কে তাঁর কর্তব্যস্থান ছেড়ে চলে আসার জন্য বিডিআর (BDR) বিদ্রোহ আইন অনুসারে অভিযুক্ত করা হয়।[৮৯]

আবুল কাশিম মজুমদার (Abul Kasim Majumdar)-এর কেস

মজুমদার (Majumdar) বাংলাদেশ (Bangladesh)-এর পূর্বাংশে, বিডিআর (BDR)-এর খাগড়াছড়ি (Khagrachhari) ব্যারাকে ডিএডি (DAD) হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।

---

88 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া জাহিদা পারভীন (Zaheeda Parvin)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৩রা জুন, ২০১১.

89 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া সিস্টার তৃষা (Sister Trisha)-র সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৬ই জুন, ২০১১. হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch) সাংমা (Sangma)-র সাথে কথা বলা অন্যান্য সন্ন্যাসিনীদেরও সাক্ষাৎকার নেয়, যাদের সবাই আলাদা আলাদাভাবে সিস্টার তৃষা (Sister Trisha) বর্ণনাটিকে নিশ্চিত করেছেন। তারা নাম গোপন রাখতে বলেছেন।

বিদ্রোহের সময়, তাঁর পরিবার ঢাকা (Dhaka)-তে ছিলেন, পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকে পারিবারিক কোয়ার্টারে বসবাস করতেন। পিলখানা (Pilkhana)-য় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার পর পরিবারটি যখন তাঁকে কল করেন, তিনি তাঁদের জানান যে, সেনাবাহিনী ব্যারাকগুলোকে আক্রমণ করতে চলেছে এই গুজবটি শোনার পর কিছু সৈনিক খাগড়াছড়ি (Khagrachhari)-র অস্ত্রভান্ডার লুঠ করেছে। সেই সময়ে তিনি ঐ ব্যারাকগুলো সবচেয়ে সিনিয়র অফিসার ছিলেন।

পরের দিন তিনি তাঁর পরিবারকে জানান যে, সবকিছু ঠিক আছে এবং ১৪ই মে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করার আগে পর্যন্ত সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল। তাঁকে খাগড়াছড়ি (Khagrachhari)-র স্থানীয় জেলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বলা হয় যে, তিনি যদি বিদ্রোহের জন্য দায়ী অন্যান্য ডিএডি (DAD)-দের ব্যাপারে তথ্য দেন, তাহলে তাঁকে কিছু করা হবে না। পরিবারটি তাঁর গ্রেফতারের কথা জানতে পারে এবং তাঁর সাথে দেখা করতে সমর্থ হয়। তাঁরা জানতেন না যে, তাঁর ওপর কি কি অভিযোগ আনা হয়েছে এবং খুব সম্প্রতি জামিনের আবেদন করার জন্য তাঁর একজন আইনজীবী নিযুক্ত করেন। তারপর থেকে আবেদনটি বাতিল করা হচেছ এবং তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, কেসটির ব্যাপারে তথ্যাবলী সংগ্রহ করতে উকিলকে খুব সমস্যার মুখোমুখি হতে হচেছ। তাঁরা চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁরা অর্থহীনভাবে টাকা খরচ করছিলেন কি না। অন্যান্য পরিবারগুলির মত, তাঁরা সরকার-নিযুক্ত আইনজীবীদেরকে বিশ্বাস করার ব্যাপারে তাঁদের উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, তাঁরা সরকারের নিযুক্ত একজন আইনজীবী নিয়োগ করার বদলে বরং কোন আইনজীবী না থাকাকেই বেছে নেবেন।[৭০]

* * *

এই কেসগুলো প্রদর্শন করেছে যে, কেসগুলো ব্যাপারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে তথ্যাবলীর ঘাটতি ছিল, যা তাঁরা ন্যায্য শুনানি পাচেছন কি না, তা তাঁদের পক্ষে জানাকে অসম্ভব করে তুলেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আনা কেসগুলো সম্পর্কে তাদের কাছে তথ্যের ঘাটতি থাকা, যার মধ্যে সরকারী খরচে উপস্থাপিত হওয়ার অধিকারটিও অর্ন্তভুক্ত রয়েছে, তা এই ব্যাপারে বড় ধরণের উদ্বেগগুলো তৈরী করেছে যে, এই অভিযুক্তদের কারো ক্ষেত্রে একটি ন্যায্য বিচার পাওয়ার সাংবিধানিক অধিকারটি পালন করা হয়েছে কি না।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch) অভিযুক্তদের হয়ে কাজ করা বিবাদী পক্ষের বেশ কিছু সংখ্যক আইনজীবীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে, একজন আইনজীবী, মোঃ সুলতান মাহমুদ (Md. Sultan Mahmud)। পরিস্থিতিটিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন:

> আমি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে কাজ করি এবং ৩০০০ জন্য গ্রেফতারকৃত *জওয়ানকে* যেদিন নিয়ে আসা হয় সেদিন সেখানে ছিলাম। তাঁরা আমাদের আইনজীবীদের দিকে চিৎকার করে বলছিলেন যে, তাদের

---

৭০ হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া মনোয়ারা বেগম (Manohara Begum)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৭ই জুন, ২০১১.

> সহায়তা প্রয়োজন। আমি আদালতে দেখেছিলাম যে, তাঁরা ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁদের আঘাতগুলো দেখাচিছলেন এবং বলছিলেন যে, তাঁদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে; আমি তাঁদের শরীরের অত্যাচারের জন্য হওয়া চিহ্নগুলো দেখেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল যে, আমার তাঁদের জন্য কিছু করা উচিত। প্রথমদিকে, আমি ১৬০০ জন *জওয়ানকে* আমার মক্কেল হিসেবে গ্রহণ করি, কিন্তু আমি শুধু তা সামলাতে পারছিলাম না। আমি আরো কিছু বিবাদী পক্ষের আইনজীবীর সাথে কথা বলি যারা এই কেসগুলোর কয়েকটি নিতে সম্মত হন। এই মুহূর্তে, আমি ৩৫০ জন অভিযুক্তকে উপস্থাপিত করছি। [91]

মাহমুদ (Mahmud) হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-কে, তিনি তার মক্কেলদের প্রাথমিক সাক্ষাৎকারগুলো থেকে যা জানতে পেরেছিলেন তা জানান। তিনি বলেন যে, ১৬০০ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির সবাই জানিয়েছিলেন যে, সেনা গোয়েন্দারা তাঁদেরকে বলেছিল, তাঁরা যদি অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রদান না করেন, তাহলে তাঁদেরকে দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে।[92]

মাহমুদ (Mahmud) আইনী কার্যধারাগুলোকে বিশালভাবে অন্যায্য বলে বর্ণনা করেছেন এবং উপরোক্ত অভিযুক্তদের চিহ্নিত অনেক সমস্যার কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, বাদী পক্ষ তাঁর মক্কেলদের বিরুদ্ধে আইনী কার্যধারা শুরুর আগে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনা প্রমাণগুলোকে প্রকাশ করেনি, যা তাঁরা আইন অনুযায়ী করতে বাধ্য ছিলেন।

বিবাদী পক্ষের আরেকজন উকিল, সানাউলস্নাহ মিয়া (Sanaullah Miah), হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-কে বলেন যে, অভিযোগগুলো বুঝতে পারা বাস্তবে অসম্ভব ছিল। ফৌজদারী বিচারের চার্জশীটগুলো প্রায় ৮,৫০০ পৃষ্ঠা দীর্ঘ হত এবং তাতে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কোন বিবরণ থাকত না এবং তাতে খুব বেশী পরিমাণে পদ্ধতিগুলো থাকত।[93]

বিবাদী পক্ষের তৃতীয় আরেকজন আইনজীবী, আমিনুল ইসলাম (Aminul Islam), বলেন যে, চার্জশীটটি খতিয়ে দেখার পর, তিনি এমন একজন সাক্ষীকেও খুঁজে পাননি যার কাছে তাঁর উপস্থাপিত অনেক মক্কেলের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ রয়েছে এবং তিনি বাদী পক্ষকে অনেকবার অভিযোগ নির্ধারণকারী সাক্ষীর বিবৃতিগুলো ও তাঁদের কাছে থাকা প্রমাণগুলো তাঁকে দেওয়ার জন্য বলেছেন। তিনি এখনও এই উপকরণগুলো পাননি। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, কিভাবে বাদী পক্ষের কাছ থেকে কোন সহযোগিতা ছাড়া, তিনি কাগজপত্র ও চার্জশীটগুলো পেতে তাঁর নিজের অর্থ বিনিয়োগ করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন যে, আর্থিকভাবে ও বাস্তবের দিক থেকে পরিস্থিতিটি কতটা চাপপূর্ণ ছিল।[94]

---

91 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া মোহাম্মদ সুলতান মাহমুদ (Mohamed Sultan Mahmud)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৪ঠা জুন, ২০১১.

92 আইবিড (Ibid)

93 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া সামিনুল্লা মিয়া (Saminullah Miya)-র সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০১১.

94 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া আমিনুল ইসলাম (Aminul Islam)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০১১.

আদালতে, বিশেষ করে বিডিআর (BDR) বিদ্রোহের বিচারগুলোতে , বিবাদী পক্ষের আইনজীবীকে প্রশ্ন করার কোন সময় দেওয়া হয়নি এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তাঁরা যাতে তাঁদের মক্কেলদেরকে সাক্ষীদেরকে করার জন্য প্রশ্নগুলো তৈরী করার নির্দেশ দেন। বাস্তবিক ক্ষেত্রে অবশ্য, বিচারের যে মাত্রা ছিল এবং একবারে যে সংখ্যক মক্কেলের বিচার করা হচিছল তার জন্য বিবাদী পক্ষের উকিলের পক্ষে এই ধরণের নির্দেশ দেওয়া প্রায়শঃ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। ২০১০-এর ডিসেম্বরে, বিদ্রোহ কেসগুলোর অভিযুক্তরা তাঁদের বিবাদী পক্ষের আইনজীবীর সাথে সেশন শুরুর আগে আধ ঘনটা, এবং সেশনগুলো মাঝের বিরতিগুলোতে আরো বিশ মিনিট এবং শেষ হয়ে যাওয়ার পর আরো আধ ঘনটা আলোচনা করতে পারবে। মাহমুদ (Mahmud) নির্দেশ করেন যে, এই ছাড়টি দেওয়ার পরেও, সব অভিযুক্তকে পরামর্শ প্রদান করা প্রায় অসম্ভব ছিল, বিশেষতঃ (যা প্রায়ই ঘটত) যখন একটি একক সেশনে তাঁদের একাধিক মক্কেলের বিচার চলত।[95]

বিবাদী পক্ষের আইনজীবী এবং পরিবারগুলো বলেছেন যে, যদিও আইন অনুযায়ী, আইনজীবীদেরকে তাঁদের মক্কেলদের সাথে সুবিধাযুক্ত যোগাযোগ প্রদান করা হয়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এটি নিয়মের বদলে একটি ব্যতিক্রম হিসেবে প্রতীয়মান হয়ে থাকে। কারাগার কর্তৃপক্ষগুলো প্রায়ই স্পষ্ট কোন কারণ না দেখিয়ে, মক্কেলদের সাথে দেখা করার জন্য আইনজীবীদের করা আবেদনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে। আইনজীবীরা কখনো কখনো জেলে অভিযুক্তদের সাথে দেখার করার জন্য পরিবারের লোক সেজে যান। এবং তাঁরা শুধু যে সময় মক্কেলদের দেখা পান, তা হল যখন তাঁদেরকে আদালতে আনা হয়, এবং সেই সাক্ষাৎটি সুবিধাযুক্ত হয় না এবং অভিযুক্তদের সবাইকে শিকল ও হাতকড়া পরিয়ে রাখা হয় এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রেখে যোগাযোগের কোন সুযোগ পাওয়া যায় না।[96]

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে টাকার যোগান দেওয়া একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আইনজীবীদের নিয়োগ করা খুবই ব্যয়বহুল ব্যাপার এবং একটি জামিনের শুনানিতে ৩০,০০০ টাকা (প্রায় ইউএস$370) পর্যন্ত ব্যয় হতে পারে।[97] যেখানে সরকার অর্থপ্রদান করে থাকে, সেক্ষেত্রে বিবাদী পক্ষেরআইনজীবীরাা জানান যে, তাঁদের সম্মানীর পরিমাণ খুব কম এবং তাতে তাঁদের ব্যয়গুলো পূরণ হয় না। যদিও বাদী পক্ষের মূখ্য আইনজীবী হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-কে বলেছেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে সুনিশ্চিত করবেন যে, ফৌজদারী বিচার হওয়া প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তি যাতে সময়মত উপকরণগুলো এবং তাঁদের বিরুদ্ধে আনা প্রমাণগুলো পান, কিন্তু হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে কথা বলা বিবাদী পক্ষের আইনজীবীরা বলেছেন যে, তাঁদেরকে নিজেদেরকে ফাইলগুলোর ফটোকপি করতে হয় এবং তাঁদেরকে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অর্থ দিতে হয়, যা ফেরত পাওয়ার আশা খুব কম।

---

95 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া মোহাম্মদ সুলতান মাহমুদ (Mohamed Sultan Mahmud)-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ৪ঠা জুন, ২০১১.

96 আইবিড (Ibid)

97 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর সাথে নেওয়া জ্যাকলিন ডি প্যারিসে (Jackline de Peiris)-র সাক্ষাৎকার, ঢাকা (Dhaka), ১লা জুন, ২০১১.

তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে হওয়া সমস্যাগুলো এবং বিবাদী পক্ষের কাছে সঠিক সময়ে তা প্রকাশ করা সংক্রান্ত সমস্যাগুলো ছাড়াও, এই বিচারগুলোর ক্ষেত্রে একটি মৌলিক উদ্বেগের জায়গা হল তাদের সুযোগ পাওয়ার জায়গাটি। একটি ইউনিটের সমস্ত সৈনিকের বিচার একসাথে করা হচেছ, তা সেই ইউনিটে কতজন অভিযুক্ত ব্যক্তি রয়েছেন তা বিবেচনা না করেই। বাংলাদেশী ফৌজদারী ধারা অনুসারে করা এই বিচারগুলোর ক্ষেত্রে এটি একটি বিশেষ উদ্বেগ তৈরী করে, যেখানে অনেকগুলো অভিযোগের একটি সম্ভাব্য শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদ- পর্যন্ত হতে পারে।

V. *প্রস্তাবনাগুলো*

বাংলাদেশ (Bangladesh) ***সরকারের প্রতি***

বাংলাদেশী সুরক্ষা বাহিনীগুলোর দ্বারা কৃত অত্যাচার ও খারাপ আচরণের সুরাহা করার জন্য, সরকারের যা করা উচিত:

- পর্যাপ্ত দক্ষতা, ক্ষমতা এবং উৎস থাকা একটি স্বাধীন তদন্তকারী এবং অভিযুক্তকরণ সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স তৈরী করা, যারা বিশদভাবে তদন্ত করবেন এবং যেখানে প্রযোজ্য হবে, বিডিআর (BDR) বিদ্রোহীদের হওয়া বেআইনী মৃত্যু, অত্যাচার এবং খারাপ আচরণের সমস্ত অভিযোগগুলোতে দোষীদের অভিযুক্ত করবেন, তা অভিযুক্ত ব্যক্তিটি যে পদ বা সংস্থারই হন না কেন।
- এরকম একটি স্বাধীন টাস্ক ফোর্স গঠন করা না হলে বা তা করা পর্যন্ত, বর্তমান প্রসিকিউটররা তদন্ত করবেন এবং যেখানে প্রযোজ্য হবে, বিডিআর (BDR) বিদ্রোহীদের হওয়া বেআইনী মৃত্যু, অত্যাচার এবং খারাপ আচরণের সমস্ত অভিযোগগুলোতে দোষীদের অভিযুক্ত করবেন, তা অভিযুক্ত ব্যক্তিটি যে পদ বা সংস্থারই হন না কেন।
- র‍্যাব (RAB) ভেঙ্গে দেওয়া এবং পুলিশের মধ্যেই একটি অ-সামরিক ইউনিট বা একটি নতুন সংস্থা তৈরী করা, যারা অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদের বিব্রুদ্ধে লড়াইয়ের সময় মানবাধিকারগুলোকে এর মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করবে।
- র‍্যাব (RAB), ডিজিএফআই (DGFI) এবং অন্যান্য সুরক্ষা বাহিনীগুলোর কৃত বিশাল পরিমাণ দীর্ঘমেয়াদী অত্যাচার ও খারাপ আচরণগুলোর সুরাহা করতে আসল এবং অর্থপূর্ণ পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা, যার মধ্যে রয়েছে:
    - সমস্ত আটক ব্যক্তিদেরকে অফিসিয়াল আটক রাখার জায়গায় নিয়ে আসা এবং বাকী সমস্ত আটকে রাখার ব্যাপারগুলোকে বেআইনী হিসেবে বিবেচনা করা;
    - নিশ্চিত করা যে, আটক রাখার সমস্ত জায়গাগুলো যাতে আর্ন্তজাতিক মানদ-গুলো পূরণ করে এবং তা অত্যাচার এবং খারাপ আচরণমুক্ত হয়;
    - অবস্থাগুলো আর্ন্তজাতিক মানদ- পূরণ করছে কি না, তা নিশ্চিত করার জন্য এনএইচআরসি (NHRC) এবং অন্যান্য স্বাধীন পর্যবেক্ষকদেরকে সমস্ত আটক রাখার জায়গাগুলোতে মুক্ত ও বাধাহীনভাবে প্রবেশ করতে দেওয়া;
    - অত্যাচার ও খারাপ আচরণে অংশগ্রহণকারী, নির্দেশ প্রদানকারী বা তা করার সুযোগ করে দেওয়া অফিসারদের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও খারাপ আচরণের বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগগুলো এলে তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যার মধ্যে সাসপেন্ড ও বরখাস্ত করা অর্ন্তভুক্ত রয়েছে।
- অত্যাচারকে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত করা বিলটি পাশ করে বাংলাদেশ (Bangladesh)-কে, কনভেনশন এগেইনেস্ট টর্চার (Convention Against Torture)-এর মানদ- পূরণের অবস্থানে নিয়ে আসা, উল্লেখ্য বাংলাদেশ এর একটি রাষ্ট্রপক্ষ এবং এই ২০০৯-এ এই বিলটি সংসদে পেশ করার পর থেকে আর কিছুই এগোয়নি।

- অত্যাচার এবং খারাপ আচরণের ব্যাপারে একটি শূণ্য সহিষ্ণুতার নীতি ঘোষণা করা এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে, একটি উচচস্তরের জন তথ্য প্রচারণা শুরু করা যেখানে ব্যাখ্যা করা হবে যে, সুরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের এবং অন্যান্য সরকারী এজেন্সীগুলোকে অত্যাচার এবং অন্য কোন ভাবে খারাপ আচরণ করার ব্যাপারে সন্দেহ করা হলে তাদের শাস্তি প্রদান করা হবে। অত্যাচারের শিকার ব্যক্তিদেরকে এবং অত্যাচারের ফলে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবারগুলোকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।
- বাংলাদেশ (Bangladesh) সংবিধানের আর্টিকল বা অনুচেছদ ৪৬ বাতিল বা সংশোধন করা, যেটি সংসদকে এমন আইন পাশ করতে দেয়, যা আইনশৃঙখলা বজায় রাখতে কোন পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের কোন অফিসারের বিরুদ্ধে আনা কোন অভিযোগের ক্ষেত্রে তাকে ইমিউনিটি বা সুরক্ষা প্রদান করা হয়।
- বাংলাদেশ (Bangladesh) ফৌজদারী আইনী ধারার সেকশন ১৯৭-কে বাতিল করা, যেটির জন্য একটি অফিসিয়াল দায়িত্বের মধ্যে কৃত কোন কাজের জন্য একজন অফিসিয়ালকে অভিযুক্ত করতে হলে সরকারের স্পষ্ট অনুমতির প্রয়োজন হয়।
- কনভেনশন এগেইনেস্ট টর্চার (Convention Against Torture)-এর অপশনাল প্রোটোকলে স্বীকৃতি প্রদান করা এবং আটকে রাখার কেন্দ্রগুলো জন্য একটি স্বাধীন নজরদারী সংস্থা তৈরী করা।

ন্যায্য বিচারের মানদ-গুলো পূরণকৃত হওয়া সুনিশ্চিত করার জন্য, সরকারের যা করা উচিত:

- বর্তমানে চলতে থাকা গণ বিচারগুলোকে স্থগিত করা। ইতিমধ্যে গণবিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ব্যক্তিদের জন্য নতুন করে বিচারের ব্যবস্থা করা।
- নিশ্চিত করা যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নির্ধারিত পদ্ধতির অধিকারগুলোর পূর্ণ সীমা পর্যন্ত যাতে ন্যায্য বিচার প্রদান করা হয়, যার মধ্যে অর্ন্তভুক্ত রয়েছে:
    - অভিযোগগুলোকে শুধুমাত্র তখনই ফাইলকৃত করা যাবে এবং মামলাগুলোকে বিচারের আওতায় আনা যাবে, যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে; অত্যাচার বা মাদক ব্যবহার করে সংগৃহীত প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে আটক ব্যক্তির ওপর কোন অভিযোগ আনা যাবে না;
    - অভিযুক্তের তাঁর পছন্দমত পর্যাপ্ত আইনী পরামর্শ পাওয়া;
    - আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি প্রস্তুত করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং তার আইনজীবীর পর্যাপ্ত সময় পাওয়া;
    - অভিযুক্তের তার আইনী প্রতিনিধির সাথে গোপনীয় সাক্ষাৎ করতে সমর্থ হওয়া;
    - অভিযুক্ত ব্যক্তি দরিদ্র হলে, যোগ্য আইনজীবীদের নিযুক্ত করা এবং পর্যাপ্ত আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যথেষ্ট অর্থসংস্থান করা;
    - অভিযোগগুলো এবং অভিযোগগুলোর প্রমাণগত ভিত্তিগুলো স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা এবং তা যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বোধগম্য হয়;

- অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং তাঁদের আইনী প্রতিনিধিরা যাতে সম্ভাব্য নির্দোষিতার প্রমাণগুলো সহ তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যাবলী গ্রহণ করতে পারেন এবং প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তি যাতে প্রমাণের সত্যতা এবং তাঁদের বিরুদ্ধে আসা সাক্ষীদের নির্ভরযোগ্যতা ও উদ্দেশ্যগুলোকে প্রশ্ন করতে পারেন;
- নীরব থাকার অধিকার, যেখানে এই নীরবতাকে যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার না করা হয়।

- বিডিআর (BDR) বিদ্রোহ আইনের আওতায় হওয়া চলতি এবং ভবিষ্যতের বিচারগুলো পরিচালনার উপর পর্যবেক্ষণকারী একটি স্বাধীন সংস্থা তৈরী করা যাতে ওপরে নির্ধারিত মানদ-গুলো পূরণকৃত হয়।
- বাংলাদেশ (Bangladesh) ফৌজদারী আইন এবং এক্সপ্লোসিভ সাবসট্যান্সেজ অ্যাক্টের আওতায় হওয়া চলতি এবং ভবিষ্যতের বিচারগুলোর পরিচালনার ওপর পর্যবেক্ষণকারী একটি স্বাধীন সংস্থা তৈরী করা, যাতে উপরে নির্ধারিত মানদ-গুলো পূরণকৃত হয়।

এই বিষয়টি যে, বেশীর ভাগ অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিবারের লোকেদের, অভিযুক্ত ব্যক্তির আইনী অবস্থা এবং তাঁদের অধিকারগুলো সম্পর্কে খুব কম তথ্য রয়েছে বা কোন তথ্য নেই, তার আলোকে সরকারের যা করা উচিত:

- অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পরিবারগুলোর জন্য একজন আউটরীচ অফিসারের ব্যবস্থা করা, যিনি পরিবারগুলোকে তাঁদের পেনশন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ডের অধিকারগুলো বুঝতে সহায়তা করবেন।
- নিশ্চিত করা যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যাতে আটক থাকা অবস্থায় পরিবারের সাথে নিয়মিত দেখা করতে পারেন।
- নিশ্চিত করা যে, পরিবারের সদস্যরা যাতে অভিযুক্তের ন্যায্য বিচার পাওয়ার অধিকারগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকেন, এর মধ্যে দরিদ্র হলে আইনজীবী পাওয়ার অধিকারও অর্ন্তভুক্ত রয়েছে।

আর্ন্তজাতিক কমিউনিটির দাতা এবং অন্যান্য প্রভাবশালী সদস্যদের প্রতি

- বিডিআর (BDR) গণহত্যার বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানানো এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার দাবী জানানোর পাশাপাশি, বাংলাদেশ সরকারকে সন্দেহভাজনদের ওপর অত্যাচারের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের ওপর তদন্ত ও অভিযুক্ত করা, শিকার ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, ন্যায্য বিচারের অধিকারগুলোকে সুনিশ্চিত করা এবং ওপরের প্রস্তাবনাগুলো প্রয়োগের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চাপ দেওয়া।
- বিডিআর (BDR) অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে হওয়া হেফাজতে বিশাল সংখ্যক মৃত্যু, সিস্টেমেটিক অত্যাচার এবং খারাপ আচরণ এবং গণ বিচারের ব্যবহার সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করা।
- এটি স্পষ্ট করা যে, বাংলাদেশী সরকার যাতে প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আর্ন্তজাতিক ন্যায্য বিচারের মানদ-অনুযায়ী অধিকারগুলোর পূর্ণ মর্যাদা প্রদান করে।

- বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষগুলোর যাতে বিডিআর (BDR) বিদ্রোহের বিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য ন্যায্য বিচারের মানদ-গুলো পূরণে বিশেষজ্ঞতা ও উৎসগুলো থাকে তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের সহায়তা করা।
- নিশ্চিত করা যে, বাংলাদেশের সমস্ত সুরক্ষা বাহিনীগুলোকে যাতে খুঁটিয়ে দেখা হয় এবং অত্যাচার এবং খারাপ আচরণের জন্য দায়ী ব্যক্তিদেরকে যাতে ইউএন (UN) শান্তি রক্ষা বা বিদেশের অন্যান্য কাজগুলোর জন্য যাওয়ার ব্যাপারে বিবেচনার বাইরে রাখা হয়।
- কনভেনশন এগেইনেস্ট টর্চার (Convention Against Torture)-এর বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী, অত্যাচারকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করার আইন পাশ করতে বাংলাদেশ (Bangladesh)-কে চাপ দেওয়া; এতে যাতে কোন ছাড় বা সুরক্ষাচক্র না থাকে এবং আইনটিতে যাতে কম্যান্ড বা পরিচালনার পদে থাকা ব্যক্তিদের জন্য, যাঁরা নির্যাতনগুলো সম্পর্কে জানেন বা যাঁদের জানা উচিত এবং যাঁরা তা বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁদেরকে অপরাধী হিসেবে বিবেচনার ধারাটি থাকে।
- বিডিআর (BDR) বিদ্রোহের বিচারগুলো এবং সেগুলো আর্ন্তজাতিক ন্যায্য বিচারের মানদ-গুলো পূরণ করছে কি না তার নজরদারী করা। ন্যায্য বিচারের মানদ-গুলোর পূরণ সুনিশ্চিত করতে, জটিল তদন্ত ও বিচারের কাজে প্রশিক্ষিত পর্যবেক্ষকদেরকে শুনানিতে উপস্থিত থাকতে দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই রিপোর্টটি লিখেছেন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর এশিয়া বিভাগের দক্ষিণ এশিয়া সংক্রান্ত গবেষক তেজশ্রী থাপা (Tejshree Thapa)। তেজশ্রী থাপা (Tejshree Thapa)-র সম্পন্নকৃত গবেষণার ওপর ভিত্তি করে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এর সম্পাদনা করেছেন এশিয়া বিভাগের ডিরেক্টর ব্র্যাড অ্যাডামস (Brad Adams), সিনিয়র আইনী পরামর্শদাতা ক্লাইভ ব্যাল্ডউইন (Clive Baldwin) এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর ডেপুটি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর জোসেফ সন্ডার্স (Joseph Saunders)।

প্রযোজনা সহায়তা প্রদান করেছেন, এশিয়া বিভাগের অ্যাসোসিয়েট, শৈবালিনি পারমার (Shaivalini Parmar), পাবলিকেশন্স ডিরেক্টর, গ্রেস চোই (Grace Choi) এবং মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন অ্যাসিস্টেন্ট, আইভি শেন (Ivy Shen).

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Right Watch), বাংলাদেশ (Bangladesh)-এর আইন-ও-সালিশ কেন্দ্র (Ain-O-Salish Kendra) এবং অধিকার (Odhikar)-সহ যে বিশেষজ্ঞরা তথ্য ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।